SOLIS

ভবিষ্যতের পথ

এক টেকসই সমাজব্যবস্থার রূপরেখা

System of Learning, Integrity & Sustainability

SOLIS

SOLIS — **ভবিষ্যতের পথ**
ধ্রুপদী সংস্করণ · বাংলা · অক্টোবর ২০২৫

লাইসেন্স: CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)। আপনি এই রচনা কপি, শেয়ার, অনুবাদ ও রূপান্তর করতে পারেন, যদি লিংকসহ “SOLIS — ভবিষ্যতের পথ” উল্লেখ করেন এবং আপনার রূপান্তর একই লাইসেন্সে শেয়ার করেন।

অনলাইনে পড়ুন এবং অন্যকে দিন: xfuturex.netlify.app/bn

সংশোধিত সংস্করণ, যার পরিকল্পনা ও রচনা একজন মানুষের এবং যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সংশোধিত। প্রতিটি শব্দ লেখক যাচাই করেছেন এবং এর দায় তাঁর। এই অনুবাদ জার্মান মূল থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে করা হয়েছে এবং এখনো বাংলাভাষী কেউ তা যাচাই করেননি।

সূচিপত্র

চৌদ্দটি অধ্যায়

01 **ভিত্তি** 6
প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলোর কানাগলি 8
সন্ধিক্ষণে মানবজাতি 9
পাঁচটি নৈতিক ভিত্তি 11
সংকীর্ণ কেন্দ্র আর বিস্তৃত স্বাধীনতা 14
রচনার পদ্ধতি ও গঠন 14

02 **সমাজ ও ক্ষমতার ব্যবস্থা** 17
মৌলিক অধিকার এবং তাদের মধ্যে ভারসাম্যের বিচার 18
ক্ষমতার ব্যবস্থা: বলয় 19
জনপরিসর, গণমাধ্যম এবং ব্যাখ্যার কর্তৃত্বের প্রশ্ন 27
ব্যবস্থাটি কীভাবে বদলায় 29

03 **আইন ও ন্যায়বিচার** 31
নৈতিকতা ও আইনের দ্বৈত কাঠামো 32
এমন আইন, যা সবাই বোঝে 33
প্রতিশোধের সীমা 33
পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার 34
ন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়া এবং আইনের সামনে সমতা 35
ভিত্তিগুলো নিয়ে উন্মুক্ত বিচার 35
নাগরিকদের মধ্যে বিবাদ 36
কে বিচার করে 36
জবরদস্তির সীমা 37

04 **নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও শান্তি** 38
তলোয়ার কার হাতে 39
বলয়িত বলপ্রয়োগ-যন্ত্র 40
পুলিশি রাষ্ট্র ছাড়াই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা 40
যে ব্যতিক্রম নিজেকে শেষ করে 41
আক্রমণ ছাড়াই বাহ্যিক প্রতিরক্ষা 42
পৃথিবী-প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক সুরক্ষা 43
শান্তি এক সক্রিয় কাজ 44

05 **অর্থনীতি ও সম্পদ** 45
মালিকানা ও সর্বজনীন সম্পদ 46
মৌলিক জোগান ও মূল্যাঙ্ক 48

উদ্যোগ, পুঁজি ও উদ্ভাবন 54
কাজ ও অবদান 56
বণ্টনের ন্যায্যতা 58
বার্ধক্যের নিরাপত্তা 60
চক্রাকার অর্থনীতি ও জ্বালানি 61
বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা 62

06 **পৃথিবী, বাস্তুবিদ্যা ও পুনর্জীবন** 64
গ্রহের সীমা 65
নিছক সংরক্ষণের বদলে পুনর্জীবন 66
বন্ধ চক্র 66
জীবন্ত জগতের অধিকার 67
কৃষি ও খাদ্য 68
জ্বালানি ও দীর্ঘ ভবিষ্যৎ 68

07 **শিক্ষা ও জ্ঞান** 70
অধিকার ও ভিত হিসেবে শিক্ষা 71
আজীবন শিক্ষা 72
জ্ঞানে প্রবেশাধিকার ও স্বচ্ছতা 74
সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা 75
নৈতিক শিক্ষা 76
বৈশ্বিক জ্ঞানের জাল 77

08 **স্বাস্থ্য ও কল্যাণ** 79
সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা 80
মেরামতের বদলে প্রতিরোধ 81
মানসিক স্বাস্থ্য 82
সামাজিক স্বাস্থ্য ও সমষ্টি 83
ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা 84
বৈশ্বিক স্বাস্থ্যজাল 85
বার্ধক্য ও বিদায় 86

09 **সংস্কৃতি ও অর্থবোধ** 88
জীবন্ত উত্তরাধিকার হিসেবে সংস্কৃতি 89
শিল্পকলা, সংগীত ও সাহিত্য 90
আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন 91
আচার ও যৌথ অভিজ্ঞতা 92
অর্থবোধ সৃষ্টি ও ব্যক্তিগত পূর্ণতা 93
জীবনের আনন্দ ও রসবোধ 94
বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক বিনিময় 94
সংস্কৃতির স্বাধীনতা ও গতিশীল আত্মপরিচয় 95

10 **প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ** 97
ভবিষ্যৎ গবেষণা ও দৃশ্যকল্প পরিকল্পনা 98
হাতিয়ার হিসেবে প্রযুক্তি 99
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানবজাতি 100
ডিজিটাল সর্বজনীন সম্পদ 102
ট্রান্সহিউম্যানিজম ও চেতনা 103
মহাকাশ গবেষণা ও আন্তঃগ্রহ নৈতিকতা 104
ঝুঁকি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 105

মহাবিশ্বে মানবজাতির স্থান 106

11 **শিশু ও পরিবার** 108
জন্ম ও প্রারম্ভিক শৈশব 109
শিক্ষা ও বিকাশ 110
পারিবারিক কাঠামো 111
নিরাপদ পরিসর ও আবেগীয় বিকাশ 113
কৈশোর, আত্মপরিচয় ও নিজেকে খোঁজা 114

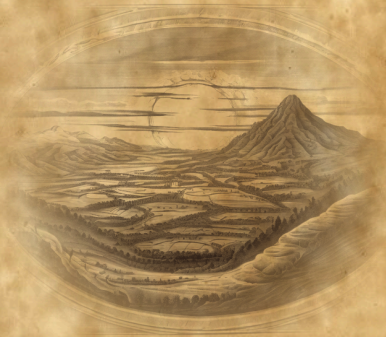
12 **বাস্তবায়ন ও উত্তরণ** 116
বিদ্যমান অবস্থা থেকে SOLIS-এর পথ 117
রূপান্তরের ধাপ 118
কুশীলব, ভূমিকা ও প্রতিরোধ 119
পুরোনো সম্পদের কী হয় 122
যোগাযোগ ও প্রত্যয় 123
আন্তর্জাতিক বিস্তার ও অভিযোজন 124
পথকে কী দিয়ে মাপা যায় 125

13 **বিশ্বব্যবস্থা: জাতিগুলোর মাঝে** SOLIS 127
গ্রহস্তরে বলয় 128
যে গ্রহব্যাপী কাজ কেবল একসঙ্গেই সফল হয় 129
বৈশ্বিক ন্যায্যতা 129
অন্তর্ভুক্তি ও অভিবাসন 130
মিশ্র এক পৃথিবীতে টিকে থাকা 131
ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু একঘেয়ে নয় এমন মানবজাতি 131

14 **সারসংক্ষেপ ও সামনের দৃষ্টি** 133
এক নজরে পাঁচটি ভিত্তি 134
এক নজরে উপাদানগুলো 135
কেন SOLIS প্রয়োজন 138
মহান স্বপ্ন 139
মানবজাতির প্রতি আহ্বান 140
শেষ কথা 141

অধ্যায়

০১



ভিত্তি

কল্পনা করুন, আপনি একটি উঁচু মালভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সামনে বিস্তৃত এক ভূদৃশ্য ছড়িয়ে আছে, আর সব দিকে চলে গেছে এমন সব পথ, যা বহু আগেই পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গেছে: পুঁজিবাদের চওড়া রাজপথ, সমাজতন্ত্রের পায়ে-চলা সরু পথ, গণতন্ত্রের মোজাইকের মতো আঁকাবাঁকা পথ, স্বৈরতন্ত্রের পাথুরে কুচকাওয়াজের রাস্তা। এই প্রতিটি পথে আছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের পায়ের ছাপ, প্রতিটির আছে নিজস্ব ইতিহাস। আর ভালো করে তাকালে দেখবেন, এদের প্রত্যেকটিই শেষ হয় একই দেয়ালে।

আমরা এই দেয়ালটি অনুভব করি, যদিও তার নাম উচ্চারণ করি না। আমরা তা অনুভব করি একের পর এক আসা জলবায়ু প্রতিবেদনে, জ্বলন্ত বনে আর অতিরিক্ত উষ্ণ সমুদ্রে। আমরা তা দেখি ধনী আর দরিদ্রের সেই ফারাকে, যা প্রতিটি সংকটে আরও চওড়া হয়, আর সেই অদৃশ্য মানুষদের মধ্যে, কর্মজগতে যাদের জন্য আর কোনো জায়গা নেই। আমরা তা টের পাই টলমল গণতন্ত্রে আর শক্তিশালী হয়ে ওঠা স্বৈরতন্ত্রে, কারণ আস্থা ভেঙে পড়েছে। আর আমরা তার গন্ধ পাই অন্তহীন বিজ্ঞপ্তির ডিজিটাল কুয়াশায়, সেই অ্যালগরিদমে, যা আমাদের সময় গিলে খায়, আমাদের চিন্তাকে চালিত করে আর আমাদের মানবিকতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

এই বই এমন একটি পথ আঁকার প্রচেষ্টা, যা এই দেয়ালে গিয়ে শেষ হয় না। এর নাম SOLIS, এবং এটি কোনো দলীয় কর্মসূচি নয়, কোনো ধর্ম নয়, কোনো রাষ্ট্রও নয়। এটি এমন এক সমাজব্যবস্থার রূপরেখা, যা এই শতাব্দীর বাস্তবতার মুখে টিকে থাকতে পারে: এমন এক ব্যবস্থা, যা তার ভেতরের মানুষেরা ভুল করলেও ন্যায্য থাকে, সংকট থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসে এবং নিজেকে নিজে সংশোধন করতে পারে। রূপরেখা শুরু হওয়ার আগে স্পষ্ট হওয়া দরকার, কেন এর প্রয়োজন।

প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলোর কানাগলি

মানবজাতি তার ইতিহাসের পথে কয়েকটি বড় ব্যবস্থার রূপরেখা জন্ম দিয়েছে, এবং তাদের প্রত্যেকটিই কিছু না কিছু বাস্তব অর্জন করেছে।

পুঁজিবাদ সমৃদ্ধি আর উদ্ভাবনী শক্তিকে নজিরবিহীন মাত্রায় মুক্ত করেছে। একই সঙ্গে সে জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তি লুণ্ঠন করেছে এবং সমাজগুলোকে বিভক্ত করেছে। সমাজতন্ত্র সাম্যের প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব দিয়েছে, আর তার বাস্তব রূপে স্বাধীনতা ও উদ্ভাবনী চেতনার শ্বাসরোধ করেছে। গণতন্ত্র মানুষকে কণ্ঠ দিয়েছে, আর সে তার সীমায় পৌঁছায় সেখানে, যেখানে অনেক কণ্ঠ মিলে দিশাহীন কোলাহলে পরিণত হয়, যার মধ্যে আত্মসংশোধনের কৌশল নেই। স্বৈরতন্ত্র দৃঢ়তা আর শৃঙ্খলা দেখিয়েছে, মর্যাদা আর সৃজনশক্তির বিনিময়ে, যা ছাড়া কোনো সমাজ জীবন্ত থাকে না।

এই রূপরেখাগুলোর কোনোটিই সোজাসুজি ভুল নয়। প্রত্যেকটিই এমন এক অভ্যন্তরীণ সীমায় পৌঁছেছে, যা সে নিজের যুক্তি দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। আর এই সীমাগুলো আজ এত তীক্ষ্ণভাবে চোখে পড়ে, কারণ যে পরিস্থিতিতে ওই ব্যবস্থাগুলো জন্মেছিল, তা মৌলিকভাবে সরে গেছে। বর্তমানের বড় চ্যালেঞ্জগুলো আর জাতীয় নয়, আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, আর ধীরগতিরও নয়। জলবায়ুর পরিবর্তন, সম্পদের কেন্দ্রীভবন, ডিজিটাল প্রযুক্তির আনা ওলটপালট এবং সত্যের সঙ্গে এক অভিন্ন সম্পর্কের ক্ষয় একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তারা পরস্পরকে শক্তিশালী করে এবং প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলো যত দ্রুত সামলাতে পারে, তার চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ধীর ও সীমাবদ্ধ এক পৃথিবীর জন্য গড়া ব্যবস্থা একটি সংযুক্ত ও ত্বরান্বিত পৃথিবীকে আর নির্ভরযোগ্যভাবে পরিচালনা করতে পারে না। আমাদের সামনে এমন কোনো ভাঙা দাঁতওয়ালা চাকা নেই, যা বদলে ফেলা যায়। আমাদের সামনে এমন এক যন্ত্র, যার নির্মাণশৈলী আর পরিস্থিতির সঙ্গে মেলে না।

এই প্রেক্ষাপটে SOLIS নিজেকে আরেকটি মতাদর্শ হিসেবে দেখে না। এটি যা অনুপস্থিত, তার এক নির্মোহ বিশ্লেষণের উত্তর, এবং এই উত্তরকে চারটি প্রয়োজনে নামিয়ে আনা যায়।

প্রথমত, এমন এক ব্যবস্থা দরকার, যা মানুষ, পৃথিবী ও প্রযুক্তিকে ভারসাম্যে আনে, একটিকে অন্যটির অধীন না করে: মানুষকে প্রকৃতির ওপরে নয়, যন্ত্রকে মানুষের ওপরে নয়, অর্থনীতিকে সবকিছুর ওপরে নয়। দ্বিতীয়ত, এমন এক ব্যবস্থা দরকার, যা স্বল্পমেয়াদি মুনাফা সর্বোচ্চ করে না, বরং স্থায়িত্ব, সহনক্ষমতা ও সম্মিলিত কল্যাণের দিকে মুখ করে থাকে। যে প্রবৃদ্ধি তার নিজের সম্ভাবনার ভিত্তিকেই গ্রাস করে, তা অগ্রগতি নয়। তৃতীয়ত, এমন এক ব্যবস্থা দরকার, যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে, তার নৈতিক সীমা বিসর্জন না দিয়ে। সে বর্তমানের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ারগুলোকে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে জিন প্রযুক্তি পর্যন্ত, মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে, মানুষকে সেগুলোর হাতে ছেড়ে না দিয়ে। চতুর্থত, এমন এক ব্যবস্থা দরকার, যা দক্ষতা আর বিবেককে একত্র করে, এবং তা জোর, টাকা বা ক্ষমতার স্তূপ দিয়ে নয়, বরং অর্থবোধ ও অভিন্ন অভিমুখের মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের গভীরতম রূপান্তরগুলো কখনো নিছক প্রযুক্তিগত ছিল না, সব সময়ই সেগুলো ছিল সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আন্দোলনও।

আপত্তিটা সহজেই ওঠে যে এমন রূপরেখা ইউটোপীয়। কিন্তু এটি কোনো উন্নততর মানবজাতির অনুমানের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। এটি দাঁড়িয়ে আছে এই উপলব্ধির ওপর যে আগের মতো চালিয়ে যাওয়াটাই আসল অসম্ভাব্যতা। যে পৃথিবীর পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত ও ভূরাজনৈতিক নিয়তি অভিন্ন, সেখানে বিদ্যমানকে টেনে নিয়ে যাওয়া কোনো নিরাপদ বিকল্প নয়, বরং সব সম্ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। SOLIS মানব অভিজ্ঞতার টেকসই উপাদানগুলোর ওপর গড়ে ওঠে, উদ্ভাবনী প্রতিভা, নৈতিক গভীরতা আর তাৎক্ষণিক নিজস্ব স্বার্থের বাইরে ভাবার ক্ষমতার ওপর, এবং সেগুলোকে জুড়ে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে, যা ভার বইতে পারে।

সন্ধিক্ষণে মানবজাতি

মানবজাতির হাতে নিজের নিয়তির ওপর এত ক্ষমতা আগে কখনো ছিল না। আমরা জিন বদলাতে পারি, এই গ্রহ ছেড়ে যেতে পারি, গোটা পৃথিবীকে একটি

মাত্র কথোপকথনে পরিণত করতে পারি, আর সম্পদ এমন মাত্রায় ব্যবহার বা ধ্বংস করতে পারি, যা কয়েক দশক আগেও অকল্পনীয় ছিল। আর আমরা কখনো খাদের এত কাছে দাঁড়াইনি, কারণ যে ক্ষমতা আমরা অর্জন করেছি, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রজ্ঞা, সচেতনতা আর সমষ্টিবোধ গড়ে তুলিনি। তাই প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাগুলোর সীমায় পৌঁছানো কোনো বিমূর্ত রোগনির্ণয় নয়। এটি প্রকাশ পায় একসঙ্গে চলা কয়েকটি সংকটে, যার প্রতিটিই আলাদাভাবে ভারী, আর কেবল একসঙ্গে জুড়লেই আসল ছবিটি ফুটে ওঠে।

পরিবেশগত সংকট সবচেয়ে মৌলিক, কারণ এটি প্রতিটি সমাজের বস্তুগত পূর্বশর্তকে স্পর্শ করে। যে অর্থনীতি সম্পদকে তার পুনর্নবীকরণের চেয়ে দ্রুত ভোগ করে এবং জলবায়ুর স্থিতিশীলতাকে বিনামূল্যের উপহার হিসেবে দেখে, সে তার নিজের টিকে থাকার শর্তকেই ক্ষইয়ে দেয়। অস্থিতিশীল এক গ্রহে কোনো সমৃদ্ধি বা অগ্রগতিই স্থায়ীভাবে নিশ্চিত করা যায় না। সামাজিক সংকট প্রকাশ পায় সম্পদ ও সুযোগের এমন কেন্দ্রীভবনে, যা সমাজের সংহতিকে ভেতর থেকে ফাঁপা করে দেয়। যেখানে অংশগ্রহণ আর বঞ্চনার ফারাক খুব বেশি চওড়া হয়, সেখানে আইনের সামনে সাম্যের প্রতিশ্রুতি তার অভিজ্ঞতাযোগ্য ভিত্তি হারায়, আর তার সঙ্গে হারায় সেই আস্থা, যা প্রতিটি ব্যবস্থাকে ধরে রাখে। প্রযুক্তিগত সংকট ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ এটি কেবল উপকরণ বদলায় না, মানুষকেই বদলে দেয়। ডিজিটাল সিস্টেমগুলো আজ ঠিক করে, মানুষ কী দেখে, কীভাবে বিচার করে আর কোথায় মনোযোগ দেয়। যেখানে এই সিস্টেমগুলো কেবল মনোযোগকে মুনাফায় বদলানোর কাজ করে, সেখানে এক নীরব নিয়ন্ত্রণ জন্ম নেয়, যা সচেতন নজরদারির বাইরে থেকে যায়।

রাজনৈতিক সংকট আগের সংকটগুলো থেকেই আসে। যেখানে প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যা আর সামলাতে পারে না, সেখানে আস্থা কমে যায়। যেখানে আস্থা কমে, সেখানে সহজ উত্তর ক্ষমতা পায়, যা কঠিন পরিস্থিতির সমাধান করে না, বরং তাকে ঢেকে রাখে। স্থিতিশীল গণতন্ত্র টলতে থাকে, কর্তৃত্ববাদী মডেল আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, কারণ তারা কাজ করার সক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর শেষে, অর্থবোধের সংকট সবচেয়ে কম দৃশ্যমান, অথচ সবচেয়ে গভীরে কাজ করে। যে ব্যবস্থা মানুষকে মূলত ভোক্তা, শ্রমশক্তি আর ডেটা পয়েন্ট হিসেবে সম্বোধন করে, সে এমন এক প্রশ্নের উত্তর দেয় না, যাকে চুপ করিয়ে রাখা যায় না: এসব কীসের জন্য। আমরা আর জানি না কতটা যথেষ্ট,

কোনটা ভালো আর "আমরা" মানে কী। ভোগ অর্থবোধের জায়গা নেয়, বিনোদন গভীর বোঝাপড়ার জায়গা নেয়, দক্ষতা মানবিকতার জায়গা নেয়। অর্থবোধের প্রশ্নের টেকসই উত্তর ছাড়া সেই অন্তর্গত ভিত ভেঙে পড়ে, যেখান থেকে সমাজ তার প্রতিরোধশক্তি পায়।

এই সংকটগুলো আলাদা আলাদা বা একটার পর একটা সমাধান করা যায় না, কারণ তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। ঠিক এখানেই নিহিত আছে এক অখণ্ড রূপরেখার যুক্তি: যে ব্যবস্থা পরিবেশ, অর্থনীতি, আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিকে আলাদা আলাদা দপ্তর হিসেবে দেখে, সে ব্যর্থ হবে সেই সংযোগস্থলগুলোতে, যেখানে আসল সমস্যাগুলো থাকে। তাই SOLIS কোনো একক সংস্কার থেকে শুরু করে না, শুরু করে সামগ্রিক সংযোগ থেকে।

পাঁচটি নৈতিক ভিত্তি

প্রতিটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থার এমন এক ভিত দরকার, যা তার আইন, প্রযুক্তি আর প্রতিষ্ঠানের চেয়েও গভীরে থাকে, কারণ এগুলো বদলায়, অথচ ভিতকে ভার বইতে হয়। এটি কংক্রিটে তৈরি নয়, টাকায় নয়, ক্ষমতায়ও নয়, বরং মূল্যবোধে। SOLIS-এ এমন ভিত্তি পাঁচটি। এগুলোকে এখানে কোনো বিশ্বাসের ঘোষণা হিসেবে নয়, বরং কার্যকর নীতি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে: প্রতিটিই কিছু নির্দিষ্ট ব্যবস্থাকে বাতিল করে এবং প্রতিষ্ঠানের স্তরে কিছু নির্দিষ্ট পরিণতি টেনে আনে।

◆ মানুষের মর্যাদা

কেন্দ্রে আছে মানুষ, নিজেই এক মূল্য হিসেবে, কোনো উপায় হিসেবে নয়: তার উৎস, লিঙ্গ, বয়স, বিশ্বাস বা কর্মক্ষমতা যা-ই হোক। এর মানে এই নয় যে সব মানুষ একরকম, তবে এর মানে এই যে মূল্যে সবাই সমান। যে ব্যবস্থা এই নীতিকে গুরুত্ব দেয়, সে মানুষকে কাজের আর অকাজের দুই ভাগে ভাগ করতে পারে না, আর কাউকে অনুৎপাদনশীল বলে ছুড়ে ফেলতে পারে না। ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত নব্বই বছরের এক নারী কোনো বোঝা নন। তিনি সমাজের অংশ, যত্ন পাওয়ার

অধিকার তাঁর আছে। একজন শরণার্থী কোনো খরচের খাত নন। তিনি এক মানুষ, যাঁর আছে ইতিহাস, বেদনা আর আশা। প্রাতিষ্ঠানিক পরিণতি হলো এমন এক মৌলিক জোগান, যা কর্মজীবনের ধারার ওপর নির্ভর করে না, এবং এমন এক আইন, যা দুর্বলকে সবলের মতোই রক্ষা করে।

◆ ব্যক্তি ও সমষ্টির ভারসাম্য

মানুষ কোনো নিঃসঙ্গ একক যোদ্ধা নয়, আবার সমষ্টির নিছক একটি উপাদানও নয়। সে এক সামাজিক ব্যক্তি, বেড়ে ওঠার জন্য যার স্বাধীনতা দরকার, আর সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য দরকার সমষ্টি। ব্যক্তির স্বাধীনতা সেখানে শেষ হয়, যেখানে তা সমষ্টির কল্যাণ ধ্বংস করে। সমষ্টির কল্যাণকে এমনভাবে নির্ধারণ করা যায় না, যাতে তা ব্যক্তির মর্যাদাকে পিষে ফেলে। এই ভারসাম্য কোনো স্থির অবস্থা নয়, বরং এক জীবন্ত নৃত্য, যাকে বারবার নতুন করে মেলাতে হয়। এর জন্য এমন প্রতিষ্ঠান দরকার, যারা ঠিক এই ভারসাম্যের বিচার করে, একতরফা সিদ্ধান্ত না নিয়ে। কোনো কোম্পানি স্বল্পমেয়াদে বেশি আয়ের জন্য পরিবেশের মান এড়িয়ে যেতে পারে না, কারণ তাতে সমষ্টির ক্ষতি হয়। আবার সমষ্টিও মানুষের মাথার ওপর দিয়ে ঠিক করে দিতে পারে না, সবার জন্য কী ভালো, অংশগ্রহণ, সংলাপ আর সম্মান ছাড়া।

◆ পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব

পৃথিবী কোনো মঞ্চের পটভূমি নয়, কাঁচামালের গুদামও নয়। এটি সেই জীবন্ত জগৎ, যার ওপর প্রতিটি সমাজ নির্ভর করে: এক জীবন্ত সিস্টেম, যার ওপর আমরা প্রভুত্ব করি না, বরং যার আমরা অংশ। এ থেকে আসে এমন ব্যবহারের অঙ্গীকার, যা পুনর্নবীকরণের সুযোগ দেয়, বাস্তুতন্ত্রে যেকোনো হস্তক্ষেপে সর্বোচ্চ সতর্কতা, এবং প্রাকৃতিক ভিত্তির সুরক্ষাকে মূল দায়িত্ব হিসেবে দেখা, পার্শ্ববিষয় হিসেবে নয়। এই নীতি কোনো নৈতিক সংযোজন নয়, বরং টিকে থাকার শর্ত: মৃতপ্রায় এক গ্রহে কোনো সিস্টেম, কোনো সমৃদ্ধি, কোনো অগ্রগতিই টিকে থাকতে পারে না। এ থেকেই বোঝা যায়, কেন SOLIS-এ প্রাকৃতিক ভিত্তিগুলো ব্যক্তিগত দখলের নাগালের বাইরে, আর কেন ব্যবস্থার সিদ্ধান্তে জীবন্ত জগৎ নিজের একটি কণ্ঠ পায়।

◆ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ

SOLIS তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি করে না ক্ষমতা, টাকা বা মতাদর্শকে, বরং প্রাপ্ত সেরা জ্ঞানকে, নৈতিক বিচারের সঙ্গে যুক্ত করে। নৈতিকতা ছাড়া জ্ঞান ধ্বংসাত্মক হতে পারে, জ্ঞান ছাড়া ক্ষমতা অন্ধ। কেবল দুটির মিলনেই ভার বহন করা যায়। এ থেকে আসে নিরন্তর গবেষণার অঙ্গীকার, অনুমানকে যাচাইযোগ্য রাখার অঙ্গীকার, আর জ্ঞানে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকারের অঙ্গীকার। আর এ থেকে আসে এই উপলব্ধি যে কেবল বুদ্ধি যথেষ্ট নয়। দরকার দূরদৃষ্টি, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পরিণতির কথা ভাবে, আর বিনয়, যা নিজের ভুলকে সম্ভব বলে মানে। এই দুটিকে একসঙ্গে আমরা বলি প্রজ্ঞা।

◆ দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা

একটি ব্যবস্থার মূল্য প্রমাণিত হয় শান্ত সময়ে নয়, সংকটে। তাই SOLIS গড়া হয়েছে প্রতিরোধক্ষমতার ওপর। এটি শিখতে পারে, কারণ নিজেকে সংশোধন করতে পারে। এটি শক্তিশালী, কারণ এর সংগঠন বিকেন্দ্রীকৃত। আর এটি মানিয়ে নিতে পারে, কারণ প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়। এমন এক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, যা মহামারি পার করে ভেঙে না পড়ে। এমন এক বিদ্যুৎ গ্রিড, যার এক অংশ বিকল হলে বাকি অংশগুলো তা সামলে নেয়। এমন এক জনসমাজ, যা মিথ্যাকে চিনে ফেলে তা কার্যকর হওয়ার আগেই। স্থিতিস্থাপকতা দেখতে এমনই। পরিবেশগত, ভূরাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অনিশ্চয়তায় ভরা এক ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থা কেবল টিকে থাকবে না। চাপ থেকে সে আরও শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসবে।

এই পাঁচটি ভিত্তিই সেই মাপকাঠি, যা দিয়ে পরের প্রতিটি অধ্যায়কে মাপা যায়। এগুলোই সেই কম্পাস, যা প্রতিটি সিদ্ধান্তের দিক ঠিক করে, এবং একই সঙ্গে এই শর্ত যে অসংখ্য আলাদা বিধান মিলে একটি ব্যবস্থা তৈরি হবে, জোড়াতালি নয়। আর এগুলো প্রতিষ্ঠানের নিয়মের চেয়েও বেশি কিছু। এগুলো এক মনোভাবও, যার মধ্যে মানুষ বেড়ে উঠতে পারে: সব প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা, কথায় ও কাজে সত্যনিষ্ঠা, নিজের কাজের দায়িত্ব, দুর্বলের সুরক্ষা, আর অন্যের স্বাধীনতাকে নিজের স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে স্বীকার করা। আমরা তাসের ঘর বানাচ্ছি না। আমরা এমন এক ভিত গড়ছি, যা একশো আর পাঁচশো বছর পরেও ভার বইবে:

এক জীবন্ত সিস্টেম, যা বাড়তে, শিখতে, ব্যর্থ হতে, নিজেকে নবায়ন করতে আর বারবার উঠে দাঁড়াতে পারে।

সংকীর্ণ কেন্দ্র আর বিস্তৃত স্বাধীনতা

শুরুতেই একটি ভুল বোঝাবুঝি দূর করা দরকার। SOLIS পাঁচটি অনাপসযোগ্য ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এর মানে এই নয় যে সে মানুষকে বলে দেয়, তার ভালো জীবন কীসে। ভিত্তিগুলো একটি সংকীর্ণ, দৃঢ় কেন্দ্র। তার ওপরে আছে বিরাট স্বাধীনতা। অর্থবোধ, সুখ আর পূর্ণতা কী, এবং কোন পথ সেদিকে নিয়ে যায়, তা ঠিক করে না ব্যবস্থা, ঠিক করে প্রতিটি মানুষ আর প্রতিটি গোষ্ঠী নিজের জন্য। যে ব্যবস্থা এটিও নির্ধারণ করে দিত, সে আর কাঠামো থাকত না, হয়ে উঠত এমন এক বিশ্বদৃষ্টি, যা নিজেকে আইনের আসনে বসায়। তাই SOLIS কঠোরভাবে আলাদা করে, কী সবার জন্য প্রযোজ্য আর কী প্রত্যেকের নিজের: অনাপসযোগ্যের এক সরু মেঝে, আর তার ওপরে বৈচিত্র্যের বিস্তার। এই বিভাজন গোটা রচনায় বারবার ফিরে আসে, সংস্কৃতি থেকে বিশ্বব্যবস্থা পর্যন্ত, আর এ কারণেই SOLIS বৈচিত্র্যকে ভয় পায় না, বরং তার প্রয়োজন বোধ করে।

রচনার পদ্ধতি ও গঠন

এই রচনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি দাবি করে, আর আলাদা আলাদা ক্ষেত্রগুলো মেলে ধরার আগে তা খুলে বলা অর্থবহ।

প্রথম সিদ্ধান্ত হলো নীতি ও প্রতিষ্ঠানের সংযোগ। যে মূল্যবোধকে কোনো যাচাইযোগ্য নিয়ম, প্রক্রিয়া বা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয় না, তা ফলহীন থেকে যায়। তাই এই রচনা কেবল কাঙ্ক্ষিত অবস্থার বর্ণনা দিয়েই সন্তুষ্ট নয়। যতদূর

সম্ভব, সে সেই কৌশলগুলোর নাম বলে, যার মাধ্যমে সেগুলো টিকে থাকে, বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রে, যখন কিছু অংশগ্রহণকারী ব্যবস্থাটির অপব্যবহারের চেষ্টা করে। তাই যেখানেই কোনো নীতি আনা হয়, সেখানেই জিজ্ঞাসা করতে হয়, তাকে কীভাবে সুরক্ষিত করা হয়। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হলো ব্যবস্থাকে নিজের ওপর প্রয়োগ করা। প্রতিটি সমাজব্যবস্থার সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন এটা নয় যে সে নাগরিকদের কীভাবে শাসন করে, বরং এটা যে সে নিজের ক্ষমতাকে কীভাবে সীমিত করে। SOLIS এর উত্তর দেয় না এমন কোনো সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা দিয়ে, যা নিজেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে যেত। সে একই নীতিগুলো নিজের প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রয়োগ করে: স্বচ্ছতা, ক্ষমতার বিভাজন, নাগরিকমণ্ডলীর কাছে জবাবদিহি, দখলদারি থেকে সুরক্ষা। এই ভাবনাই ক্ষমতার ব্যবস্থা নিয়ে অধ্যায়টিকে ধরে রাখে এবং গোটা রচনায় বারবার ফিরে আসে। তৃতীয় সিদ্ধান্ত হলো নিজের রূপরেখার প্রতি সততা। যেখানে কোনো সমাধান কেবল কাছাকাছি পৌঁছানো, সেখানে রচনাটি তা বলে দেয়। যেখানে কোনো পথ ব্যর্থ হতে পারে, সেখানে সে বিপদের নাম বলে।

এই ভিত্তির ওপর গঠনটি মেলে ধরা হয়। এই প্রথম অধ্যায় নৈতিক ভিত গড়ে দেয়। দ্বিতীয়টি ক্ষমতার ব্যবস্থার রূপরেখা দেয়: মৌলিক অধিকার, প্রতিষ্ঠানের বলয় আর জনপরিসর। তৃতীয়টি আইন নিয়ে, চতুর্থটি নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও শান্তি নিয়ে, পঞ্চমটি অর্থনীতি ও সম্পদ নিয়ে, ষষ্ঠটি পৃথিবী নিয়ে। এরপর আসে শিক্ষা ও জ্ঞান, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, সংস্কৃতি ও অর্থবোধ, এবং প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মানবজাতির স্থান। একাদশ অধ্যায় শিশু ও পরিবারের জন্য, সেই ভিত হিসেবে, যার ওপর প্রতিটি স্থায়ী পরিবর্তন দাঁড়িয়ে থাকে, দ্বাদশটি বিদ্যমান অবস্থা থেকে এই ব্যবস্থায় পৌঁছানোর পথ নিয়ে, ত্রয়োদশটি পৃথিবীর সঙ্গে SOLIS-এর সম্পর্ক নিয়ে। একটি সমাপনী অধ্যায় ভিত্তি ও উপাদানগুলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরে এবং সামনের দিকে দৃষ্টি দেয়।

দ্বিতীয় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় জুড়ে আছে মারা নামে এক নারী। সে কাল্পনিক, আর নদীর ধারে যে শহরে সে থাকে, সেটিও কাল্পনিক। কিন্তু তার জীবনে যা কিছু ঘটে, ঠিক সেটাই এই বই রূপরেখা হিসেবে আঁকে। তাই প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সে আছে: যাতে ব্যবস্থাটিকে কেবল বোঝা নয়, দেখাও যায়।

ক্ষেত্রগুলো একটির ওপর আরেকটি গড়ে ওঠে, তবু প্রতিটি আলাদাভাবেও বোঝা যায়, ফলে রচনাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া যায়, আবার বেছে বেছেও

পড়া যায়। সব মানুষ একই ক্রমে ভাবে না: কেউ আসে পরিবেশের পথ ধরে, কেউ শিক্ষার, কেউ অর্থবোধের প্রশ্ন ধরে। তাই রচনাটি একটি জাল, কোনো ভারা নয়, তবু শেষে মিলে একটিই ছবি তৈরি করে। এটি সান্ত্বনা দেওয়ার লেখা নয়। এটি বিতর্কের জন্য একটি রূপরেখা, লেখা হয়েছে তাদের সবার জন্য, যারা কেবল বিদ্যমানের ব্যবস্থাপনা নয়, বরং মৌলিকভাবে ভিন্ন এবং একই সঙ্গে টেকসই এক ব্যবস্থাকে সম্ভব বলে মনে করে।

অধ্যায়

02



সমাজ ও ক্ষমতার ব্যবস্থা

চিঠিটা এসেছিল এক মঙ্গলবারে। একচল্লিশ বছরের মারা, নদী ও তীরের উদ্যোগে কাজ করা এক জলপ্রকৌশলী, এক বছরের জন্য লটারিতে অঞ্চলের সভায় বাছাই হয়েছিল। সে কখনো কোনো পদ চায়নি, আর চাইলে প্রত্যাখ্যানও করতে পারত। প্রথম অধিবেশনের দিন সে বসেছিল একজন নির্বাচিত কৃষক আর লটারিতে বাছাই হওয়া এক রাঁধুনির মাঝখানে, আর তাদের সামনে ছিল অঞ্চলের বাজেট, যে পড়তে চায় তার জন্যই খোলা। “আপনার কিছু জানার দরকার নেই,” বলল রাঁধুনি, যে এর মধ্যেই দ্বিতীয় বছরে ছিল। “শুধু প্রশ্ন করে যেতে হবে, যতক্ষণ না বুঝতে পারছেন। আমরা তো সেজন্যই এখানে।”

মৌলিক অধিকার এবং তাদের মধ্যে ভারসাম্যের বিচার

SOLIS-এর কেন্দ্রে আছে এক দ্বিগুণ প্রতিশ্রুতি: আপনি স্বাধীন, এবং আপনি সুরক্ষিত, এমন এক সমষ্টির অংশ, যা আপনাকে পিষেও ফেলে না, একা ফেলেও রাখে না। কথাটা স্বতঃসিদ্ধ শোনায়, তবু বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো প্রায়ই ঠিক এখানেই ব্যর্থ হয়। তারা এমন অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যা কাগজে সম্পূর্ণ অথচ জীবনের বাস্তবতায় ফাঁপা: শিক্ষার অধিকার, যেখানে স্কুলগুলো ভেঙে পড়ছে, স্বাস্থ্যের অধিকার, যা সম্পদের ওপর নির্ভর করে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যাকে অর্থনৈতিক বা অ্যালগরিদমের ক্ষমতা স্তব্ধ করে দেয়। SOLIS এ থেকে একটি মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছায়: অধিকার ততটাই শক্তিশালী, যতটা তার বাস্তব সুরক্ষা। কেবল ঘোষণা করা যথেষ্ট নয়। দৈনন্দিন জীবনে সেগুলোকে অনুভবযোগ্য, পরিমাপযোগ্য এবং আদালতে দাবি করার মতো হতে হবে।

SOLIS যে মৌলিক অধিকারগুলোর নিশ্চয়তা দেয়, তার মধ্যে আছে জীবনের অধিকার এবং শারীরিক ও মানসিক অক্ষততার অধিকার, মত, বিশ্বাস ও বিবেকের স্বাধীনতা, এবং চলাফেরা, সমাবেশ আর শিক্ষা ও পেশা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। এর সঙ্গে আছে মর্যাদাপূর্ণ জীবনের বস্তুগত ভিত্তিতে নিশ্চিত প্রবেশাধিকার: পানি, খাদ্য, বাসস্থান, জ্বালানি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অংশগ্রহণ। এই শেষ নিশ্চয়তাটি কোনো দয়া নয়, বরং বাকি স্বাধীনতাগুলোর শর্ত। না খেয়ে মরার কোনো স্বাধীনতা নেই, আর টাকার অভাবে নিরাময়যোগ্য রোগে মরার কোনো স্বাধীনতাও নেই। মানুষের বাইরেও SOLIS প্রাকৃতিক জীবন্ত জগতের নিজস্ব সুরক্ষার দাবি স্বীকার করে। তা কীভাবে কার্যকর হয়, পৃথিবী নিয়ে অধ্যায়টি তা খুলে বলে।

এই অধিকারগুলো যাতে বিমূর্ত না থাকে, সেজন্য সেগুলোকে প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানে প্রোথিত করা হয়, আর তাদের বাস্তব অবস্থা নিরন্তর জরিপ করা হয়। মৌলিক অধিকারের পর্যবেক্ষণ স্বাধীন স্বচ্ছতা ও পর্যালোচনা সংস্থার কাজ, যার পরিচয় এই অধ্যায়ে পরে দেওয়া হবে। সে নিয়মিত মাপে, মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা ও মর্যাদার অবস্থা কেমন, আইনের কাগজে নয়, জীবনের বাস্তবতায়। যেখানে দেখা যায় যে নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, সেখানে

বৈষম্য কমানোর জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি চালু হয়। এভাবে একটি অধিকারের নিশ্চয়তা তার বাস্তবায়ন যাচাই করার দায়িত্বকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

◆ নিরঙ্কুশ মেঝে এবং ভারসাম্য বিচারের প্রক্রিয়া

সবচেয়ে কঠিন ক্ষেত্রটি কোনো একক অধিকারের লঙ্ঘন নয়, বরং দুটি অধিকারের পারস্পরিক সংঘাত। এখানে বিচক্ষণ, পরিস্থিতিভিত্তিক বিচারের দোহাই যথেষ্ট নয়, কারণ তা আসল সিদ্ধান্তকে সরিয়ে দেয় সিদ্ধান্তদাতাদের খেয়ালখুশির হাতে। SOLIS এই খেয়ালখুশির জায়গায় আনে দৃঢ় সীমাযুক্ত এক প্রক্রিয়া। প্রথমেই আছে এক নিরঙ্কুশ মেঝে: মানুষের মর্যাদা এবং তার শারীরিক ও মানসিক অক্ষততা ওজন করে দেখার বিষয় নয়। এগুলো এমন এক সীমারেখা, যার নিচে কোনো কল্যাণকে আরেকটির বিনিময়ে হিসাব করা হয় না। জনকল্যাণের কোনো যুক্তি, দক্ষতার কোনো লাভই এর লঙ্ঘনকে ন্যায্য করে না।

এই সীমারেখার ওপরে সংঘাতের মীমাংসা হয় আনুপাতিকতার এক নিয়মবদ্ধ মাপকাঠিতে। যে কোনো অধিকার সীমিত করতে চায়, যুক্তি দেখানোর দায় তার, যার অধিকার সীমিত হবে তার নয়। সব সময় সবচেয়ে মৃদু কার্যকর উপায় বেছে নিতে হয়। সিদ্ধান্তের কারণ প্রকাশ্যে জানাতে হয়, তা নৈতিকতা পরিষদ ও বিচারব্যবস্থার পর্যালোচনার অধীন, এবং নজির হিসেবে নথিভুক্ত হয়, যাতে ভবিষ্যতে একই রকম পরিস্থিতিতে একই আচরণ করা হয়। এভাবে ভারসাম্যের বিচার হয়ে ওঠে এক বোধগম্য প্রক্রিয়া, যার আছে দৃঢ় মেঝে, স্পষ্ট প্রমাণের দায় আর যাচাইযোগ্যতা, শুভ ইচ্ছার প্রশ্ন নয়।

ক্ষমতার ব্যবস্থা: বলয়

এমন এক সমস্যা আছে, যা প্রতিটি শাসনব্যবস্থার ইতিহাসে বারবার ফিরে আসে: ক্ষমতা নিজেকে টিকিয়ে রাখতে, নিজেকে শক্তিশালী করতে এবং নিজেকে রক্ষা করতে চায়। সে টাকা, প্রভাব আর যোগসাজশকে টেনে আনে। সে এমন বন্ধ বৃত্ত গড়ে, যেখানে স্বার্থগুলো একে অপরকে আড়াল করে। শেষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

প্রতিষ্ঠানের সততা, নাগরিকদের আস্থা আর দীর্ঘমেয়াদে কাজ করার সমাজের সক্ষমতা। যে ব্যবস্থা এই সমস্যার সমাধান না করে কেবল একে নতুন জায়গায় সরিয়ে দেয়, তা টেকসই নয়।

◆ প্রাজ্ঞদের শাসন কেন ব্যর্থ হয়

সহজ উত্তরটি হলো, শীর্ষে বসানো হোক সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সবচেয়ে সৎ মানুষদের, যাদের বাছাই করা হবে এক যত্নশীল প্রক্রিয়ায়, যা প্রজ্ঞা, জীবনের অর্জন আর চারিত্রিক দৃঢ়তা যাচাই করে। এই উত্তর লোভনীয়, এবং ইতিহাস একে খণ্ডন করেছে। প্লেটোর দার্শনিক রাজা, চীনের ম্যান্ডারিন আমলাতন্ত্র, লেনিনবাদী অগ্রবাহিনী: এই প্রতিটি রূপরেখা শুরু হয়েছিল সেরাদের বাছাই করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আর শেষ হয়েছিল ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে। কারণটা ব্যক্তিদের ব্যর্থতায় নয়। কারণটা এক কাঠামোগত দুর্বলতায়: প্রজ্ঞা ও সততা বস্তুনিষ্ঠভাবে মাপা যায় না। যেখানে কোনো ব্যবস্থা এগুলোকে বাছাইয়ের মাপকাঠি বানায়, সেখানে বাছাই প্রক্রিয়াটিই হয়ে ওঠে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, আর সেই কারণে দখলের লক্ষ্য। যে ছাঁকনি নিয়ন্ত্রণ করে, সে-ই সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করে। তাই "আমরা শুধু ভালো মানুষদের বাছাই করব" এই দাবি ক্ষমতার সমস্যার সমাধান করে না। এটি সমস্যাটিকে সরিয়ে দেয় এমন এক জায়গায়, যা নিয়ন্ত্রণ করা আরও কঠিন।

SOLIS এ থেকে এক স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসে: নেতৃত্বদানকারী পরিষদের আরও সুন্দর বর্ণনার জায়গায় আসতে হবে এক কঠিন কৌশল, যা সেই গতিশীলতাকে প্রতিরোধ করে, যার কথা ব্যবস্থাটি নিজেই বলে। এই কৌশলের মূল কথা হলো, কোনো শীর্ষ নেই।

◆ শীর্ষের বদলে বলয়

SOLIS-এ শীর্ষে কোনো রাষ্ট্রপতি বা রাজা নেই, কোনো দল বা কম্পিউটারও নেই। ক্ষমতাকে পিরামিড হিসেবে নয়, বলয় হিসেবে গড়া হয়েছে: এমন কিছু সংস্থার এক বৃত্ত, যারা একে অপরকে যাচাই করে এবং যাদের কেউই শেষ কথা বলার অধিকারী নয়। এই বৃত্তে যে বাঁধা আছে, এই রচনায় তাকে বলা হয় "বলয়িত", এক নতুন অবস্থার জন্য এক নতুন শব্দ: যুক্ত, পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, ওপরে পালানোর কোনো পথ নেই।

সভাগুলো সেই জায়গা, যেখানে নিয়ম জন্ম নেয়। ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে, পাড়ায়, অঞ্চলে আর দেশে, তারা নিজেদের এলাকার আইন ও বাজেট নিয়ে আলোচনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সদস্যপদ মিশ্র: একটি অংশ নির্বাচিত মানুষ, যারা নিজেদের প্রস্তাব আর প্রকাশিত সম্পর্কের দায় নেয়, আর অন্য অংশ সেই নাগরিকেরা, যাদের লটারি বেছে নিয়েছে। নির্বাচিত অংশ নিয়ে আসে কর্মসূচি ও দায়িত্ব। লটারিতে বাছাই হওয়া অংশ পুরো সমাজকে তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে সভাকক্ষে নিয়ে আসে এবং প্রতিটি নির্বাচনকে ঘিরে গড়ে ওঠা চক্রগুলো ভেঙে দেয়। কোনো গোষ্ঠী একা সভাকে চালিত করতে পারে না, কারণ লটারি যে অংশ পূরণ করে, তাকে সে কিনতেও পারে না, আগে থেকে দলে টানতেও পারে না।

মেয়াদি দপ্তরগুলো সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে: তারা প্রশাসন চালায়, নির্মাণ করে, জোগান দেয় আর সংগঠিত করে। তাদের নেতৃত্ব খোলা প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ পায়, মেয়াদ সীমিত, বদলায় এবং জবাবদিহি করে। কোনো পদ কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি নয়। প্রতিটি পদ তাকে ধার দেওয়া হয়, আর আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

প্রাজ্ঞ পরিষদ এই সংস্থাগুলোর একটি, কিন্তু তাদের শিখর নয়। তার কাজ দীর্ঘমেয়াদি, বহুবিষয়ক দিকনির্দেশনা, দৈনন্দিন প্রশ্নের দিগন্ত ছাড়িয়ে ভাবা, যা অন্য সংস্থাগুলোকে রূপরেখা আর বিবেচনা জোগায়। সে পরামর্শ দেয়, খসড়া করে আর সতর্ক করে। সে আদেশ দেয় না এবং একা সিদ্ধান্ত নেয় না। তার শক্তি বিচারবোধে, নিয়ন্ত্রণের হাতে নয়।

নৈতিকতা পরিষদগুলো প্রতিটি স্তরে ভিত্তিগুলোর পরীক্ষক হিসেবে কাজ করে। তারা আইনের প্রস্তাব আর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলোকে কেবল আইনি ও অর্থনৈতিক সামঞ্জস্যের দিক থেকে নয়, পাঁচটি ভিত্তির সঙ্গে সংগতির দিক থেকেও যাচাই করে। তাদের সদস্যরা আসে নানা ক্ষেত্র থেকে, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, সেবাযত্ন, কারিগরি এবং সেই গোষ্ঠীগুলো থেকে, যাদের কথা অন্যথায় শোনা হয় না, আর তাদের আছে যাচাইয়ের শক্তিশালী অধিকার ও একটি স্থগিতকারী ভেটো। ব্যবস্থার মূল্যবোধের সঙ্গে মৌলিকভাবে সাংঘর্ষিক কোনো প্রক্রিয়া তারা থামিয়ে দিতে পারে, এবং বিষয়টি সভা ও নাগরিকমণ্ডলীর কাছে ফিরিয়ে দিতে পারে। এভাবে তাদের আছে প্রভাব, সীমাহীন ক্ষমতা নয়।

বিচারব্যবস্থা আইনকে বাধ্যতামূলকভাবে এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করে। মূল কথা হলো, সে বলয়ের বাকি সংস্থাগুলোর ওপরও আইন প্রয়োগ করে। কোনো পদ বা প্রতিষ্ঠান আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

শেষে স্বচ্ছতা ও পর্যালোচনা সংস্থা সেই ভিত্তি নিশ্চিত করে, যা ছাড়া বলয় কাজ করতে পারে না: তথ্যে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার। সে নিশ্চিত করে যে সিদ্ধান্ত, অর্থের প্রবাহ আর স্বার্থের সংঘাত বোঝা ও খুঁজে দেখা যায়, সে মৌলিক অধিকারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, এবং সে আটকায় যাতে কোনো সংস্থা একা সমস্ত জ্ঞান নিজের হাতে রেখে অন্যদের অন্ধ করে দিতে না পারে।

এই সংস্থাগুলো বৃত্তাকারে একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করে। সভা সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু নৈতিকতা পরিষদ থামাতে পারে। দপ্তর বাস্তবায়ন করে, কিন্তু বিচারব্যবস্থা তাকে বেঁধে রাখে। প্রাজ্ঞ পরিষদ খসড়া করে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেয় না। পর্যালোচনা সংস্থা সব দেখে, কিন্তু কোনো আদেশ দেয় না। কেউই অন্যদের ছাড়া কাজ করতে পারে না, কেউই অন্যদের ঊর্ধ্বে নয়, আর এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে নিয়ন্ত্রণের শৃঙ্খল শেষ হয়। ঠিক এখানেই পিরামিডের সঙ্গে বিচ্ছেদ: যেখানে কোনো শীর্ষ নেই, সেখানে দখলের কোনো সর্বোচ্চ লক্ষ্যও নেই।

◆ স্তরসমূহ এবং নিম্নস্তরের অগ্রাধিকারের নীতি

বলয় একটি নয়, অনেক। ব্যবস্থাটি স্তরে স্তরে গড়া, পাড়া থেকে শহর ও অঞ্চল হয়ে দেশ পর্যন্ত, এবং গ্রহের স্তর পর্যন্ত, যার কথা বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে অধ্যায়টি বলে। প্রতিটি স্তর নিজেই একটি বলয়, যার আছে সভা, দপ্তর, নৈতিকতা পরিষদ, বিচারব্যবস্থা আর পর্যালোচনা সংস্থা। স্তরগুলোর মধ্যে নিম্নস্তরের অগ্রাধিকারের নীতি তার কঠোর রূপে প্রযোজ্য: উচ্চতর স্তর কেবল সেটুকুই করতে পারে, যা নিম্নতর স্তর সত্যিই পারে না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মানুষ ও বিষয়ের যতটা সম্ভব কাছে, আর ক্ষমতা প্রবাহিত হয় নিচ থেকে ওপরে, উল্টো দিকে নয়। খেলার মাঠ পাড়ার বিষয়, জলশোধনাগার অঞ্চলের, জলবায়ুর লক্ষ্য দেশগুলোর জোটের।

◆ বাইরের নোঙর হিসেবে নাগরিকমণ্ডলী

যে বলয় কেবল নিজের চারপাশে ঘোরে, তা একটি বন্ধ সিস্টেম হয়েই থাকত। তাই বলয়টি নিচের দিকে জনগণের মধ্যে নোঙর করা। নাগরিকমণ্ডলী সেই

একমাত্র গিঁট, যা প্রাতিষ্ঠানিক বৃত্তের বাইরে বসে, এবং সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা তার হাতে: সে বলয়ের সংস্থাগুলোকে অপসারণ করতে পারে, তাদের বিরোধিতা করতে পারে এবং নতুন করে পূরণ করতে পারে। প্রাজ্ঞ পরিষদ ও অন্য সব পর্ষদের সদস্যরা প্রত্যাহারযোগ্য দায়িত্বভার নিয়ে সেবা করেন। তাদের ক্ষমতা ধার করা, মালিকানার নয়। SOLIS-এ ক্ষমতা কোনো পুরস্কার নয়, বরং এক ধার।

নাগরিকমণ্ডলী নিজে কী সিদ্ধান্ত নেয় আর কী সভার হাতে ছেড়ে দেয়, তা সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত, যাতে কোনোটিই সীমা ছাড়িয়ে না যায়। চারটি বিষয় সরাসরি নাগরিকমণ্ডলীর: ব্যবস্থাটিকে গ্রহণ করা, তার কেন্দ্রে যেকোনো হাত দেওয়া, তার সংস্থাগুলোর অপসারণ ও নতুন নিয়োগ, এবং সেই প্রশ্নগুলো, যা কোনো সভা তার সামনে রাখে বা যথেষ্ট সমর্থনসহ কোনো দাবি তার কাছে টেনে আনে। বাকি সব কিছু, আইন, বাজেট, প্রকল্প আর ব্যবস্থার দৈনন্দিন কাজ, সিদ্ধান্ত নেয় সভাগুলো, যেখানে লটারির মাধ্যমে নাগরিকমণ্ডলী এমনিতেই নিজে বসে আছে। এভাবে জনগণের ক্ষমতা মূল হিসেবে থাকে, অথচ প্রতিটি পানির পাইপ গণভোটের বিষয় হয়ে ওঠে না।

তবে এখানে এক বিপদ আছে, যা SOLIS স্পষ্টভাবে এড়িয়ে চলে। বিশুদ্ধ, প্রত্যক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা ঠিক সেই শক্তিগুলোকে ফিরিয়ে আনত, যাদের ব্যবস্থাটি শুরু থেকেই প্রত্যাখ্যান করে: জনতুষ্টিবাদ, কারসাজি, প্রতিধ্বনি কক্ষ, দিশাহীন কণ্ঠের কোলাহল। এর উত্তর SOLIS নিজের মধ্যেই বহন করে। নাগরিকমণ্ডলীর ক্ষমতা কাঁচা ভোট হিসেবে প্রয়োগ হয় না, বরং আলোচনাভিত্তিক অংশগ্রহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিন্যস্ত হয়: তথ্যসমৃদ্ধ, তথ্যনির্ভর এবং কারসাজির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত। নাগরিকমণ্ডলীর প্রতিটি সিদ্ধান্তের আগে নাগরিকেরা পান যাচাই করা ও বহুমুখী তথ্যভিত্তি, বিশেষজ্ঞ ফোরামে প্রবেশাধিকার এবং নৈতিক বিচারে সহায়তা। কেবল এই ভিত্তির ওপরই সিদ্ধান্ত হয়। এভাবে জনগণের ক্ষমতা বৈধতার মূল হিসেবে থাকে, জনতুষ্টিবাদে পরিণত না হয়ে।

এভাবে জোড়া লাগে সেই সব কিছু, যা আলাদা থাকলে টেকে না। ক্ষমতা এক শীর্ষহীন বলয়, বলয়টি জনগণের মাটিতে প্রোথিত, আর জনগণের ক্ষমতা আলোচনার ছাঁকনিতে ছাঁকা। এটাই ব্যবস্থার নিজের ওপর নিজের প্রয়োগ: SOLIS নিজেকে সেই একই নীতিতে শাসন করে, যে নীতিতে সে সমাজকে নিজেকে শাসন করতে দেয়।

◆ দখলের বিরুদ্ধে কলকবজা

এটি যাতে নিছক নীতি না হয়ে একটি কৌশল হয়েই থাকে, সেজন্য বলয়টি চারটি সুনির্দিষ্ট উপাদানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমটি হলো লটারি। সভা ও নিয়ন্ত্রক পর্ষদগুলোর একটি অংশ নির্বাচিত বা নিযুক্ত হয় না, বরং প্রাচীন গ্রিসের বুলে পরিষদ আর জুরির আদলে নাগরিকমণ্ডলী থেকে পালাক্রমে লটারির মাধ্যমে পূরণ করা হয়। লটারিকে আগে থেকে ঘুষ দেওয়া যায় না। লটারির ওপর কোনো ক্যারিয়ার গড়া যায় না। লটারি থেকে কোনো স্থায়ী চক্র তৈরি হতে পারে না। এটি সিস্টেমের অক্রয় উপাদান।

দ্বিতীয়টি হলো মেয়াদের সীমাসহ বাধ্যতামূলক আবর্তন। ক্ষমতা হাত থেকে হাতে বয়ে যায়, এক জায়গায় জমে বসে না। যেখানে কেউ কোনো পদে এত দিন থাকে না যে তাকে নিজের বানিয়ে ফেলবে, সেখানে কিছুই জমাট বাঁধে না।

তৃতীয়টি হলো অপসারণ ও পুনর্গঠনের অধিকার। প্রাজ্ঞ পরিষদ এবং অন্য প্রতিটি সংস্থাকে নাগরিকমণ্ডলীর এক বিন্যস্ত, তথ্যসমৃদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়তে পারে। প্রহরীরা ততদিনই সেবা করেন, যতদিন তাদের দায়িত্বভার বহাল থাকে, তার বেশি নয়।

চতুর্থটি হলো তথ্যের কর্তৃত্ব আর সিদ্ধান্তের ক্ষমতাকে আলাদা রাখা। কোনো সংস্থা একসঙ্গে ঠিক করতে পারে না কী জানা হবে এবং কী করা হবে। স্বচ্ছতা ও পর্যালোচনা সংস্থা নিশ্চিত করে যে জ্ঞানের ভিত্তি ভাগাভাগি করা ও উন্মুক্ত, যাতে কোনো গিঁট তথ্যের একচেটিয়া অধিকার দিয়ে অন্যদের ওপর আধিপত্য করতে না পারে।

◆ লটারি এবং বিশেষজ্ঞতা

আপত্তিটা সহজেই ওঠে: দৈবক্রমে বাছাই হওয়া একজন নাগরিক এমন বিষয়ে কীভাবে বিচার করবে, যা সে বোঝে না? উত্তরটা লুকিয়ে আছে সেই কাজে, যা লটারি সম্পন্ন করে। লটারি বিশেষজ্ঞের কাজ পূরণ করে না, পূরণ করে নিয়ন্ত্রণের কাজ। কাউকে লটারিতে বাছাই করা হয় না বিদ্যুৎকেন্দ্র চালাতে বা অস্ত্রোপচার পরিচালনা করতে। বাছাই করা হয় তাকে, যে যাচাই করে, পরিচালক ও নেতৃত্বদাতারা সৎভাবে, আনুপাতিকভাবে এবং ভিত্তিগুলোর চেতনা মেনে কাজ করছেন কি না। এর জন্য বিশেষজ্ঞের পড়াশোনা লাগে না, লাগে বিচারবোধ,

সময় আর ভালো তথ্য। শেষেরটির ব্যবস্থা করে পর্যালোচনা সংস্থা, যে লটারিতে গঠিত প্রতিটি পর্ষদের পাশে নানা মতের বিশেষজ্ঞ দেয়, যারা একে অপরের বিরোধিতা করতে পারেন। যার নাম ওঠে, সেবার সময়টুকুর জন্য সে কাজ থেকে ছুটি পায়, আর এই সেবা অবদান হিসেবে গণ্য হয়। যে পারে না বা চায় না, সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যে লটারি বাধ্য করে, সে তার মর্যাদা হারাত। এভাবে দৈবক্রম থেকে আনাড়িপনা জন্মায় না, জন্মায় তা-ই, যা জুরিতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে হয়ে আছে: সমষ্টির অক্রয় দৃষ্টি।

◆ প্রাজ্ঞ পরিষদের বাছাই

এই উপাদানগুলো থেকেই সেই প্রশ্নের উত্তরও বেরিয়ে আসে, যেখানে প্রাজ্ঞদের শাসন ব্যর্থ হয়: প্রাজ্ঞ পরিষদ কীভাবে পূরণ করা হবে, এমনভাবে যে কোনো গোপন প্রজ্ঞা-ছাঁকনি দখলের লক্ষ্য হয়ে না ওঠে।

SOLIS এমন কোনো পর্ষদ রাখে না, যা বন্ধ প্রক্রিয়ায় প্রার্থীদের প্রজ্ঞা নিয়ে রায় দেয়। তার জায়গায় আসে বহুধাপের এক উন্মুক্ত প্রক্রিয়া। প্রার্থীদের নাম ব্যাপকভাবে প্রস্তাব করা হয় এবং প্রকাশ্যে যাচাই করা হয়, প্রকাশিত ও চ্যালেঞ্জযোগ্য মাপকাঠিতে: প্রমাণযোগ্য বিচারবোধ, জীবনের অর্জন, দায়িত্ব নেওয়ার প্রমাণিত সক্ষমতা, “প্রজ্ঞা”র কোনো অস্বচ্ছ নম্বরে নয়। এই প্রক্রিয়ায় নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে লটারিতে গঠিত এক নাগরিক পর্ষদ, যা নিজেও বদলায় এবং তাই আগে থেকে কেনা যায় না। সংবিধান প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা আর অপসারণের অধিকার নাগরিকমণ্ডলীর হাতেই থাকে। মেয়াদ সীমিত, দায়িত্বভার প্রত্যাহারযোগ্য। এভাবে প্রজ্ঞাকে একবারেই চিরকালের জন্য প্রত্যয়ন করা হয় না। পরিষদ সব সময় জবাবদিহির অধীন এবং প্রতিস্থাপনযোগ্য থাকে।

◆ সময়ের চাপে সিদ্ধান্ত

আলোচনার জন্য সময় লাগে, আর প্রতিটি পরিস্থিতি সেই সময় দেয় না। একটি মহামারি, একটি বাঁধ ভাঙা, বিদ্যুৎ গ্রিডে একটি আক্রমণ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত চায়, মাসের মধ্যে নয়। এখানে ওত পেতে থাকে প্রতিটি ব্যবস্থার এক প্রলোভন: সংকটের নামে এমন এক ক্ষমতা তৈরি করা, যা নিয়মের ঊর্ধ্বে থাকে, আর ইতিহাস দেখায় যে এমন ক্ষমতা কদাচিৎ ফেরত দেওয়া হয়। তাই

SOLIS ব্যতিক্রমকে এমনভাবে গড়ে, যাতে তা নিজেই নিজেকে শেষ করে। জরুরি ক্ষমতা সম্ভব, তবে তা সংকীর্ণ সীমায় বাঁধা, প্রকাশ্য, মেয়াদি এবং এমন এক মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখযুক্ত, যা সভার নতুন সিদ্ধান্ত ছাড়া বাড়ানো যায় না। আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত এক পর্ষদ প্রতিটি পদক্ষেপ পরে যাচাই করে, আর সংকটে যা কিছু গড়া হয়েছে, তা পরে ভেঙে ফেলার দায় থাকে। ব্যবস্থাটি নিজেকে না হারিয়েও দ্রুত হতে পারে, কারণ দ্রুততার এমন এক শেষ আছে, যা শুরুতেই স্থির হয়ে থাকে। এই ধাপগুলো বিস্তারিত কেমন, তা নিরাপত্তা নিয়ে অধ্যায়টি বর্ণনা করে।

◆ ভুলপ্রবণ মানুষ নিয়েও টেকে এমন ব্যবস্থা

ক্ষমতার কোনো ব্যবস্থার নির্ণায়ক কষ্টিপাথর এটা নয় যে ভালো মানুষদের নিয়ে তা কাজ করে কি না, বরং এটা যে ভুলপ্রবণ, স্বার্থপর মানুষদের নিয়েও তা ন্যায্য থাকে কি না। বলয়টি এই অনুমানের ওপরই গড়া। সে দাবি করে না যে পদাধিকারীরা প্রাজ্ঞ ও নিঃস্বার্থ হবেন। সে কেবল দাবি করে যে কেউ স্থায়ীভাবে গেড়ে বসতে পারবে না। শীর্ষহীন এক বৃত্ত, যার পর্ষদগুলো আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত, বদলায়, প্রত্যাহারযোগ্য এবং উন্মুক্ত তথ্যের অধীন, তা সংশোধনযোগ্য থাকে, এমনকি কেউ কেউ তার অপব্যবহারের চেষ্টা করলেও। এতে প্রত্যেক ব্যক্তি দায়ী থাকে: যে সিদ্ধান্ত নেয়, সে তা নেয় নিজের নামে, প্রকাশ্য যুক্তিসহ এবং বিচারব্যবস্থার সামনে, যা তাকে অন্য যে কারও মতোই বেঁধে রাখে। এভাবে SOLIS ক্ষমতার প্রশ্নের সমাধান করে না উন্নততর মানুষের আশায়। সে সমাধান করে এমন এক কাঠামো দিয়ে, যা ক্ষমতার প্রতি মানুষের প্রলোভনের সামনে টিকে থাকে, আর ঠিক এটাই একটি টেকসই রূপরেখাকে নিছক এক স্বপ্নকল্পনা থেকে আলাদা করে।

জনপরিসর, গণমাধ্যম এবং ব্যাখ্যার কর্তৃত্বের প্রশ্ন

যেখানে সমাজ ভেঙে পড়ে, সেখানে ভাঙনের আগে নিয়মিত এক ক্ষতি ঘটে: বাস্তবতার সঙ্গে এক অভিন্ন সম্পর্কের ক্ষতি। সক্রিয়, স্বাধীন এবং একই সঙ্গে দায়িত্বশীল জনপরিসর ছাড়া মানুষ আর জানে না কীসের ওপর ভরসা রাখবে। ক্ষমতাবান অভিজাতরা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আখ্যান ঠিক করে, তথ্য অস্ত্রে পরিণত হয়, আর নাগরিকেরা হয় উদাসীনতায়, নয় উগ্রতায় তলিয়ে যায়। SOLIS এর মোকাবিলায় দাঁড় করায় এমন এক গণমাধ্যম-ব্যবস্থা, যা কেবল আইনি অর্থে স্বাধীন নয়, বরং নৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত, স্বচ্ছ, বৈচিত্র্যময় ও সবার নাগালে।

এই ব্যবস্থা দুটি বিকৃত রূপের মাঝখানে দাঁড়ায়, আর দুটিকেই এড়িয়ে চলে। কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় গণমাধ্যম হয়ে ওঠে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। নিছক মুনাফাচালিত ব্যবস্থায় তারা হয়ে ওঠে মনোযোগকে মুনাফায় বদলানোর যন্ত্র, যারা সারবস্তুর চেয়ে দর্শকসংখ্যাকে আর বোঝাপড়ার চেয়ে বিভাজনকে বড় করে দেখে, আর ডিজিটাল জনপরিসরে জন্ম নেয় মতামতের এমন একচেটিয়া আধিপত্য, যা অ্যালগরিদম দিয়ে ঠিক করে কী চোখে পড়বে। তাই SOLIS-এ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমও নেই, কেবল মুনাফা সর্বোচ্চ করার পেছনে ছোটা বাজারও নেই। গণমাধ্যম সংস্থাগুলো যাচাইযোগ্য এক নৈতিক নীতিমালা মেনে কাজ করে। তাদের মালিকানার কাঠামো, অর্থের প্রবাহ আর স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ করতে হয়, কারণ স্বাধীনতা তখনই জন্মায়, যখন গণমাধ্যম মুক্ত এবং একই সঙ্গে দায়বদ্ধ।

এখানেই ওঠে প্রতিটি উন্মুক্ত সমাজের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন, আর SOLIS তা এড়িয়ে যায় না। একটি স্বাধীন জনপরিসরকে এমন পরিকল্পিত অপতথ্য ও কারসাজির বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করতে পারতে হয়, যা সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে ক্ষইয়ে দেয়। কিন্তু যে সংস্থাই ঠিক করতে পারে কী মিথ্যা বলে গণ্য হবে, সে নিজেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় বিপদ, সেই প্রবেশদ্বার, যা দিয়ে ইতিহাসে কর্তৃত্ববাদ চুপিসারে ঢুকে পড়ে। তাই উত্তর এমন কোনো সত্য মন্ত্রণালয়ে হতে পারে না, যা সত্য আর মিথ্যার মালিক, বরং কেবল এক প্রক্রিয়ায়।

এই প্রক্রিয়া কয়েকটি নির্ধারণের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কোনো রাষ্ট্রীয় পূর্ব-সেন্সরশিপ নেই। মিথ্যা বা ক্ষতিকর বক্তব্যের স্বাভাবিক উত্তর হলো পাল্টা বক্তব্য,

প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা আর চিহ্নিতকরণ, মুছে ফেলা নয়। তবু যেখানে হস্তক্ষেপের কথা ভাবা হয়, সেখানে তা এক প্রতিপক্ষমূলক প্রক্রিয়া মেনে চলে: আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত এক যাচাই পর্ষদ সিদ্ধান্ত নেয়, প্রমাণের দায় তার, যে দাবি করে কিছু মিথ্যা বা কারসাজিমূলক, যুক্তি প্রকাশ্য, আর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের পথ খোলা। সবকিছুর ওপরে আছে এক অনড় সীমা: এই প্রক্রিয়া কখনোই SOLIS-এর নিজের, তার প্রতিষ্ঠানের বা তার পদাধিকারীদের সমালোচনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। রাজনৈতিক বিরোধিতা নিঃশর্তভাবে সুরক্ষিত। ঠিক এই সীমাটিই আটকায় যাতে কারসাজির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ক্ষমতা ধরে রাখার হাতিয়ারে পরিণত না হয়।

স্বচ্ছতা কেবল গণমাধ্যমের জন্য নয়, ব্যবস্থার সংস্থা আর অর্থনীতির জন্যও প্রযোজ্য। সিদ্ধান্ত, অর্থের প্রবাহ আর স্বার্থের সংঘাত সবার দেখার জন্য খোলা থাকতে হবে। প্রভাব খাটানোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ও প্রকাশ্য, আর নাগরিকদের জানার অধিকার আছে, কে একটি সিদ্ধান্তে প্রভাব খাটিয়েছে, কোন তথ্যের ভিত্তিতে তা নেওয়া হয়েছে আর কোন বিকল্পগুলো যাচাই করা হয়েছে। শেষে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো, আজকের কথোপকথনের প্রধান অঙ্গন হিসেবে, গণতান্ত্রিক অবকাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচিত, নিছক ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে নয়। তাদের অ্যালগরিদম প্রকাশ্য ও যাচাইযোগ্য হতে হবে, অন্য কণ্ঠগুলোর ন্যায্য প্রবেশাধিকার থাকতে হবে, আর তারাও উল্লিখিত প্রক্রিয়া ও সুরক্ষার সীমার অধীন।

তবে সবচেয়ে গভীর সুরক্ষা কোনো হস্তক্ষেপকারী সংস্থায় নয়, শিক্ষায়। যে জনগোষ্ঠী ছোটবেলা থেকেই উৎস যাচাই করতে, দৃষ্টিভঙ্গি তুলনা করতে আর কারসাজি চিনতে শিখেছে, সে-ই জনপরিসরের বিকৃতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা, আর সে যেকোনো হস্তক্ষেপকারী কর্তৃপক্ষকে যতটা সম্ভব অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। তাই গণমাধ্যম-ব্যবস্থার লক্ষ্য তথ্যের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ নয়। লক্ষ্য এক পরিণতমনস্ক সমাজ, যাকে কারসাজি করা যায় না, যে সমালোচনামূলক ও আত্মবিশ্বাসী বিচার করে, নিজেকে ধ্বংস না করে বিতর্ক করতে পারে, আর নত না হয়ে শুনতে পারে।

◆ **প্রহরী এবং মাপযন্ত্র**

বিশেষ সতর্কতা রাখা হয় সেই মাপকাঠিগুলোর ওপর, যা দিয়ে ব্যবস্থাটি নিজের অবস্থা মাপে। মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা পর্যবেক্ষণ করা যায়, তবে যে সূচক লক্ষ্যে পরিণত হয়, সময়ের সঙ্গে তা তার অর্থ হারায়: যেখানে একটি সংখ্যা ব্যবস্থার কল্যাণ নির্ধারণ করে, সেখানে আসল বিষয়ের বদলে সংখ্যাটিকে খুশি করার প্রলোভন বাড়ে। তখন ক্ষয়টা ঘটে প্রকাশ্য আক্রমণে নয়, নিঃশব্দে, যখন মিটার তখনও সুস্থতার খবর দিয়ে যায়। SOLIS এর মোকাবিলা করে দুইভাবে। মাপকাঠিগুলো নিজেরাই বদলায়, প্রতিপক্ষমূলকভাবে নির্ধারিত হয় এবং সচেতনভাবে প্রশ্নের মুখে রাখা হয়, আর পরিমাপযোগ্য পর্যবেক্ষণের পাশে থাকে অপ্রত্যাশিত, নাগরিকবাহিত যাচাই, যার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। এভাবে কেবল প্রহরীদের নয়, মাপযন্ত্রগুলোরও নজরদারি হয়।

ব্যবস্থাটি কীভাবে বদলায়

একটি শিক্ষণশীল ব্যবস্থা যাতে নিজেকে না হারিয়ে বদলাতে পারে, তার জন্য নিজের নিয়ম বদলানোর এক নিয়মবদ্ধ পদ্ধতি দরকার। SOLIS এর জন্য দুটি স্তর আলাদা করে। কেন্দ্র, অর্থাৎ পাঁচটি ভিত্তি, মৌলিক অধিকার আর দখলের বিরুদ্ধে প্রধান রক্ষাকবচগুলো, দৈনন্দিন রাজনীতির নাগালের বাইরে: কোনো সভা বা দপ্তর তাতে হাত দিতে পারে না। কেবল নাগরিকমণ্ডলী নিজে তাতে হাত দিতে পারে, তাও কেবল উঁচু বাধা পেরিয়ে: বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায়, বিশদ আলোচনার পর, সিদ্ধান্ত ও অনুমোদনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান রেখে এবং একাধিক প্রজন্ম জুড়ে। বাকি সব কিছু আরও মুক্তভাবে চলে, সভাগুলো আর আলোচনাভিত্তিক অংশগ্রহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে। এভাবে মিলে যায় সেই সব, যা আলাদা হলে ব্যর্থ হয়: নমনীয়তা, যা ছাড়া একটি ব্যবস্থা জমে যায়, আর দৃঢ়তা, যা ছাড়া সে নিজেকে বিসর্জন দেয়।

◆ **চলে যাওয়ার অধিকার**

এই রচনা নাগরিকমণ্ডলীর ওপর যে পরিণতমনস্কতার আস্থা রাখে, তার মধ্যে আছে কেবল ভেতর থেকে ব্যবস্থাটিকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার নয়, তাকে ছেড়ে যাওয়ার অধিকারও। যে পাঁচটি ভিত্তির অধীনে বাঁচতে চায় না, তাকে থাকতে বাধ্য করা হয় না। চলে যাওয়ার অধিকার নিজেও এক রক্ষাকবচ: যে ব্যবস্থা ছেড়ে যাওয়া যায়, তাকে মানুষকে রাজি করাতে হয় নিজের কাজ দিয়ে, বেরোনোর দরজায় তালা দিয়ে নয়। এই অধিকার কীভাবে বিন্যস্ত হবে, যাতে তা জনজীবন ধ্বংসের লিভার হয়ে না ওঠে, তা বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে অধ্যায়টি আলোচনা করে।

অধ্যায়

03



আইন ও ন্যায়বিচার

মারার বাসার নিচের কারখানার শব্দ নিয়ে বিবাদটা আদালতে গিয়ে শেষ হয়নি। শেষ হয়েছিল এক রান্নাঘরের টেবিলে, পাড়ার এক মধ্যস্থতাকারী, কাজের সময়ের একটি পরিকল্পনা আর একটি দরজাকে ঘিরে, যেটিতে ছুতার মিস্ত্রি শব্দরোধী আস্তরণ লাগিয়ে দিয়েছিল। দুই বছর পরে মারা নিজেই বসেছিল এক বিচারক প্যানেলে, পাশের রাঁধুনির মতোই লটারিতে বাছাই হয়ে। এক লোক রাগের মাথায় একটি গুদামে আগুন দিয়েছিল, কারণ তার উদ্যোগ তাকে উপেক্ষা করেছিল। তাকে তালাবন্ধ করে রাখা হয়নি। এক বছর ধরে সে গুদামটি আবার গড়ে তুলতে হাত লাগিয়েছিল, আর সেই পাহারাদারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, যে সেই রাতে প্রায় মারা যাচ্ছিল।

একটি ব্যবস্থার চরিত্র প্রমাণিত হয় তাদের দিয়ে নয়, যারা তাকে মেনে চলে, বরং তাদের দিয়ে, যারা তাকে ভাঙে। তাই অন্যায়ের মোকাবিলা আইনের কোনো প্রান্তিক বিষয় নয়, বরং তার আসল পরীক্ষা: এখানেই বোঝা যায়, অস্বস্তিকর হয়ে উঠলেও একটি সমাজের নীতিগুলো বহাল থাকে কি না। অনেক বিদ্যমান ব্যবস্থায় মানুষ বিচারব্যবস্থাকে অনুভব করে দুর্বোধ্য ও অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক হিসেবে, টাকা ও প্রভাবের ওপর নির্ভরশীল হিসেবে, আর পুনরুদ্ধারের বদলে শাস্তির দিকে ঝোঁকা হিসেবে। মামলা বছরের পর বছর গড়ায় এবং শেষে কেবল পরাজিতদেরই রেখে যায়। SOLIS অন্যায়ের প্রশ্নের উত্তর দেয় না প্রতিশোধের প্রতিবর্ত দিয়ে। সে উত্তর দেয় এমন এক আইন দিয়ে, যা রক্ষা করে, পুনরুদ্ধার করে এবং যে মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে, তার মর্যাদাও রক্ষা করে।

নৈতিকতা ও আইনের দ্বৈত কাঠামো

একটি সমাজ ততটাই ন্যায্য, যতটা তার আইন। মূল্যবোধ দিক ঠিক করে দেয়। আইনের রায় দেওয়া ও তা কার্যকর করার প্রতিষ্ঠান ছাড়া সেগুলো তত্ত্বই থেকে যায়। তাই SOLIS নৈতিকতা ও আইনকে জুড়ে দেয় এক দ্বৈত কাঠামোয়, যা বলয়ের মধ্যেই নিহিত: নৈতিকতা পরিষদগুলো যাচাই করে, আইন ও সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তগুলো পাঁচটি ভিত্তির সঙ্গে সংগত কি না, এবং যা তাদের বিরোধী, তা থামিয়ে দেয়। বিচারব্যবস্থা নিয়মগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করে। এক পক্ষ জিজ্ঞাসা করে, আইনটি ভালো কি না, অন্য পক্ষ জিজ্ঞাসা করে, তা মানা হচ্ছে কি না, আর কেউই অন্যের জায়গা নেয় না। আইনের কাজ ভিত্তিগুলোকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেওয়া। সেগুলোকে প্রতিস্থাপন বা বিকৃত করার অধিকার আইনের কখনো নেই। এভাবে এমন এক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে সঠিক নয়, নৈতিকভাবেও প্রতিষ্ঠিত, আর যা কেন্দ্রে রাখে ক্ষমতাকে নয়, ভারসাম্যকে।

এমন আইন, যা সবাই বোঝে

SOLIS-এ আইন সবার নাগালে। এটি এমন কোনো গোপন সংকেত হতে পারে না, যা কেবল বিশেষজ্ঞরাই উদ্ধার করতে পারেন। প্রধান নিয়ম, অধিকার আর প্রক্রিয়াগুলো সহজ ভাষায় পাওয়া যায়, স্কুলে শেখানো হয় এবং ডিজিটালভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। কেউ কোনো বিরোধে জড়ালে দীর্ঘ খোঁজাখুঁজি ছাড়াই বুঝতে পারে, তার কী অধিকার আছে, কোন পদক্ষেপ তার জন্য খোলা আর কোথায় সাহায্য মিলবে। সম্পদ যা-ই হোক, আইনি সহায়তা নিশ্চিত। তা ছাড়া SOLIS-এ আইন স্বচ্ছ: প্রকাশ্য যুক্তি ছাড়া কোনো রায় হয় না, যাচাইযোগ্য মাপকাঠি ছাড়া কোনো মামলা চলে না। যে রায় দেয়, সে প্রকাশ করে কোন মানদণ্ডে সে সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে সংশ্লিষ্টরা বুঝতে পারে কেন এই সিদ্ধান্ত হলো, ফল তাদের পছন্দ না হলেও। কারণ আস্থা তখনই জন্মায়, যখন মানুষ জানে যে তাদের বিচার খেয়ালখুশি বা গোপন স্বার্থে হচ্ছে না।

প্রতিশোধের সীমা

অন্যায়ের সহজ উত্তর হলো প্রতিশোধ: যে ক্ষতি করে, তাকে ক্ষতি সইতে হবে। এটি পুরোনো এবং বোধগম্য, আর এটি যথেষ্ট নয়। যে কাজের প্রতিশোধ নেওয়া হলো, তা ঘটে যাওয়াই থাকে, ভুক্তভোগীর ক্ষতি নিরাময় হয় না, আর শাস্তিপ্রাপ্ত মানুষটি ভোগ করা কঠোরতায় আরও ভারী হয়ে ফিরে যায় সেই পরিবেশে, যেখান থেকে কাজটির জন্ম। তাই যে ব্যবস্থা নিজের নিরাপত্তা কেবল শাস্তি থেকে নেয়, সে শান্তি নয়, পুনরাবৃত্তি তৈরি করে: উপচে পড়া কারাগার, অপরাধে ফিরে যাওয়ার উঁচু হার আর এমন গোটা গোষ্ঠী, যারা অপরাধ আর কারাবাসের মধ্যে আসা-যাওয়া করে। এ থেকে SOLIS-এর জন্য আসে এক নির্মোহ নীতি। শাস্তি কোনো লক্ষ্য নয়, একটি উপায়, আর তার ন্যায্যতা কেবল তার ফলাফলে।

পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার

প্রতিশোধের জায়গায় আসে পুনরুদ্ধারমূলক ন্যায়বিচার। তার মাপকাঠি দেওয়া যন্ত্রণা নয়, নিরাময় হওয়া যন্ত্রণা, আর সে একসঙ্গে তিনটি লক্ষ্য অনুসরণ করে। প্রথমত, ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ: যেখানে কোনো ক্ষতি পূরণ করা যায়, সেখানে পূরণই অগ্রাধিকার পায়, আর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষটি প্রতীকী রায়ের বদলে প্রকৃত ক্ষতিপূরণ পায়। দ্বিতীয়ত, অপরাধীর ফিরে আসা: যেখানে কাজটি অভাব, আসক্তি বা অসুস্থতা থেকে জন্মেছে, সেখানে শাস্তির পাশাপাশি তার কারণ দূর করা হয়, কারণ যে কারণকে অক্ষত রাখে, সে পুনরাবৃত্তিকে ডেকে আনে। তৃতীয়ত, অন্যদের সুরক্ষা: যাদের থেকে গুরুতর বিপদের আশঙ্কা, তাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা হরণ উপায় হিসেবে থেকে যায়। তবে সেটিও কাজ করে সুরক্ষা আর ফিরে আসার জন্য, প্রতিহিংসার জন্য নয়। এভাবে শাস্তি মাপা হয় তার প্রভাব দিয়ে, তার কঠোরতা দিয়ে নয়।

যে ক্ষতি করে, তাকে শুধু তালাবন্ধ করে রাখা হয় না। তাকে এমন এক প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হয়, যা তাকে নিজের কাজের পরিণতি বুঝতে দেয় এবং সেই পরিণতি সারানোর কাজে অংশ নিতে দেয়। যে কিশোর সম্পত্তির ক্ষতি করে, তার গায়ে তকমা সেঁটে দেওয়া হয় না, বরং তাকে এমন এক কর্মসূচিতে যুক্ত করা হয়, যা তাকে বোঝে এবং মেরামতের ভার তাকেও বইতে দেয়। যে উদ্যোগ পরিবেশের মান লঙ্ঘন করে, সে কেবল জরিমানা দেয় না, বিশেষজ্ঞ আর ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে পুনরুদ্ধারে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। দমনমূলক শাস্তি প্রায়ই কেবল উপসর্গের সঙ্গে লড়ে। SOLIS লক্ষ্য করে কারণগুলোকে, কারণ সেখানেই স্থায়ী প্রভাব।

ন্যায্য বিচারপ্রক্রিয়া এবং আইনের সামনে সমতা

আইন যাতে খেয়ালখুশিতে পরিণত না হয়, সেজন্য তা দাঁড়িয়ে আছে এমন প্রক্রিয়াগত নিশ্চয়তার ওপর, যা কোনো সুবিধার কাছে নত হয় না: নির্দোষ অনুমান, অভিযোগকারীর ওপর প্রমাণের দায়, এবং আত্মপক্ষ সমর্থন, শুনানি ও স্বাধীন পর্যালোচনার অধিকার। যাকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয়, সে পায় নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা ও সহায়তা। তবে নির্ণায়ক হলো এমন এক নীতি, যা SOLIS-কে শাসকের সেবাদাস প্রতিটি বিচারব্যবস্থা থেকে আলাদা করে: আইন সবার জন্য সমান, এবং তা বলয়ের সংস্থাগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। বিচারব্যবস্থা প্রাজ্ঞ পরিষদ, নৈতিকতা পরিষদ, সভা আর প্রত্যেক পদাধিকারীর ওপর সেই একই মাপকাঠি প্রয়োগ করে, যা সে প্রত্যেক নাগরিকের ওপর প্রয়োগ করে। কোনো পদ বা প্রতিষ্ঠান আইনের ঊর্ধ্বে নয়। যে আইন ক্ষমতাবানদের রেহাই দেয়, তা আর আইন নয়, এক হাতিয়ার।

ভিত্তিগুলো নিয়ে উন্মুক্ত বিচার

পাঁচটি ভিত্তি ব্যবস্থার অনাপসযোগ্য কেন্দ্র। প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ তা নয়। দুই মর্যাদা মুখোমুখি হলে মর্যাদা কী দাবি করে, কিংবা ব্যক্তির স্বাধীনতার বিপরীতে পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব কী চায়, তা ঠিক হয় ব্যাখ্যায়, আর ব্যাখ্যা মানেই ক্ষমতা। এ থেকেই বোঝা যায়, কেন SOLIS তা ব্যাখ্যাকারীদের কোনো বন্ধ বৃত্তের হাতে ছেড়ে দেয় না। ভিত্তিগুলো নিয়ে বিচার উন্মুক্ত এবং প্রতিপক্ষমূলক। কঠিন মামলাগুলো আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত এক বিচারক প্যানেলের সামনে বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিরা লড়েন, প্রতিটি সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রকাশ্যে দেওয়া হয় এবং ভিন্নমতও সঙ্গে প্রকাশিত হয়, আর নজিরটি চ্যালেঞ্জযোগ্য থাকে। সবচেয়ে মৌলিক প্রশ্নগুলোতে লটারিতে গঠিত এক নাগরিক পর্ষদ অংশ

নেয়, যাতে কেন্দ্রের ব্যাখ্যা নাগরিকমণ্ডলীর মধ্যেই প্রোথিত থাকে। এভাবে ভিত্তিগুলো অটল, অথচ তাদের পাঠ যাচাইযোগ্য। কেউই তাদের ওপর শেষ কথা বলে না।

নাগরিকদের মধ্যে বিবাদ

প্রতিটি অন্যায় অপরাধ নয়। বেশিরভাগই বিরোধ। যে ব্যবস্থা প্রতিটি ঝগড়াকে সঙ্গে সঙ্গে আদালতে টেনে নেয়, সে মানুষকে প্রতিপক্ষে আর আদালতকে কারখানায় পরিণত করে। তাই SOLIS-এ আইন ধাপে ধাপে সাজানো। শুরুতে থাকে মধ্যস্থতা ও সংলাপ, ঘটনাস্থলে, দ্রুত এবং জড়িতদের সম্পদ নির্বিশেষে। প্রশিক্ষিত মধ্যস্থতাকারীরা টানাপোড়েন আগেভাগে চিনে নেন এবং বোঝাপড়ায় সঙ্গ দেন। শব্দ, আবর্জনা বা দুই সংস্কৃতির মধ্যে কোনো ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে পাড়ার ঝগড়া মিটিয়ে ফেলা হয় মামলায় গড়ানোর আগেই। কেবল যেখানে বোঝাপড়া ব্যর্থ হয় বা অধিকারের মূল প্রশ্ন জড়িত, সেখানে আদালত সিদ্ধান্ত নেয়, আর ব্যবস্থাটির নিজের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নে এক চূড়ান্ত আদালত। শিশুরাও শেখে বিরোধকে চেপে না রেখে বা জোর খাটিয়ে না মিটিয়ে মুখ ফুটে বলতে। এভাবে আইন নাগালের মধ্যে থাকে, আর ঝগড়া প্রায়ই এক বিজয়ী ও এক পরাজিতের বদলে টেকসই এক সমাধানে শেষ হয়।

কে বিচার করে

ব্যবস্থাটি বহন করেন এমন বিচারক ও মধ্যস্থতাকারীরা, যারা ক্যারিয়ার বা ক্ষমতার যুক্তিতে ওপরে ওঠেন না। তারা খোলা প্রক্রিয়ায় যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্ত হন, পেশাগত, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক এক বিশদ যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে যান, নিরন্তর

প্রশিক্ষণ নেন এবং নিয়মিতভাবে নৈতিকতা পরিষদ ও আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত পর্ষদের পর্যালোচনার মুখোমুখি হন। তাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত: কোনো দপ্তর বা সভা কোনো রায়ের জন্য একজন বিচারককে সরাতে পারে না। তবে তারাও আজীবন এক জায়গায় বসে থাকেন না। তারা আদালত ও স্তরের মধ্যে বদলি হন, তাদের সভাপতিত্বের মেয়াদ সীমিত, আর তাদের কাজ প্রকাশ্যে যাচাই করা হয়। বিচারক প্যানেলে লটারিতে বাছাই হওয়া নাগরিকেরা অংশ নেন, যাতে আইন কোনো গোষ্ঠীবিশেষের ব্যাপার না হয়ে সমষ্টির রায় হয়েই থাকে। কারণ একটি আইনব্যবস্থা ততটাই শক্তিশালী, যতটা তা প্রয়োগকারীদের সততা, বিচারবোধ আর সহমর্মিতা।

সবকিছুর ওপরে আছে সেই নীতি, যা আইনকে ক্ষমতার ব্যবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেয়: কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়, কোনো পদাধিকারী নয়, কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, প্রাজ্ঞ পরিষদও নয়, নৈতিকতা পরিষদগুলোও নয়। এভাবে আইন ক্ষমতাবানদের হাতিয়ার নয়, দুর্বলের ঢাল। এমন কোনো শ্রেণিভিত্তিক বিচার নেই, যেখানে সম্পদ নিজেকে কিনে ছাড়িয়ে নেয়, যুক্তিহীন কোনো দুর্বোধ্য প্রক্রিয়া নেই, আর এমন কোনো আইন নেই, যা কারণ সারানোর বদলে কেবল শাস্তি দেয়।

জবরদস্তির সীমা

সবকিছুর ওপরে আছে এমন এক সীমা, যা দোষীও হারায় না। কোনো শাস্তি মানুষের মর্যাদায় হাত দিতে পারে না। কোনো নির্যাতন নেই, কোনো অবমাননাকর আচরণ নেই, আর এমন কোনো শাস্তি নেই, যা কাউকে স্থায়ীভাবে সমষ্টি থেকে বহিষ্কার করে। প্রতিটি শাস্তি আনুপাতিক, মেয়াদি, যাচাইযোগ্য এবং ফিরে আসার লক্ষ্যে গড়া। এই সীমা দয়ার কোনো ছাড় নয়, বরং ভিতেরই এক পরিণতি: যে মর্যাদা প্রথম ভিত্তিতে কোনো শর্ত জানে না, সে অপরাধের শর্তও জানে না।

অধ্যায়

04



নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা ও শান্তি

যে রাতে নদী ফুলে উঠেছিল, সে রাতে শহরের প্রতিটি পর্দায় জ্বলে উঠেছিল একই সংকেত: বর্ধিত সতর্কতা, ঘোষিত এগারোটা বেজে দশে, তিন বাক্যে কারণ জানানো, বুধবার পর্যন্ত বহাল। মারা দুর্যোগ বাহিনীর সঙ্গে বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। তার স্বামী ইয়োনাস নিজের দল নিয়ে সেবাকেন্দ্রের শয্যাগুলো ওপরের তলায় তুলছিল। বুধবার পানি নামল, আর ধাপটি নিজে থেকেই মেয়াদ শেষ করল, কাউকে তা বন্ধ করতে হলো না। সেই রাতের জন্য যে ক্ষমতা লেগেছিল, বৃহস্পতিবার নাগাদ তা আবার মিলিয়ে গিয়েছিল, আর লটারিতে গঠিত এক পর্ষদ প্রতিবেদনটি পড়ছিল।

প্রতিটি ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন এক প্রশ্নের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, যা অনেক রূপরেখা এড়িয়ে যায়: বলপ্রয়োগের ক্ষমতা কার হাতে? মাক্স ভেবারের সময় থেকে রাষ্ট্র হলো সেই কর্তৃপক্ষ, যা বৈধ বলপ্রয়োগের একচেটিয়া অধিকার দাবি করে। যে এই একচেটিয়া অধিকারের মালিক, পুলিশ, প্রতিরক্ষা আর চরম জবরদস্তির, শেষ পর্যন্ত সে-ই বাকি সব কিছুর ওপর আধিপত্য করে, অন্য সংস্থাগুলো যত যত্নেই সাজানো হোক। যে বলয় ক্ষমতাকে ভাগ করে কিন্তু বলপ্রয়োগকে অবিভক্ত রেখে দেয়, তা কেবল এক মুখোশ হতো। এ থেকেই এই অধ্যায়ের নীতি: নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যতিক্রম নয়, বরং তার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ প্রয়োগ।

তলোয়ার কার হাতে

প্রলোভনটা হলো নিরাপত্তার নামে এমন এক কর্তৃপক্ষ তৈরি করা, যা নিয়মের ঊর্ধ্বে: জরুরি অবস্থায়, সবার সুরক্ষার জন্য, সীমিত সময়ের জন্য। ইতিহাসে প্রায় প্রতিটি স্বাধীনতার মৃত্যু হয়েছে ঠিক এখানেই, কারণ একবার হস্তান্তরিত জরুরি ক্ষমতা কদাচিৎ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যে ক্ষমতার ঝড় পার করে দেওয়ার কথা, সে ঝড়ের পরেও টিকে থাকে। SOLIS এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসে যে এমন কোনো জায়গা থাকতে পারবে না, যেখানে বলপ্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যায়। প্রহরীদের পাহারা কে দেবে, এই পুরোনো প্রশ্নের উত্তর এখানেও কোনো উঁচু পাহারা নয়। উত্তর সব জায়গার মতোই: এমন এক কাঠামো, যেখানে কেউ গেড়ে বসতে পারে না।

বলয়িত বলপ্রয়োগ-যন্ত্র

চারটি উপাদান বলপ্রয়োগকে বাঁধে, যেমন চারটি উপাদান রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বাঁধে। প্রথমত, আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত পর্ষদের বেসামরিক তত্ত্বাবধান: সশস্ত্র সংস্থাগুলোর ওপর নজর রাখে তাদের সমগোত্রীয়রা নয়, নাগরিকমণ্ডলী, আর নিরাপত্তা বাহিনীর নেতৃত্ব থাকে সভার অধীনে, তার পাশে নয়। দ্বিতীয়ত, কমান্ডের আবর্তন আর পদের মেয়াদসীমা, যাতে বলপ্রয়োগকে ঘিরে কোনো স্থায়ী চক্র বা ব্যক্তিগত অনুগামী দল গড়ে না ওঠে। তৃতীয়ত, আদেশ আর বাস্তবায়নের পৃথকীকরণ, এবং নির্দেশ আর যাচাইয়ের পৃথকীকরণ: যে বলপ্রয়োগের নির্দেশ দেয়, সে একই সঙ্গে তার বৈধতা নিয়ে রায় দিতে পারে না। চতুর্থত, প্রতিটি অভিযান, প্রতিটি নির্দেশ আর প্রতিটি কেনাকাটার পূর্ণ খুঁজে দেখার সুযোগ। অস্ত্র ও সরঞ্জাম কেনা হয় খোলা প্রক্রিয়ায়, খোলা হিসাবের খাতায়, কোনো গোপন প্রভাব ছাড়া, আর বলপ্রয়োগের কাজে লাগে এমন কিছুই অন্ধকারে জন্মায় না।

এই উপাদানগুলোর ওপরে আছে এক অনড় সীমা: ব্যবস্থার বলপ্রয়োগ কখনোই ভেতরের দিকে রাজনৈতিক বিরোধিতার বিরুদ্ধে ঘোরানো যাবে না। যেমন গণমাধ্যম-ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া কখনো SOLIS-এর সমালোচনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় না, তেমনি নিরাপত্তা যন্ত্রও কখনো তাদের বিরুদ্ধে ঘুরতে পারে না, যারা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। এই সীমা আটকায় যাতে ব্যবস্থার সুরক্ষা তার জমে যাওয়ার হাতিয়ারে পরিণত না হয়।

পুলিশি রাষ্ট্র ছাড়াই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা

SOLIS-এ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা প্রথমে নজরদারি আর ভীতি প্রদর্শন থেকে আসে না, আসে তার কারণগুলো দূর করা থেকে। যেখানে অভাব, বঞ্চনা বা

ভবিষ্যৎহীনতা কাউকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয় না, সেখানে কোনো টহলদল খোঁজার আগেই অপরাধ কমে যায়। তবু যেখানে সুরক্ষা দিতে হয়, সেখানে সবচেয়ে মৃদু উপায়ের নীতি প্রযোজ্য: যতটা সম্ভব কম জবরদস্তি, বলপ্রয়োগ কেবল বলপ্রয়োগের জবাবে। নিরাপত্তা বাহিনী সমষ্টির অংশ, তার দখলদার নয়। উত্তেজনা প্রশমনে তারা ততটাই প্রশিক্ষিত, যতটা হস্তক্ষেপে, আর যেখানে তারা দায়িত্ব পালন করে, সেখানে তারা পরিচিত মুখ। এখানে প্রযোজ্য সেই অসম স্বচ্ছতা, যা গোটা রচনা জুড়ে বয়ে চলে। পূর্ণ স্বচ্ছতা ক্ষমতার জন্য, প্রতিটি অভিযান, প্রতিটি নির্দেশ, প্রতিটি উপকরণের জন্য, আর ব্যক্তির জীবন থাকে গোপনীয়তার সুরক্ষায়। এভাবে SOLIS নজরদারির দিক উল্টে দেয়: নাগরিককে আলোয় এনে যন্ত্রকে আড়াল করা হয় না, বরং যন্ত্রকে আলোয় এনে নাগরিককে সুরক্ষা দেওয়া হয়।

যে ব্যতিক্রম নিজেকে শেষ করে

শীর্ষহীন একটি ব্যবস্থাকেও কাজ করতে পারতে হয়, যখন বিপদ আলোচনার সুযোগ দেয় না। তাই SOLIS ব্যতিক্রমকে আগেভাগেই নিয়মে বাঁধে, এক প্রকাশ্য ধাপভিত্তিক মডেলে, যা সবাই জানে। স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য। বর্ধিত সতর্কতা অনুমতি দেয় মহড়া, মজুত পূরণ আর গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার সুরক্ষা জোরদার করার। আংশিক সমাবেশ আশ্রয়কেন্দ্র খুলে দেয়, রিজার্ভ বাহিনী ডেকে আনে এবং যেখানে বিপদ, সেখানে শক্তি জড়ো করে। শেষে পূর্ণ সমাবেশ অনুমতি দেয় সরিয়ে নেওয়া, সম্পদ অন্যদিকে চালনা আর সীমান্তের ওপারে ত্রাণ করিডর খোলার। প্রতিটি ধাপের সঙ্গে জড়িত থাকে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ক্ষমতা, তা প্রকাশ্যে ঘোষিত ও ব্যাখ্যাত হয় এবং তার একটি মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ থাকে। সভার নতুন সিদ্ধান্ত ছাড়া তা নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায়।

ব্যতিক্রমকে জরুরি ক্ষমতা থেকে যা আলাদা করে, তা হলো ভেঙে ফেলার দায়। প্রতিটি উত্তেজনা বৃদ্ধির পরে যা যা লেগেছিল, তা ফিরিয়ে নেওয়া হয়:

ক্ষমতা, তথ্যের সংগ্রহ, অবস্থান, মজুত। আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত এক পর্ষদ পরে প্রতিটি পদক্ষেপ যাচাই করে, তা প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক ছিল কি না। এভাবে SOLIS ঘণ্টার মধ্যে কাজ করতে পারে, অথচ ঘণ্টাগুলো বছরে পরিণত হয় না। বিপদ যা দরকার তা পায়, আর তার কিছুই রেখে দেয় না।

আক্রমণ ছাড়াই বাহ্যিক প্রতিরক্ষা

ইতিহাসে সশস্ত্র ক্ষমতা সব সময়ই দুধারী তলোয়ার ছিল। সে সুরক্ষা দিয়েছে আবার ধ্বংস এনেছে, স্থিতি নিশ্চিত করেছে আবার ভয় উসকে দিয়েছে, জনগণকে রক্ষা করেছে আবার যুদ্ধ বাধিয়েছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় সেনাবাহিনী প্রায়ই জাতীয় স্বার্থ, শক্তি প্রদর্শন, সম্পদ দখল আর প্রভাব বিস্তারের কাজে লাগে, আর তা নিয়ে যায় আগ্রাসী যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও ভেতরের দমনের দিকে। তাই SOLIS-এ বাইরের ক্ষেত্রে একটি পার্থক্য প্রযোজ্য, যা নির্ণায়ক: আক্রমণ নিষিদ্ধ, প্রতিরক্ষা বৈধ। SOLIS নিজেকে বলপ্রয়োগে প্রতিষ্ঠা করে না এবং কাউকে অধীন করে না। তবু সহনশীলতার নামে নিজেকে ধ্বংস হতে দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই। যে সমাজ ন্যায্য কিছু গড়ে তুলেছে, সে নিজে আক্রমণকারী না হয়েই তা রক্ষা করতে পারে।

মতবাদটি পুরোপুরি প্রতিরক্ষামূলক। প্রতিরক্ষা জনগণকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো, তথ্য ও জোগান সুরক্ষিত রাখে, এবং বাস্তুতন্ত্র ও সম্পদ সংরক্ষণ করে। বিদ্যুৎ গ্রিডে আক্রমণ সাইবার প্রতিরক্ষা দিয়ে ঠেকানো হয়, SOLIS নিজে উত্তেজনা না বাড়িয়ে। সিস্টেমটি স্তরে স্তরে সংগঠিত, সাইবার ও তথ্য পরিসর, আকাশ ও মহাকাশ, স্থল ও সমুদ্র, এবং বেসামরিক সুরক্ষা, যাদের শক্তি সমন্বিতভাবে একসঙ্গে কাজ করে। তাকে বহন করে এমন এক রিজার্ভ বাহিনী, যা মডিউলে মডিউলে প্রশিক্ষণ পায় এবং দৈনন্দিন জীবনে নিজের পেশায় কাজ করে। কোনো আক্রমণাত্মক অভিযান নেই, নিজে থেকে যুদ্ধ চালানো কোনো যন্ত্র নেই, আর এমন কোনো অস্ত্র নেই, যার জীবনমৃত্যুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মানুষের হাতে নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হুমকি শনাক্ত ও শ্রেণিবিন্যাস

করতে পারে, কিন্তু মানুষের অনুমোদন ছাড়া কোনো প্রাণঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সামরিক নেতৃত্ব সব সময় বেসামরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন, আর তাই SOLIS-এর প্রতিটি ক্ষমতার মতোই বলয়ের তত্ত্বাবধান ও আইনের অধীন।

বাইরের ক্ষেত্রে SOLIS খোঁজে সতর্কতার ভারসাম্য: যৌথ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে জরুরি প্রটোকল, আর তাদের সঙ্গে জোট, যারা তার নীতিগুলো ভাগ করে নেয়, যাতে নিজেকে বেঁধে রাখা কোনো সমাজ একা না দাঁড়ায়। প্রতিরক্ষার সক্ষমতা আছে, প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট, আর এমনভাবে বাঁধা যে নিজেই হুমকি হয়ে না ওঠে। এভাবে SOLIS প্রতিরক্ষাকে মুক্ত করে আক্রমণ আর শক্তি প্রদর্শনের যুক্তি থেকে: কোনো অস্ত্র প্রতিযোগিতা নয়, কোনো আগ্রাসী যুদ্ধ নয়, নিজের জনগণের বিরুদ্ধে কোনো অভিযান নয়, বরং মানুষ ও পৃথিবীর সুরক্ষা।

পৃথিবী-প্রতিরক্ষা ও বেসামরিক সুরক্ষা

প্রতিটি বিপদ উর্দি পরে আসে না। ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারি, প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনা, গ্রিডকে হুমকি দেওয়া সৌরঝড় আর সংঘর্ষের পথে থাকা মহাজাগতিক বস্তু বেশিরভাগ শত্রুর চেয়ে কঠোরভাবে মানুষকে আঘাত করে, আর তারা কোনো সীমান্তের তোয়াক্কা করে না। তাই SOLIS সুরক্ষা কাঠামোকে বেসামরিক দায়িত্বের সঙ্গে জুড়ে গড়ে তোলে এক পৃথিবী-প্রতিরক্ষা। নিজস্ব ইউনিট, এক দুর্যোগ বাহিনী, অত্যন্ত দ্রুতগামী হিসেবে প্রশিক্ষিত এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, প্রযুক্তিগত দুর্ঘটনা ও মহাকাশ থেকে আসা হুমকিতে সাড়া দেয়। ভূমিকম্পের পরে তারা সরিয়ে নেওয়ায় সাহায্য করে, জরুরি বিদ্যুৎ জোগায় আর চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করে। আগেভাগে শনাক্ত হওয়া একটি গ্রহাণুকে ঠেকানো হয়, আর বেসামরিক সুরক্ষা সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নেয়।

বেসামরিক সুরক্ষাও বিকেন্দ্রীকৃত, এই ব্যবস্থার সেই সব কিছুর মতোই, যাকে প্রকৃত বিপদে ভার বইতে হয়: ছড়িয়ে রাখা মজুত, আশ্রয়কেন্দ্র, জরুরি জ্বালানি, একাধিকভাবে সুরক্ষিত যোগাযোগ, আর এমন মানুষ, যাদের অভিভাবকত্ব না

করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যেখানে বিপদ গোটা মানবজাতিকে আঘাত করে, সেখানে পৃথিবী-প্রতিরক্ষা সেই গ্রহব্যাপী প্রতিরক্ষার অংশ হয়ে ওঠে, যার কথা বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে অধ্যায়টি বলে। তা যৌথভাবে বহন করা হয় এবং নিজেও বলয়িত, যাতে অন্তিম বিপদ থেকে সুরক্ষা কখনো কোনো একক শক্তির উত্থানের অজুহাত না হয়।

শান্তি এক সক্রিয় কাজ

তবে সবচেয়ে গভীর সুরক্ষা কোনো যন্ত্র নয়, বরং বলপ্রয়োগের কারণগুলোর অনুপস্থিতি। SOLIS-এ শান্তি দুই বিরোধের মাঝের বিরতি নয়, বরং এক নিরন্তর কাজ: উত্তেজনাকে আগেভাগে প্রশমিত করা, অন্যায়কে বলপ্রয়োগে গড়ানোর আগেই দূর করা, সীমান্ত পেরিয়ে বোঝাপড়ার যত্ন নেওয়া, এমন কূটনীতি, যা সংকটে এসে প্রথম শুরু হয় না। একটি সমাজ প্রতিরোধ, শিক্ষা আর ন্যায়বিচারে যা বিনিয়োগ করে, তা তাকে অস্ত্রে বিনিয়োগ করতে হয় না। তাই SOLIS নিজেকে সবচেয়ে কার্যকরভাবে রক্ষা করে আরও জোরে আঘাত করে নয়, বরং সেই দাহ্য উপাদান সরিয়ে দিয়ে, যা থেকে বলপ্রয়োগের জন্ম। এই ব্যবস্থায় শক্তি মানে সংযম, আগ্রাসন নয়।

অধ্যায়

05



অর্থনীতি ও সম্পদ

মারার বাসার জন্য কোনো খরচ লাগত না। সেটি ছিল ভিত্তিস্তরের অংশ, পানি, রুটি আর কাজে যাওয়ার যাত্রার মতোই। ডিঙিটার দাম ছিল মূল্যাঙ্কে, তার তিন মাসের অবদানের সমান, আর সে তার জন্য সঞ্চয় করছিল, যেমন মানুষ সঞ্চয় করে এমন কিছুর জন্য, যা সে সত্যিই চায়। উদ্যোগে বাজেট খোলা ছিল: উদ্যোগের কী কী উপকরণ লাগত, অংশীদারদের হিসাবে সে কত জমা করত, কতটা সঞ্চিতিতে যেত আর কতটা অঞ্চলের কোষাগারে। কেউ এতে ধনী হয়নি। কিন্তু মাসের শেষ নিয়ে কেউ কখনো ভয়ও পায়নি।

প্রতিটি সমাজব্যবস্থা, মুখে বলুক বা না বলুক, তিনটি অর্থনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দেয়: কোনটা কার? মূল্য কীভাবে তৈরি হয়, আর কে তা পায়? আর আগামীকাল কী গড়া হবে, তা কে ঠিক করে? এই তিন প্রশ্নেই এমন ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়েছে, যারা বাকি সব ঠিকঠাক করেছিল। SOLIS এদের উত্তর দেয় না পুরোনো কোনো ব্যবস্থাপত্র দিয়ে। সে উত্তর দেয় এমন এক ব্যবস্থা দিয়ে, যা বাজারকে বিলুপ্তও করে না, লাগামছাড়াও করে না, বরং সীমার মধ্যে বাঁধে: অধিকার হিসেবে মৌলিক জোগান, এমন এক মূল্যের মাধ্যমে পছন্দের পণ্য, যা ক্ষমতায় রূপ নিতে পারে না, আর এমন এক পুঁজি, যা অনেক হাতে থেকে যায়।

মালিকানা ও সর্বজনীন সম্পদ

মালিকানা মানব ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং একই সঙ্গে সবচেয়ে বিতর্কিত ধারণাগুলোর একটি। সে সমাজ গড়েছে আবার ধ্বংস করেছে, উদ্ভাবনের জন্ম দিয়েছে আবার যুদ্ধে ইন্ধন জুগিয়েছে, স্বাধীনতা সম্ভব করেছে আবার নিপীড়নকে বৈধতা দিয়েছে। পুঁজিবাদ প্রায়ই মালিকানাকেই আসল স্বাধীনতা মনে করে: যার সম্পত্তি আছে, তার আছে ক্ষমতা, নিরাপত্তা আর গড়ার সুযোগ। সমাজতন্ত্র বহু ক্ষেত্রে মালিকানাকে যৌথ করেছে, এই ধারণায় যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৈষম্য বাড়ায় ও সমষ্টিকে ধ্বংস করে, আর প্রায়ই তা শেষ হয়েছে আমলাতান্ত্রিক জড়তা, উদ্যমের অভাব আর প্রশাসনে দুর্নীতিতে। SOLIS একটিকে অন্যটির বদলে বসায় না। সে এক নতুন ভারসাম্য খোঁজে, যা দুই নীতির শক্তিকে কাজে লাগায় এবং তাদের দুর্বলতা এড়িয়ে চলে: ব্যক্তিগত সম্পত্তি অলঙ্ঘনীয় থাকে, আর জীবনের প্রাকৃতিক ভিত্তিগুলোকে সর্বজনীন সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

SOLIS-এ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সুরক্ষিত, কারণ তা আত্মনিয়ন্ত্রণের অংশ। নিজের বাড়ি, নিজের পোশাক, নিজের যন্ত্রপাতি, নিজের কোনো উদ্যোগের জন্য জমানো সঞ্চয়, বই, স্মৃতিচিহ্ন আর সর্বোপরি নিজের হাতে গড়া সব কিছু ব্যক্তির। সে তা রাখতে পারে, গড়ে নিতে পারে, অন্যকে দিতে পারে এবং

উত্তরাধিকারে রেখে যেতে পারে। এই অর্থে সম্পত্তি সৃজনশীলতা, আত্মপরিচয় আর নিরাপত্তাকে লালন করে। একজন শিল্পী তার সৃষ্টির ওপর পূর্ণ অধিকার রাখেন, আর একটি পরিবার নিজের গড়া বাড়িতে বাস করার এবং সন্তানদের হাতে তা তুলে দেওয়ার অধিকার রাখে। আপনি ভাবনায়, শিল্পে, উদ্যোগে আর ব্যক্তিগত সম্পদে ধনী হতে পারেন। শুধু অন্যদের শ্বাস নেওয়ার বাতাস, পান করার পানি আর বাঁচার মাটি কেড়ে নিয়ে ধনী হতে পারেন না।

কারণ জীবনের বড় ভিত্তিগুলোর ব্যাপারটা আলাদা: পানি, মাটি, বাতাস, জ্বালানির উৎস আর কাঁচামাল। এগুলো কারও ব্যক্তিগত হতে পারে না, কারণ কেউ এগুলো তৈরি করেনি, কারণ এগুলো সবার টিকে থাকার শর্ত, এবং কারণ এগুলোর অপব্যবহার কেবল ব্যক্তিকে নয়, গোটা সমাজ, বাস্তুতন্ত্র আর প্রজন্মকে আঘাত করে। তাই SOLIS-এ কোনো উদ্যোগ একটি পানির উৎস কিনে নিয়ে জনগণকে তাতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না। কোনো বিনিয়োগকারী জমি কিনে ফটকাবাজির জন্য ফেলে রাখতে পারে না, যখন মানুষ থাকার জায়গা পায় না। কেউ বাতাসকে পণ্যের মতো ব্যবহার করতে পারে না।

এই সর্বজনীন সম্পদগুলো যৌথভাবে পরিচালিত হয়, এবং ক্ষমতার ব্যবস্থা মেনে, সংশ্লিষ্ট স্তরের সভা ও দপ্তরের মাধ্যমে, বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে এবং নৈতিকতা পরিষদের যাচাইয়ে। এগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি নয়, কারণ মানুষের ঊর্ধ্বে দাঁড়ানো কোনো রাষ্ট্র এই ব্যবস্থায় নেই। এগুলোর ব্যবহার এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, যাতে কেউ অনাহারে না থাকে বা শোষিত না হয়, এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও প্রবেশাধিকার রাখে। এর জন্য আছে খোলা প্ল্যাটফর্ম, যেখানে দেখা যায় কোথায় কতটা পানি, জ্বালানি বা জমি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর জন্য আছে আহরণের সীমা, যা ঠিক করে সিস্টেমের ক্ষতি না করে কতটা নেওয়া যায়, একচেটিয়া আধিপত্য ও ছায়াবাজার গড়ার বিরুদ্ধে শাস্তি, আর সংযত ব্যবহারকে উৎসাহিত করার কর্মসূচি। এভাবে SOLIS সেই ভুল বাছাইয়ের সমাধান করে, যার এক দিকে সীমাহীন ব্যক্তিগত ক্ষমতা, যা সমষ্টিকে ধ্বংস করে, আর অন্য দিকে সমষ্টির সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ, যা ব্যক্তির শ্বাসরোধ করে। সে স্বাধীনতা দেয় সেখানে, যেখানে তা সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন আর আত্মপরিচয়কে লালন করে, আর যৌথ পরিচালনা দেয় সেখানে, যেখানে টিকে থাকা ও টেকসইতা ঝুঁকিতে। এ থেকেই জন্মায় ভারসাম্য, আর এ থেকেই জন্মায় আস্থা। ব্যক্তি জানে, তার নিজের পরিসর আর

নিরাপত্তা আছে, আর একই সঙ্গে জানে যে জীবনের ভিত্তিগুলো তার সন্তানদের জন্যও খোলা থাকবে।

মৌলিক জোগান ও মূল্যাঙ্ক

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টাকা ছিল মানবজাতির এক কেন্দ্রীয় হাতিয়ার। সে বাণিজ্য সম্ভব করেছে আবার সংকট বাধিয়েছে, উদ্ভাবনে ইন্ধন দিয়েছে আবার সমাজকে দারিদ্র্যে ঠেলে দিয়েছে, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আবার নির্ভরতা তৈরি করেছে। পুঁজিবাদে টাকা প্রায়ই সব কিছুর মাপকাঠি হয়ে ওঠে: যার টাকা আছে, সে প্রভাব কিনতে পারে, নিরাপত্তা জোগাড় করতে পারে আর নিয়ম ঠিক করায় হাত লাগাতে পারে। সমাজতন্ত্র বহু ক্ষেত্রে টাকাকে দমন করেছে বা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আর তাতে প্রায়ই জন্ম নিয়েছে আমলাতান্ত্রিক জড়তা, অভাব আর ছায়াবাজার। SOLIS টাকাকে কেবল নতুন কোনো বিনিময় মাধ্যম দিয়ে বদলে দেয় না। সে গড়ে এক দ্বৈত ব্যবস্থা, যেখানে মৌলিক জোগান আর পছন্দের পণ্যের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন।

◆ মৌলিক জোগান অধিকার, মূল্য পরিশোধ নয়

SOLIS-এ প্রত্যেক মানুষের জীবনের ভিত্তির ওপর নিশ্চিত অধিকার আছে: বাসস্থান, জ্বালানি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর মৌলিক যাতায়াত। এগুলো বাজারের পণ্য নয়। এগুলো কেনা হয় না, জোগান দেওয়া হয়। স্তরগুলোর সভা এর জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতার পরিকল্পনা করে, বাসা, জলশোধনাগার, স্কুল, হাসপাতাল, যানবাহন, আর যে উদ্যোগগুলো তা জোগায়, তাদের ভার বহন করা হয় সমষ্টির অংশ থেকে, যার কথা একটু পরেই আসছে। মৌলিক জোগানের জন্য কাউকে কখনো কিছু দিতে হয় না। এভাবে একজন তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক কোনো প্রতিদান ছাড়াই একটি মৌলিক বাসার অধিকার পায়, আর একটি পরিবার মূল্য দিয়ে নয়, অধিকার হিসেবে প্রধান খাদ্যদ্রব্য পায়। মৌলিক জোগান এক ভিত্তিস্তর, কোনো

বিলাসিতা নয়: সাদামাটা, নির্ভরযোগ্য আর সবার জন্য সমান। এভাবে সেই মেঝে নিশ্চিত হয়, যার নিচে কেউ পড়তে পারে না, তার কর্মজীবনের ধারা যা-ই হোক।

ভিত্তিস্তর সব জায়গায় সমমূল্যের, কিন্তু সব জায়গায় একরকম নয়। দুটি মৌলিক বাসা কখনো একই হয় না, একটি পার্কের ধারে, অন্যটি রাস্তার ধারে। যেখানে মৌলিক জোগানের জিনিস একে অপরের থেকে আলাদা, সেখানে সিদ্ধান্ত নেয় একটি নিয়ম, কোনো চেনাজানা নয়: প্রথমে প্রয়োজন, অর্থাৎ পরিবারের আকার আর কাজ, স্কুল ও সেবাযত্নের নৈকট্য, তারপর নিবন্ধনের ক্রম, আর যেখানে একাধিক জনের সমান দাবি, সেখানে লটারি। অপেক্ষার সময় প্রকাশ্য। তা বাড়তে থাকলে সেটা দপ্তরগুলোর জন্য নির্মাণের নির্দেশ, আর মৌলিক অধিকারের পর্যবেক্ষণের জন্য তা জানানোর নির্দেশ। যে ভিত্তিস্তরের চেয়ে বেশি চায়, বড় বাসা বা ভালো জায়গা, সে তার জন্য মূল্যাঙ্ক দেয়, কারণ সেখান থেকেই পছন্দের পণ্যের শুরু।

◆ পছন্দের পণ্যের জন্য মূল্যাঙ্ক

মৌলিক জোগানের বাইরে যা কিছু, বড় বাসা, ভ্রমণ, বাদ্যযন্ত্র, নিজের উদ্যোগের যন্ত্রপাতি, তার জন্য আছে মূল্যাঙ্ক। এগুলো ব্যক্তির সঙ্গে বাঁধা এবং সুদমুক্ত। এগুলো জন্মায় কেবল বাস্তব অবদান থেকে, কাজ, সেবাযত্ন, সন্তান প্রতিপালন, উদ্ভাবন আর স্বেচ্ছাসেবা থেকে, যা মাপা হয় ঘণ্টা, যোগ্যতা আর সমষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী। এগুলো মজুত করা যায় না, ফটকাবাজিতে কেনাবেচা করা যায় না, আর এদের আপেক্ষিক মূল্য সামাজিক উপযোগিতা, টেকসইতা ও দুষ্প্রাপ্যতাকে প্রতিফলিত করে। একজন প্রকৌশলী মূল্যাঙ্ক পান একটি জ্বালানি স্থাপনায় কাজের জন্য, একজন সেবক মানুষের দৈনন্দিন যত্নের জন্য, একজন শিল্পী তার সৃষ্টির জন্য, একজন বাবা সেই বছরগুলোর জন্য, যখন তিনি সন্তানদের বড় করেন। নির্ণায়ক হলো, এমন এক মাধ্যমকে কী টাকা থেকে আলাদা করে: তা এমন পুঁজিতে পরিণত হতে পারে না, যা নিজেকে বাড়িয়ে চলে এবং ক্ষমতায় রূপ নেয়। মূল্যাঙ্ক একটি নদী, কোনো হ্রদ নয়।

◆ **কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছাড়া দাম কীভাবে তৈরি হয়**

এখানে দাঁড়িয়ে আছে বাজারকে পিছু হটানো প্রতিটি অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন, আর SOLIS তা এড়িয়ে যায় না। দাম এক তথ্য। বাজারে তা জন্মায় অগণিত বিকেন্দ্রীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে এবং দেখায়, কী দুষ্প্রাপ্য আর কী দরকার। যে ব্যবস্থা বাজারকে বিলুপ্ত করে, সে এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়ায় যে এই সংকেত ছাড়া সে কীভাবে ঠিক করবে জিনিসের মূল্য কত, আর ইতিহাস দেখিয়েছে যে বাজার যা হিসাব করে, তা কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাব করতে পারে না। SOLIS এই সর্বজ্ঞতার দাবি করে না। সে বাজারকে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা দিয়ে প্রতিস্থাপন করে না, বরং বাজারকে সীমায় বাঁধে।

পছন্দের পণ্যের জন্য আপেক্ষিক মূল্যাঙ্ক-দাম ওপর থেকে নির্ধারণ করা হয় না। তা জন্মায় বিকেন্দ্রীকৃত সংকেত থেকে, তিনটি স্তরে। প্রথম স্তর সংকেতগুলো নিজেই: জোগানদাতা আর চাহিদাকারীরা জোগান ও প্রয়োজন জানায়, আর আপেক্ষিক দাম প্রকৃত দুষ্প্রাপ্যতা ও প্রকৃত চাহিদার সঙ্গে ওঠানামা করে। এভাবে দামের তথ্যগত ভূমিকা বজায় থাকে, যা নিছক পরিকল্পনায় হারিয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তর হলো স্থির সীমা। প্রতিটি দামে পরিবেশগত খরচ বাধ্যতামূলকভাবে যুক্ত হয়, ফলে মহাদেশ পেরোনো বিমানযাত্রায় ট্রেনযাত্রার চেয়ে বেশি অঙ্ক লাগে, আর ক্ষতিকর পণ্যে সংযত বিকল্পের চেয়ে বেশি। একই সঙ্গে কেউ কোনো বাজারকে সংকুচিত করতে বা একচেটিয়া আধিপত্য গড়তে পারে না, আর প্রতিটি পণ্যের থাকে একটি খোলা পণ্যপত্র, যা উপাদান, জ্বালানি, ক্ষতি আর উৎস জানায়। তৃতীয় স্তর হলো প্রতিক্রিয়া। পুরো সিস্টেম স্বচ্ছ ও যাচাইযোগ্য। যেখানে সংকেতগুলো অন্যায্য বা অটেকসই ফলাফলে পৌঁছায়, সেখানে কাজ করে এক সংশোধন-চক্র, যা তথ্য আর বিচারবোধকে জোড়ে: এক দিকে দুষ্প্রাপ্যতা ও পরিবেশগত ভারের নিরন্তর পর্যবেক্ষণ, অন্য দিকে নৈতিকতা পরিষদের যাচাই। এতে সংশোধন করা হয় সীমাগুলো, আদেশ জারি করে আলাদা আলাদা দাম নয়।

এই সমাধান এক কাছাকাছি পৌঁছানো, নিখুঁত হিসাব নয়, আর সে নিজেকে তেমনই বলে পরিচয় দেয়। সে বণ্টনে খানিকটা অস্পষ্টতা মেনে নেয়, কারণ দুটি কানাগলি এড়ানোর এটাই দাম: সর্বজ্ঞ পরিকল্পনা, যা অসম্ভব, আর লাগামছাড়া বাজার, যা অন্যায্য হয়ে ওঠে। মূল্যাঙ্কের গঠন নিশ্চিত করে যে কোনো দাম অস্পষ্ট থাকলেও তা থেকে জমানো আর ক্ষমতার কোনো লিভার তৈরি হতে পারে

না, কারণ তা মজুত করা যায় না, ফটকাবাজি করা যায় না এবং তা বাস্তব অবদানের সঙ্গে বাঁধা।

◆ ক্ষমতার স্তূপ ছাড়া সঞ্চয়

মূল্যাঙ্ক মজুত করা যায় না, এটা অলিগার্কির বিরুদ্ধে, ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতির বিরুদ্ধে নয়। যে জমানো অন্যের ওপর ক্ষমতায় রূপ নেয়, আর নিজের কোনো উদ্যোগের জন্য পরিমিত সঞ্চয়, এ দুয়ের মধ্যে এক পার্থক্য আছে, যা ব্যবস্থাটি সম্মান করে। তাই মূল্যাঙ্ক যুক্তিসংগত সময় ধরে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহারযোগ্য থাকে, বাড়ি, ভ্রমণ, কর্মশালা, নতুন শুরুর বছরের জন্য। তাদের সীমা ও মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া কার্যকর হয় কেবল সেই সীমারেখার ওপারে, যেখানে সঞ্চয় অন্যদের জীবনের ওপর লিভার হয়ে উঠত। জীবনের শেষেও একই সীমারেখা প্রযোজ্য। কেউ যে মূল্যাঙ্ক রেখে যায়, তা সেই সীমা পর্যন্ত তার স্বজনদের কাছে যায়, তার বেশি যায় সমষ্টির অংশে। এভাবে মাধ্যমটি ক্ষমতার স্তূপ জমা আটকায়, ব্যক্তির পরিকল্পনা করার সামর্থ্য না কেড়ে, আর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কোনো রাজবংশ গড়ে উঠতে না দিয়ে।

◆ সমষ্টির অংশ

টাকাহীন একটি ব্যবস্থা তার স্কুল, হাসপাতাল আর জলশোধনাগারের ভার বহন করে কোথা থেকে? সেই একই নদী থেকে, যা বাকি সব কিছু বহন করে। প্রতিটি মূল্যাঙ্ক জমার একটি অংশ যায় স্তরগুলোর সমষ্টির কোষাগারে: প্রতিটি অবদানের ওপর একটি স্থির মৌলিক অংশ, আর একটি সীমারেখার ওপরে ক্রমবর্ধমান অংশ। যে বেশি পায়, সে শতাংশে বেশি অবদান রাখে। এটি কোনো শাস্তি নয়। এটি এই স্বীকৃতি যে প্রতিটি উপার্জন সমষ্টির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার অবকাঠামো, তার শিক্ষা, তার স্বাস্থ্য আর তার শান্তির ওপর। এই সমষ্টির অংশ থেকে মৌলিক জোগানের উদ্যোগগুলো চলে, মৌলিক পেনশনের জোগান হয়, তহবিলগুলো ভরে ওঠে আর দপ্তরগুলো চালু থাকে। এটি করের জায়গা নেয়, আর দুটি বিষয়ে তা থেকে আলাদা। এটি সরল, কারণ তা উৎসেই তৈরি হয়, কাউকে তা ঘোষণা করতে, এড়াতে বা আদায় করতে হয় না। আর এটি দৃশ্যমান,

কারণ পর্যালোচনা সংস্থা প্রকাশ করে প্রতিটি অংশ কোথায় যায়। যে অবদান রাখে, সে দেখে তা দিয়ে কী হয়।

◆ অঙ্কগুলো কোথা থেকে আসে আর কতগুলো থাকে

তাহলে বাকি থাকে সেই প্রশ্ন, যার উত্তর নিজস্ব মূল্যের মাধ্যমওয়ালা প্রতিটি ব্যবস্থাকে দিতে হয়: অঙ্কগুলো কে তৈরি করে, আর কতগুলো থাকবে তা কে ঠিক করে? SOLIS-এ ব্যক্তিগত হিসাবে জমার দুটি সম্ভাব্য উৎস। হয় কোনো উদ্যোগ তা দেয় সেই আয় থেকে, যা সে তার পছন্দের পণ্যের জন্য পেয়েছে। তখন অঙ্কটি কেবল মালিক বদলায়, নতুন কিছু তৈরি হয় না। নয়তো সমষ্টির কোনো কোষাগার তা দেয়: মৌলিক জোগানের কাজের জন্য, সেবাযত্ন, সন্তান প্রতিপালন ও স্বেচ্ছাসেবার জন্য, লটারিতে বাছাই হওয়াদের সেবার জন্য, তহবিলের প্রকল্পের জন্য। কেবল এখানেই নতুন অঙ্ক তৈরি হয়, আর তা তৈরি হয় কেবল নিবন্ধিত অবদানের বিনিময়ে, কখনো শূন্যের বিনিময়ে নয়, কখনো ঋণে নয়, কখনো সুদে নয়। যে সমষ্টি ব্যাংক এগুলো তৈরি করে, সে নিজেও বলয়িত: আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত, সদস্য বদলায় এবং পর্যালোচনা সংস্থার আলোয় থাকে। কোনো সংস্থা নিজের জন্য অঙ্ক তৈরি করতে পারে না।

প্রচলনে থাকা অঙ্কের পরিমাণকে মিলতে হবে সেই পরিমাণ পছন্দের পণ্যের সঙ্গে, যা উৎপাদন করা যায়। বেশি হলে সব দাম একসঙ্গে বাড়ে, কেবল দুষ্প্রাপ্য জিনিসের নয়। কম হলে মানুষের দরকার থাকা সত্ত্বেও পণ্য পড়ে থাকে। দুটোই পড়া যায় একটি প্রকাশ্য সংখ্যায়, পছন্দের পণ্যের সাধারণ দামস্তরে, যা পর্যালোচনা সংস্থা নিরন্তর প্রকাশ করে। পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় তিনটি চাবি দিয়ে, যার সবগুলোই খোলা: এক ঘণ্টা অবদানে যে মৌলিক মূল্য আসে, সমষ্টির অংশের হার, আর সেই সীমারেখা, যার ওপরে অঙ্ক মেয়াদোত্তীর্ণ হয়। দেশের সভা এগুলো ঠিক করে, প্রাজ্ঞ পরিষদের পরামর্শে ও নৈতিকতা পরিষদের যাচাইয়ে, আর সে এগুলো কেবল ধীরে এবং একটি নির্ধারিত পরিসরের মধ্যে বদলাতে পারে, যাতে কেউ রাতারাতি গরিব না হয়ে যায়। সীমারেখার ওপারে যা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়, আর পরিবেশগত সারচার্জ ক্ষতিকর পণ্যের ওপর যা চাপায়, তা নিজে থেকেই বাড়তিকে প্রশমিত করে, কাউকে হস্তক্ষেপ করতে হয় না।

এভাবে অঙ্কের পরিমাণ কোনো গুপ্তবিদ্যা নয়। এটি একটি প্রকাশ্য সংখ্যা, যার পরিবর্তনের যুক্তি দেখাতে হয়।

◆ বাইরের সঙ্গে সংযোগস্থল

SOLIS বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচে না, তাই প্রচলিত মুদ্রার জগতের সঙ্গে তার নিয়মবদ্ধ সেতু দরকার। একটি সীমান্ত বিনিময়কেন্দ্র মূল্যাঙ্ক আর বিদেশি মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের সুযোগ দেয়। তবে মূল্যাঙ্কের ভেতরের বৈশিষ্ট্য, কোনো স্তূপ নয় আর কোনো ফটকাবাজি নয়, যাতে বাইরে থেকে অকেজো না হয়ে যায়, সেজন্য এই সীমান্ত এক নিয়ন্ত্রিত ঝিল্লি, সালিসি মুনাফার জন্য খোলা কোনো ফটক নয়। ব্যক্তির বিনিময় সীমিত। তা ভ্রমণ বা আমদানির মতো ন্যায্য বাইরের প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু অঙ্কগুলোকে বিদেশি সম্পদে শুষে নেওয়ার সুযোগ দেয় না। বড় মাত্রার প্রবাহ, যা মূল্যাঙ্ককে বিদেশি পুঁজিতে বদলে দিয়ে সেখান থেকে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনত, তা দৃশ্যমান ও সীমাবদ্ধ। উল্টো দিকেও একই নিয়ম। যে অন্য কোনো ব্যবস্থা থেকে এসে বসবাস শুরু করে, সে তার অধিকার নিয়ে আসে, কিন্তু তার ক্ষমতা নয়, কারণ বিদেশি সম্পদ কেবল অন্য সবার মতো একই মাত্রায় মূল্যাঙ্কে বদলানো যায়, আর বাকিটা যা ছিল তা-ই থাকে: বাইরে। একটি বাফার তহবিল বিনিময় হারকে এক স্থিতিশীল পরিসরে রাখে এবং বাইরের ধাক্কা ও ফটকাবাজি থেকে রক্ষা করে, আর যে সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর টিকে থাকা নির্ভর করে, তা ভেতরে বা একাধিক অংশীদারের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হয়, যাতে কেউ বাইরে থেকে ব্যবস্থাটিকে অনাহারে ফেলতে না পারে। যে উদ্যোগ প্রযুক্তি রপ্তানি করে, সে মূল্যাঙ্ক পায়, যা এই নিয়মের মধ্যে সীমান্ত বিনিময়কেন্দ্রে বদলানো যায়। সীমান্তের আসল অর্থই হলো, ভেতরের ব্যবস্থা যেন বিদেশি মুদ্রার ঘুরপথ থেকে সুরক্ষিত থাকে। ঝিল্লিটি বাস্তব প্রয়োজনের জন্য মূল্যকে যেতে দেয়, আর সেই ফুটো বন্ধ করে, যা দিয়ে কেউ স্তূপ-নিষেধের নিয়ম এড়িয়ে পালাতে পারত।

◆ স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা

সমস্ত লেনদেন হয় সমষ্টি ব্যাংকের মাধ্যমে, যা নিরাপদ নিষ্পত্তি, স্বচ্ছতা আর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণের কাজ করে, কোনো মুনাফার নয়। তথ্য থাকে জালিয়াতি-প্রতিরোধী এক অবকাঠামোয়। হিসাবগুলো বাইরে থেকে ছদ্মনামে

চিহ্নিত, কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তাদের সংযোগ জানা যায় কেবল বিচারকের আদেশে, আর সমাজ দেখে সমন্বিত সূচক, ব্যক্তির জীবন নয়। বড় বরাদ্দ চার চোখের নীতির অধীন, যোগসাজশ ও লোকদেখানো সেবার নকশা শনাক্ত ও প্রকাশ করা হয়, আর যে অপব্যবহার ফাঁস করে, সে সুরক্ষা পায়। এভাবে অর্থব্যবস্থা টাকার ওপর নির্ভরতা দূর করে, অথচ নিয়মবদ্ধ বাজারের সুফল ধরে রাখে। কাউকে ভয় পেতে হয় না যে মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। কেউ বাতাস, পানি বা খাদ্যের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য গড়তে পারে না। পুঁজির অভাবে আর কোনো উদ্ভাবন ব্যর্থ হয় না। টিকে থাকার জন্য অধিকার আর গড়ে তোলার জন্য মূল্যাঙ্ক, এখানেই এই ব্যবস্থার ভারসাম্য, আস্থা ও স্থিতিশীলতা।

উদ্যোগ, পুঁজি ও উদ্ভাবন

◆ পুঁজির ক্ষমতা ছাড়া উদ্যোগ

SOLIS-এ প্রতিষ্ঠান থাকে, কারণ তারা গতিশীলতা, দক্ষতা আর বিশেষায়নের চালিকাশক্তি। এই রচনা তাদের বলে উদ্যোগ, কারণ তারা কিছু একটা চালায়, কিছু একটার মালিক নয়। একটি উদ্যোগ হলো মানুষের এমন এক সমষ্টি, যারা একসঙ্গে কিছু উৎপাদন করে বা সেবা দেয়। তার থাকে মূল্যাঙ্কে একটি উদ্যোগ-হিসাব, যার মাধ্যমে সে তার দেওয়া পছন্দের পণ্যের আয় পায় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের খরচ মেটায়। বাকিটা দিয়ে সে সদস্যদের অবদানের পারিশ্রমিক দেয়। তারও পরে যা থাকে, তা সে প্রতিস্থাপন ও ঝুঁকির জন্য সঞ্চিতি হিসেবে রাখতে পারে, তার প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ধারিত এক সীমা পর্যন্ত। তার বেশি যা হয়, তা যায় সদস্যদের কাছে আর সমষ্টির অংশে। অর্থাৎ একটি উদ্যোগ ভালোভাবে চলতে পারে এবং নিজের দক্ষতায় বাড়তে পারে, কিন্তু এমন সম্পদে পরিণত হতে পারে না, যা অন্য উদ্যোগ কিনে নেয়, আর এমন ক্ষমতায় নয়, যা নিয়ম লেখে। যে বিনিয়োগ তার দরকার এবং সঞ্চিতি দিয়ে মেটানো যায় না, তা সে নেয় তহবিলগুলো থেকে। কোনো পুঁজিবাজার নেই।

উদ্যোগের মানুষেরা অংশীদার, পণ্য নন। তারা নেতৃত্ব আর নিজেদের কাজের নিয়ম ঠিক করায় অংশ নেন, আর নেতৃত্ব অন্য সবকিছুর মতোই এক মেয়াদি পদ। একটি উদ্যোগের সাফল্য কেবল শেষে কী বাকি থাকল তা দিয়ে মাপা হয় না, বরং তার স্থিতিশীলতা, সমষ্টির প্রতি তার অবদান, তার পরিবেশগত হিসাব আর তার দায়িত্ববোধ দিয়েও, আর এক প্রকাশ্য, স্বচ্ছ মূল্যায়ন ব্যবস্থা এই মাত্রাগুলোকে দৃশ্যমান করে। যে উদ্যোগ সদস্যদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দেয়, সংযত উপকরণ ব্যবহার করে এবং স্থানীয় সমষ্টিকে শক্তিশালী করে, সে কেবল খরচ বাঁচানো উদ্যোগের চেয়ে বেশি নম্বর পায়, আর তহবিল থেকে যা দরকার তা সহজে পায়। লক্ষ্য এমন এক অর্থনীতি, যা সংখ্যা নড়াচড়া না করে প্রকৃত মূল্য তৈরি করে: যারা তাতে কাজ করে তাদের জন্য, যে সমষ্টিকে সে জোগান দেয় তার জন্য, যে প্রকৃতিকে সে ব্যবহার করে তার জন্য, আর যে ভবিষ্যৎ গড়ায় সে হাত লাগায় তার জন্য। প্রবৃদ্ধিকে নিজের জন্য সর্বোচ্চ করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য সঠিক জিনিসগুলোকে বাড়তে দেওয়া: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সৃজনশীলতা, টেকসইতা আর ন্যায্যতা।

◆ জালবদ্ধ পুঁজি বণ্টন

এখানে লুকিয়ে আছে ক্ষমতার এমন এক প্রশ্ন, যা কোনো অর্থব্যবস্থা উপেক্ষা করতে পারে না। মূল্যাঙ্ক বিশুদ্ধ সঞ্চালন। তা বয়ে চলে, কিন্তু জমে না। এতে ব্যক্তিগত অতিক্ষমতার উৎস হিসেবে জমানো আটকানো গেছে, কিন্তু তা উধাও হয়নি। তা সরে গেছে। বড় প্রকল্পে বড় সম্পদ লাগে, আর কোন প্রকল্প তা পাবে, সেই সিদ্ধান্তই সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত। তা এখন তহবিলগুলোর হাতে, যেগুলো ভরে ওঠে সমষ্টির অংশ আর সফল প্রকল্প থেকে ফেরত আসা অর্থে। এখানে যাতে নতুন কোনো শীর্ষ তৈরি না হয়, সেজন্য পুঁজির বণ্টন এক হাতে রাখা হয় না, বরং জালের মতো বোনা হয়: পাশাপাশি অনেক তহবিল, আঞ্চলিক, বিষয়ভিত্তিক আর নাগরিক-পরিচালিত, প্রত্যেকটি ক্ষমতার ব্যবস্থা মেনে গড়া, আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত, সদস্য বদলায় এবং জবাবদিহির অধীন। নির্ণায়ক হলো পথের বাহুল্য। যে কোনো ভাবনা বাস্তবায়ন করতে চায়, সে একাধিক স্বাধীন তহবিলের কাছে যেতে পারে, ফলে একটি “না” কখনো গোটা সিস্টেমের “না” নয়। তা কেবল একটি দরজার “না”। সম্পদের একটি নির্দিষ্ট

অংশ সংরক্ষিত থাকে ভিন্নপথগামীর জন্য, যে প্রচলিত ঐকমত্যকে চ্যালেঞ্জ করে। এভাবে ভবিষ্যৎ গড়ার শক্তি ছড়িয়ে থাকে এবং সিংহাসনে পরিণত হয় না।

◆ পুঁজির বাধা ছাড়া উদ্ভাবন

গবেষণা ও উন্নয়ন পুঁজির অভাবে ব্যর্থ হতে পারে না। তহবিলগুলো অবকাঠামো, উপকরণ, পরীক্ষাগারের সময় আর দল জোগায়। ব্যক্তিগত পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় মূল্যাঙ্কে, আর ভাবনা ও উদ্ভাবন একটি যুক্তিসংগত মেয়াদের পর সবার জন্য উন্মুক্ত হয়, যখন উদ্ভাবক পান স্বীকৃতি আর প্রমাণিত উপযোগিতা থেকে মূল্যাঙ্কের আয়। যে বিজ্ঞানী পুনর্ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, তিনি তহবিল থেকে সম্পদ পান, তার দলের ভার বহন করা হয়, আর তিনি নিজের অবদানের জন্য সম্মানিত হন, উদ্ভাবনটি এমন কোনো পেটেন্টের আড়ালে তালাবন্ধ না করে, যা জনসাধারণকে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। প্রকল্পগুলো খোলা মাইলফলকের মধ্য দিয়ে চলে, যেখানে তারা নিজেদের প্রমাণ করে বা শেষ হয়। যা ব্যর্থ হয়, তা দেরিতে ও ব্যয়বহুলভাবে নয়, আগেভাগে ও শিক্ষণীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

কাজ ও অবদান

আজকের বেশিরভাগ ব্যবস্থায় কাজ ভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত: যথেষ্ট না কামানোর ভয়, প্রয়োজন না থাকার ভয়, পিছিয়ে পড়ার ভয়, কিংবা অসুস্থ ও নিঃশেষ হয়ে মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ভয়। আমরা এমন সমাজ গড়েছি, যেখানে কাজ মূলত বেঁচে থাকার উপায়। ফল হলো এমন মানুষ, যারা অপছন্দের কাজে আটকে থাকে, এমন সৃজনশীলতা, যা দৈনন্দিন খাটুনিতে শ্বাসরুদ্ধ হয়, আর এমন উদ্ভাবন, যা পড়ে থাকে, কারণ স্বল্পমেয়াদে তা কিছু দেয় না। SOLIS কাজকে অন্যভাবে বোঝে: টিকে থাকার বাধ্যবাধকতা হিসেবে নয়, বরং সৃজনশীলতা, অবদান আর অর্থবোধের প্রকাশ হিসেবে।

যেহেতু SOLIS-এ জীবনের ভিত্তি নিশ্চিত, তাই বেঁচে থাকার জন্য কাউকে কাজ করতে হয় না। এর ফলে কেউ আর কাজ করে না, তা নয়। ঘটে উল্টোটা। মানুষ নিজেকে নিয়োজিত করে, কারণ তারা এতে অর্থ খুঁজে পায়, কিছু দিতে চায় এবং নিজেকে বিকশিত করতে চায়, আর কারণ ভিত্তিস্তরের বাইরে যা কিছু, তা অবদান থেকেই আসে। এক তরুণী মা খণ্ডকালীন পড়ান, কারণ জ্ঞান ভাগ করে নিতে তার ভালো লাগে, নিরাপত্তা হারানোর ভয়ে নয়। এক প্রবীণ প্রকৌশলী একটি জ্বালানি স্থাপনায় কাজ করেন, কারণ তিনি অর্থপূর্ণ কিছু করতে চান, ভাড়ার চিন্তায় নয়। যে কিছুই অবদান রাখে না, সে মৌলিক জোগান হারায় না, কারণ তা মর্যাদার সঙ্গে বাঁধা, কর্মফলের সঙ্গে নয়। কিন্তু সে বাঁচে ভিত্তিস্তরে, তার ওপরে নয়, আর যে সমষ্টি অবদানকে দৃশ্যমান করে, অবদান প্রত্যাশা করতে তার কোনো জবরদস্তি লাগে না।

তাহলে বাকি থাকে এমন এক প্রশ্ন, যার উত্তর অভাবহীন প্রতিটি ব্যবস্থাকে দিতে হয়: যে কাজ কেউ খুশি মনে করে না, তা কে করবে? প্রথমে যন্ত্র। রুটিনমাফিক কাজ এবং বিপজ্জনক, ভারী ও একঘেয়ে কাজ স্বয়ংক্রিয় করা হয়, যাতে মানুষ মন দিতে পারে তাতে, যা যন্ত্র পারে না: সৃজনশীলতা, সহমর্মিতা, বিচারবোধ, জটিল সমস্যার সমাধান, সামাজিক ও আবেগীয় কাজ। আর যেখানে তবু মানুষকে তা করতে হয়, সেখানে কথা বলে মূল্যাঙ্ক। ঘাটতির জায়গায়, রাতে, ঠান্ডায়, ময়লায় বা বিপদের মধ্যে কাজ ঘণ্টাপ্রতি বেশি অঙ্ক এনে দেয়, কারণ সমষ্টির প্রয়োজন সেই উপাদানগুলোর একটি, যা দিয়ে অবদান মাপা হয়। আজ যা সবচেয়ে কম মজুরিতে সারা হয়, কারণ সবচেয়ে দরিদ্রদের তা করতে হয়, SOLIS-এ তা উচ্চ পারিশ্রমিক পায়, কারণ সবার তা দরকার। স্বয়ংক্রিয়তা যাতে মানুষকে অপ্রয়োজনীয় না করে, সেজন্য তহবিলগুলো বহন করে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ, পুনঃপ্রশিক্ষণ আর প্রতিভার বিকাশ, আর উদ্ভাবন সবার জন্য খোলা, কেবল বড় উদ্যোগের জন্য নয়। প্লাস্টিকমুক্ত মোড়কের ভাবনা নিয়ে আসা এক স্কুলছাত্র একটি উদ্ভাবন কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার পায়, ধনী বাবা-মা বা অর্থদাতার ওপর নির্ভর না করেই।

যে অর্থনীতিতে যন্ত্র আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োজনীয় কাজের ক্রমেই বড় অংশ নিয়ে নেয়, সেখানে একটি পুরোনো প্রশ্ন নতুন করে ওঠে: মানুষ কাজ করে কীসের জন্য, আর একটি সফল জীবন মাপা হয় কী দিয়ে? SOLIS অবদানকে জবরদস্তি থেকে আলাদা করে। স্বয়ংক্রিয়তা যে খাটুনি কমিয়ে দেয়, তা সময়

হিসেবে ফেরত দেয়, সেবাযত্ন, শিক্ষা, সৃষ্টি আর সমষ্টির জন্য। আর সাফল্যের মাপকাঠি সরে যায়। সফল সে নয়, যে সবচেয়ে ধনী, বরং সে, যে সমষ্টির জন্য স্থায়ী কিছু গড়ে। কাজের মর্যাদা তার আয়ে নয়, তার অর্থবোধে।

বণ্টনের ন্যায্যতা

প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক বিতর্কে ন্যায্যতার কথা ওঠে, তবু প্রত্যেকে তা দিয়ে আলাদা কিছু বোঝে: কেউ নিরঙ্কুশ সাম্য, কেউ নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা, কেউ আবার এক ন্যায্য ভারসাম্য। SOLIS-এ বণ্টনের ন্যায্যতা মানে এই নয় যে প্রত্যেকে হুবহু একই জিনিস পাবে। এর মানে তিনটি বিষয়: প্রত্যেকের কাছে মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ ও পরিপূর্ণ জীবনের জন্য যথেষ্ট থাকবে, যে বিশেষভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে, সে বেশি ভোগ করতে পারবে, যতক্ষণ না সে অন্যের ক্ষতি করে বাঁচে, আর সমাজকে বিভক্ত করে এমন চরম বৈষম্য গোড়াতেই তৈরি হবে না। এই পথ আসে এক দ্বৈত উপলব্ধি থেকে। চরম সাম্য প্রায়ই পরিশ্রম আর উদ্ভাবনের শ্বাসরোধ করে। চরম বৈষম্য সমাজকে বিষিয়ে তোলে, আস্থা ধ্বংস করে আর সহিংসতাকে পুষ্ট করে।

ভিত্তি হলো, নিছক বেঁচে থাকার জন্য কাউকে ভয় পেতে হবে না। খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, চিকিৎসাসেবা, নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা আর অংশগ্রহণে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত, মৌলিক অধিকার হিসেবে, দান হিসেবে নয়। একা সন্তান প্রতিপালনকারী এক মাকে চিন্তা করতে হয় না সে সন্তানদের খাওয়াতে ও দেখভাল করতে পারবে কি না, আর একজন বয়স্ক মানুষ শূন্যে তলিয়ে যান না। এটাই প্রতিটি পরবর্তী স্বাধীনতার শর্ত, কারণ যে টিকে থাকার লড়াই করে, সে মুক্তভাবে ভাবতে, সৃজনশীল হতে আর বিকশিত হতে পারে না।

এই ভিত্তির ওপরে SOLIS স্বীকার করে যে মানুষ প্রতিভা, উদ্যম আর কর্মক্ষমতায় আলাদা। যে বেশি অবদান রাখে, দায়িত্ব নেয় বা উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেয়, সে বেশি ভোগও করতে পারে: বড় বাড়ি, দূরের ভ্রমণ, নিজের উদ্যোগের জন্য বেশি সম্পদ, বেশি স্বীকৃতি। নির্ণায়ক কেবল এটুকু যে তা শোষণের ওপর

দাঁড়িয়ে থাকবে না। কেউ সচ্ছল হতে পারে, কারণ সে কিছু সৃষ্টি করেছে, এ কারণে নয় যে সে অন্যদের দমন বা প্রতারণা করেছে। তাই পুরস্কৃত হন চিকিৎসা-উদ্ভাবনের বিজ্ঞানী, ন্যায্য কাজ ও টেকসই পণ্য তৈরি করা উদ্যোগ, আর সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করা শিল্পী। পুরস্কৃত হয় না সেই ফটকাবাজ, যে মূল্য তৈরি না করে টাকা থেকে টাকা বানায়, সেই উদ্যোগ, যে নিজের ক্ষতির বোঝা জনসাধারণের ঘাড়ে চাপায়, আর সেই অভিজাত শ্রেণি, যে নিজেকে কেবল ক্ষমতা আর বিচ্ছিন্নতা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করে। SOLIS-এ এই পার্থক্য কোনো নৈতিক আবেদন নয়, বরং মূল্যের মাধ্যমের মধ্যেই গাঁথা। যেখানে সুদ নেই আর ফটকাবাজি নেই, সেখানে টাকা থেকে টাকা বানানো যায় না।

চরম অবস্থা যাতে গোড়াতেই তৈরি না হয়, সেজন্য ব্যবস্থাটির পরে পুনর্বণ্টনের দরকার হয় না, কারণ তার ভারসাম্যের কৌশলগুলো উৎসেই কাজ করে। সমষ্টির অংশ যে বেশি পায় তাকে শতাংশে বেশি অবদান রাখতে বাধ্য করে। জমানোর সীমারেখা আটকায় যাতে সঞ্চয় ক্ষমতায় পরিণত না হয়। উত্তরাধিকারের নিয়ম আটকায় যাতে বৈষম্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে না চলে। সংগৃহীত সম্পদ অস্বচ্ছ কোষাগারে হারিয়ে যায় না। তা দৃশ্যমান ও যাচাইযোগ্যভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্ভাবন আর সমষ্টিতে বিনিয়োগ করা হয়। উদ্ভাবন-বোনাস দীর্ঘমেয়াদি উপযোগিতার ভাবনা দেওয়া মানুষকে কেবল স্বীকৃতি নয়, তা বাস্তবায়নের সম্পদও দেয়। এভাবে ব্যবস্থাটি জুড়ে দেয় সেই নিরাপত্তা, যা মানুষের দরকার ভয়হীনভাবে বাঁচতে, আর সেই গতিশীলতা, যা সমাজের দরকার এগিয়ে যেতে। সচ্ছলতাকে দানবীয় করে তোলা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য তাকে দায়িত্বের সঙ্গে জোড়া এবং চরম দারিদ্র্য রোধ করা, কারণ তা কেবল ভুক্তভোগীদের নয়, গোটা সমাজকে পঙ্গু করে। যেখানে মানুষ সিস্টেমকে ন্যায্য বলে অনুভব করে, সেখানে আস্থা জন্মায়, আর আস্থাই সেই আঠা, যা ছাড়া অর্থনীতি, রাজনীতি আর সমষ্টি ভেঙে পড়ে।

বার্ধক্যের নিরাপত্তা

বার্ধক্যের সঙ্গে আচরণেই বোঝা যায়, একটি সমাজ তার মানুষকে মূল্য দেয় নাকি ফেলে দেয়। অনেক বিদ্যমান ব্যবস্থায় বার্ধক্যের নিরাপত্তা ভয়ে মোড়া: বার্ধক্যে যথেষ্ট না থাকার ভয়, সারাজীবন কাজ করেও দারিদ্র্যে শেষ হওয়ার ভয়, কিংবা সমষ্টির বোঝা হয়ে ওঠার ভয়। প্রচলিত পেনশন ব্যবস্থা চাপে পড়ে জনসংখ্যার পরিবর্তন, অনিশ্চিত অর্থায়ন আর এমন এক জীবনব্যাপী অবদানের কারণে, যার ন্যায্য স্বীকৃতি মেলে না। এর বিপরীতে SOLIS বার্ধক্যে মর্যাদাকে নিশ্চিত করে অধিকার হিসেবে, দান হিসেবে নয়। কেউ নির্ধারিত মর্যাদার স্তরের নিচে পড়ে না, যে অবদান রেখেছে, সে বোধগম্যভাবে বেশি পায়, আর জনসংখ্যার পরিবর্তনেও সিস্টেম স্থিতিশীল থাকে।

এই নিরাপত্তা তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটি মৌলিক পেনশন: বাসস্থান, জ্বালানি, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের অধিকার বার্ধক্যেও জীবনের অন্য যেকোনো পর্বের মতোই প্রযোজ্য এবং কর্মজীবনের ধারা নির্বিশেষে প্রত্যেককে মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়টি কর্মাঙ্ক। এগুলো কোনো দ্বিতীয় টাকা নয়, বরং জীবনব্যাপী অবদানের স্মৃতি। কাজ, সেবাযত্ন, সন্তান প্রতিপালন আর স্বেচ্ছাসেবার প্রতিটি বছর ঘণ্টা, যোগ্যতা আর প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মাঙ্ক হিসেবে জমা হয়, আর তাদের যোগফল থেকে বার্ধক্যে মাপা হয় মূল্যাঙ্কে এক চলমান প্রাপ্তি, যা বহন করা হয় তরুণদের সমষ্টির অংশ থেকে। তৃতীয়টি এক উৎপাদনশীল তহবিল, এক যৌথ, ব্যাপকভাবে ছড়ানো তহবিল, যা উদ্যোগ, অবকাঠামো আর জ্বালানি স্থাপনায় বিনিয়োগ করে, এবং যার আয়, সুদ থেকে নয়, সেগুলোর বাস্তব ব্যবহার থেকে, মূল্যাঙ্ক হিসেবে প্রবীণদের কাছে যায়। যেহেতু নিরাপত্তা কখনো একটিমাত্র উৎসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না, তাই একটি উৎস দুর্বল হলেও তা ভার বইতে পারে।

নির্ণায়ক হলো, জীবনব্যাপী অবদান প্রতিটি রূপেই গণ্য হয়। স্বজনদের সেবাযত্ন আর সন্তান প্রতিপালন পুরোপুরি গণনায় ধরা হয়, মূল্যবান অবদান হিসেবে, জীবনবৃত্তান্তের ফাঁক হিসেবে নয়। যে মা বহু বছর সন্তান প্রতিপালনে দেন, তিনিও ততটাই অঙ্ক জমান, যতটা উপার্জনশীল কেউ। এক যোগ্যতা ও

ঘাটতির গুণক বিশেষভাবে দরকারি কাজকে সম্মান দেয়, আর বছরপ্রতি একটি ঊর্ধ্বসীমা আত্মশোষণ থেকে রক্ষা করে। এক টেকসইতার গুণক জনসংখ্যার ওঠানামাকে আলতোভাবে সামঞ্জস্য করে, গোটা প্রজন্মকে চমকে না দিয়ে, আর উৎপাদনশীল তহবিল ব্যাপকভাবে ছড়ানো এবং চক্রবিরোধীভাবে সাজানো।

তা ছাড়া ব্যবস্থাটি নমনীয় ও মানবিক। বার্ধক্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ, যেমন ৫২ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে, এক ন্যায্যতার গুণকের সাহায্যে ব্যক্তিগত পথের সুযোগ দেয়। যে বেশি দিন অবদান রাখতে চায়, তাকে তার জন্য সম্মান জানানো হয়, আর যাকে আগে চলে যেতে হয়, সে অতলে পড়ে না। কর্মক্ষমতা কমে গেলে কাল্পনিক জমা সুরক্ষা দেয়, আর তহবিলের অংশ হস্তান্তরের মাধ্যমে উত্তরজীবীদের রক্ষা করা হয়। বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকে উত্তরণও ন্যায্যভাবে সাজানো। অর্জিত পেনশন-দাবি কর্মাঙ্কে রূপান্তরিত হয়, দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি চলার এক দীর্ঘ পর্ব মসৃণ পরিবর্তন নিশ্চিত করে, আর প্রবীণ প্রজন্মগুলো পায় নিশ্চিত নিম্নসীমা। এভাবে SOLIS বার্ধক্য থেকে ভয় সরিয়ে নেয়: সারাজীবন কাজের পরেও বার্ধক্যে দারিদ্র্য নয়, সেবাযত্ন ও সন্তান প্রতিপালনের জন্য শাস্তি নয়, জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতায় ধস নয়।

চক্রাকার অর্থনীতি ও জ্বালানি

প্রচলিত অর্থনীতি এক ধ্বংসাত্মক ছন্দ মেনে চলে: নাও, ব্যবহার করো, ফেলে দাও। কাঁচামাল আহরণ করা হয়, পণ্যে রূপান্তরিত হয়, ভোগ করা হয় এবং শেষে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। এই রৈখিক সিস্টেম রেখে গেছে ক্ষয়ে যাওয়া মাটি, দূষিত সমুদ্র, বিষাক্ত ভাগাড় আর ধ্বংস হওয়া বাস্তুতন্ত্র, এবং জলবায়ুর পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। SOLIS এই যুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তার অর্থনীতি যে নিয়মে চক্রাকারে চলে, তা এখানেই বলার কথা। গ্রহের সীমা আর জীবন্ত জগতের নিরাময়, যার সেবা এই নিয়মগুলো করে, তা পরের অধ্যায় খুলে বলে।

চক্রাকার অর্থনীতিতে সম্পদ ভোগে শেষ হয় না। তা আবর্তিত হয়। পণ্য দীর্ঘস্থায়ী, মেরামতযোগ্য, মডিউলার ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য, আর পরিকল্পিত অপ্রচলন নিষিদ্ধ। একটি যন্ত্রের থাকে প্রমিত মডিউল, ফলে ব্যাটারি দুর্বল হলে কেবল সেটিই বদলানো হয়, গোটা যন্ত্র নয়, আর তার জীবনের শেষে আলাদা অংশগুলো চক্রে ফিরে যায়। অবশিষ্ট উপাদান অন্য প্রক্রিয়ার কাঁচামাল হিসেবে কাজে লাগে, আর উদ্যোগগুলো এমনভাবে যুক্ত যে একের অবশিষ্ট অন্যের কাঁচামাল হয়ে ওঠে। এই নিয়মগুলো দামের পাশে দাঁড়িয়ে নেই, দামের ভেতরেই আছে। যেহেতু প্রতিটি মূল্যাঙ্ক-দামে পরিবেশগত খরচ যুক্ত এবং প্রতিটি পণ্যের পণ্যপত্র আছে, তাই সংযত জিনিস ক্ষতিকর জিনিসের চেয়ে সস্তা, আর চক্রই অর্থনীতির স্বাভাবিক বিন্যাস, ব্যতিক্রম নয়। যে জ্বালানি এই সব কিছুকে চালায়, তা আসে এমন উৎস থেকে, যা গ্রহকে গ্রাস করে না। তার বিকেন্দ্রীকৃত ও টেকসই বিন্যাস পৃথিবী নিয়ে অধ্যায়টি বর্ণনা করে। এভাবে SOLIS সেই ধারণা ভাঙে যে অর্থনীতি এক শূন্য-যোগফলের খেলা, যেখানে অর্থনীতি যা জেতে, প্রকৃতি তা হারায়।

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি, যা অর্থনীতি দিয়ে যুক্ত। কোনো দেশ বা অঞ্চল আর একা দাঁড়িয়ে নেই। কাঁচামাল, পণ্য, তথ্য আর ভাবনা সীমান্ত পেরিয়ে বয়ে চলে, আর তা আশীর্বাদ বা অভিশাপ দুই-ই হতে পারে। এখন পর্যন্ত অভিশাপই প্রবল: এমন এক মুক্তবাণিজ্য, যা মুনাফা সর্বোচ্চ করে কিন্তু সমষ্টিকে ধ্বংস করে, শোষণ আর পরিবেশ ধ্বংসের ওপর দাঁড়ানো সরবরাহ শৃঙ্খল, আর ভূরাজনৈতিক ক্ষমতার খেলা, যেখানে অর্থনীতিকে চাপের হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহার করা হয়। SOLIS-ও অর্থনীতিকে বৈশ্বিকভাবে ভাবে। তবে সে তাকে ভাবে এক সহযোগিতার জাল হিসেবে, যা কেবল সবচেয়ে শক্তিশালীদের নয়, সবার উপকারে আসে, লুণ্ঠন অভিযান হিসেবে নয়।

বাণিজ্যিক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে ন্যায্যতা, টেকসইতা আর সম্মানের ওপর। চুক্তিগুলো দানবদের মধ্যে ক্ষমতার খেলা নয়, বরং স্পষ্ট নৈতিক নীতির ওপর গড়া সমঝোতা: ন্যায্য পারিশ্রমিক, পরিবেশগত দায়িত্ব, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি শ্রদ্ধা আর স্বল্পমেয়াদি দখলের বদলে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারত্ব। তাই ধনী অঞ্চলের কোনো উদ্যোগ দরিদ্রতর অঞ্চল থেকে সস্তা কাঁচামাল সরিয়ে নিতে পারে না, স্থানীয় সমষ্টিকে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে এবং পরিবেশগত মান না মেনে। চুক্তিগুলোকে প্রকাশ করতে হয়, স্থানীয়ভাবে কীভাবে বিনিয়োগ হচ্ছে, কোন মান প্রযোজ্য আর কীভাবে দুই পক্ষই লাভবান হচ্ছে। দুর্বলতর অঞ্চলকে নির্ভরতায় আটকে না রেখে শক্তিশালী করা হয়। নির্ভরতাকে পাকা করা সাহায্যের জায়গায় আসে প্রযুক্তি ও জ্ঞান হস্তান্তর, স্থানীয় সহনক্ষমতা গড়ে তোলা অবকাঠামোর ন্যায্য অর্থায়ন, আর সমানে সমানে অংশীদারত্ব, যেখানে স্থানীয় কণ্ঠ সিদ্ধান্তে অংশ নেয়। এভাবে একটি অঞ্চল বৈশ্বিক জালের সহায়তায় নিজের টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তোলে, কিন্তু এমন শ্বাসরোধী চুক্তি ছাড়া, যা তাকে চিরস্থায়ী ঋণে ডুবিয়ে দেয়।

এটি সফল করতে SOLIS সুনির্দিষ্ট কৌশলের ওপর ভর করে। খোলা বাণিজ্য প্ল্যাটফর্ম চুক্তি আর ফলাফলকে দেখার মতো করে এবং স্বার্থের সংঘাত প্রকাশ করে। অর্থনৈতিক বিষয়ের নৈতিকতা পরিষদ বড় প্রকল্প আর চুক্তি নিয়ে কেবল পরামর্শ দেয় না, সেগুলো যাচাইও করে। যৌথ উদ্ভাবন তহবিল, যাতে সবাই নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি অনুযায়ী অর্থ দেয়, তার ফল সবার সঙ্গে ভাগ করে নেয়। বহু ব্যবস্থার পৃথিবী সামগ্রিকভাবে কীভাবে একত্রে থাকে, তার ওপর কোনো শাসক না জন্মিয়ে, তা বিশ্বব্যবস্থা নিয়ে অধ্যায়টি খুলে বলে। এখানে নীতিটুকুই যথেষ্ট: এক সংযুক্ত বিশ্ব-অর্থনীতি, যেখানে সহযোগিতা প্রতিযোগিতার চেয়ে শক্তিশালী, যেখানে নিয়ম কেবল দুর্বলদের জন্য নয়, সবার জন্য প্রযোজ্য, আর যেখানে উদ্ভাবনকে এক অভিন্ন সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। পুরোনো ধাঁচ টেনে চলার পক্ষে পৃথিবী বড় বেশি জড়ানো আর বড় বেশি ভঙ্গুর।

অধ্যায়

06



পৃথিবী, বাস্তুবিদ্যা ও পুনর্জীবন

মারা যে নদীতে কাজ করত, তার ছোটবেলায় সেখান থেকে তেলের গন্ধ আসত। কুড়ি বছর ধরে তার উদ্যোগ নদীটিকে বাঁকে বাঁকে তার পুরোনো খাতে ফিরিয়ে এনেছিল, আর যখন প্রথম স্যামন মাছগুলো ফিরে এল, শহর উৎসব করেছিল। তীরের প্রতিটি প্রকল্পে টেবিলে বসত এক স্বার্থরক্ষক, যে কথা বলত নদীর পক্ষে আর তাদের পক্ষে, যারা একশো বছর পরে তার উত্তরাধিকারী হবে। সে সব সময় রাজি হতো না। কখনো কখনো সে-ই ঠিক ছিল।

এই রচনা যা কিছুর রূপরেখা দেয়, বলয়, আইন, অর্থনীতি, শিক্ষা, সবই দাঁড়িয়ে আছে এমন এক পূর্বশর্তের ওপর, যা কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠতা সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করতে পারে না এবং কোনো সভা বাতিল করতে পারে না: এক জীবন্ত গ্রহ। ধ্বংস হওয়া এক পৃথিবীতে সেরা ব্যবস্থার প্রশ্ন আর ওঠেই না। তাই পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব পাঁচ ভিত্তির মধ্যে নিছক আরেকটি নয়। এটি সেই ভিত্তি, যা ছাড়া বাকি চারটির আর কোনো জায়গা থাকত না। এই অধ্যায় তা থেকে যা আসে, তা একত্র করে।

গ্রহের সীমা

সূচনাবিন্দু এমন এক উপলব্ধি, যা রাজনীতির আগে আসে, কারণ তা পদার্থবিদ্যা থেকে আসে: গ্রহের সীমা আছে। বিজ্ঞান এগুলোকে গ্রহের সহনসীমা নামে চিহ্নিত করেছে, জলবায়ুর স্থিতিশীলতা, প্রাণের বৈচিত্র্য, পানি, বাতাস ও মাটির বিশুদ্ধতা, আর এই সীমার ওপারে সেই সিস্টেম উল্টে যায়, যা সমস্ত প্রাণকে বহন করে। আমরা মাটির উর্বরতা নিংড়ে নিয়েছি, সমুদ্র থেকে অতিরিক্ত মাছ ধরেছি, বন উজাড় করেছি আর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস ঢেলেছি, যেন আগামীকাল বলে কিছু নেই। প্রজাতিগুলো এমন গতিতে বিলুপ্ত হচ্ছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসের বড় বড় বিলুপ্তির ঢেউয়ের কাছাকাছি। আমরা তা জানি, দশকের পর দশক ধরে জানি, আর এমনভাবে চলি, যেন আমাদের হাতে অফুরন্ত সময়। তাই SOLIS সীমাগুলোকে দেখে তাদের আসল রূপে: এক দেয়াল হিসেবে, যার ভেতরে সমস্ত অর্থনৈতিক কাজ আর সমস্ত স্বাধীনতার জায়গা। পরিবেশগত খরচ বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি দামে যুক্ত হয়, ফলে ক্ষতিকর জিনিস সংযত জিনিসের চেয়ে দামি। আহরণের সীমা বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় না, বরং সভাগুলো তা নির্ধারণ করে এবং পর্যালোচনা সংস্থা তা পর্যবেক্ষণ করে। যা একবার টিকে থাকার সীমা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কোনো অর্থনৈতিক জোয়ার তা আর বাতিল করতে পারে না।

নিছক সংরক্ষণের বদলে পুনর্জীবন

যেখানে ইতিমধ্যে অনেক বেশি ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানে সুরক্ষা আর যথেষ্ট নয়। তাই SOLIS সংরক্ষণের বাইরে গিয়ে পুনরুদ্ধারের ওপর ভর করে: কেবল কম ক্ষতি করা নয়, সক্রিয়ভাবে নিরাময় করা। বন কেবল রক্ষা করা হয় না, ফিরিয়ে আনা হয়। মাটিকে কেবল রেহাই দেওয়া হয় না, গড়ে তোলা হয়। নদীর দূষণ কেবল কমানো হয় না, তাকে তার পুরোনো খাতে আর তার প্রাণচাঞ্চল্যে ফিরিয়ে আনা হয়। যে পদ্ধতিগুলো বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন টেনে নিয়ে মাটি ও বনে ফিরিয়ে দেয়, সেগুলো এই নিরাময়ের অংশ, তবে তার বিকল্প নয়। সেগুলো নিঃসরণ এড়ানোর পাশে দাঁড়ায়, তার জায়গায় নয়। এভাবে সাফল্যের মাপকাঠি সরে যায় সবচেয়ে কম ক্ষতি থেকে সবচেয়ে বেশি আরোগ্যের দিকে। যে প্রজন্ম গ্রহকে যা নেয় তার চেয়ে বেশি ফিরিয়ে দেয়, সে সেই দিক উল্টে দেয়, যে দিকে মানবজাতি দীর্ঘকাল তার জীবন্ত জগতের সঙ্গে আচরণ করে এসেছে।

বন্ধ চক্র

প্রকৃতিতে কোনো আবর্জনা নেই। এক প্রাণী যা ত্যাগ করে, তা অন্যের খাদ্য। SOLIS এই নীতিকে অর্থনীতির মৌলিক রূপ করে তোলে, আর অর্থব্যবস্থা দেখিয়েছে কীভাবে তা দাম আর পণ্যের নিয়মে গাঁথা। আহরণ থেকে ব্যবহার হয়ে আবর্জনা পর্যন্ত সরল রেখার জায়গায় আসে বন্ধ চক্র। উপাদান যতদিন সম্ভব ব্যবহৃত হয়, পুনর্ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চমানে প্রক্রিয়াজাত হয়, প্রতিস্থাপনের আগে মেরামত, ভোগের আগে পুনর্ব্যবহার, আর গোটা শিল্পগুলো এমনভাবে যুক্ত যে একের অবশিষ্ট অন্যের কাঁচামাল হয়ে ওঠে। একটি অকেজো যন্ত্রের খোল পোড়ানো হয় না, বরং খুলে, পরিষ্কার করে নতুন পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়। এটি পুনর্ব্যবহারের চেয়েও বেশি কিছু। এটি এমন এক রূপরেখা, যা শুরু থেকেই

আবর্তনের জন্য গড়া, আর তা এর মধ্যে বাস করা মানুষকেও বদলে দেয়: যে ফেলে না দিয়ে মেরামত করে, সে জিনিসের সঙ্গে আবার সম্পর্ক গড়ে তোলে।

তবে এই চক্র কেবল গোল হয়ে ঘোরে না। সে উপাদানকে প্রবাহে রাখে এবং একই সঙ্গে জ্ঞান আর সমৃদ্ধিকে ওপরে তোলে। বস্তুতে চক্র, চিন্তায় অগ্রগতি: এটাই সেই সর্পিল, যার মধ্যে একটি সভ্যতা নিজেকে গ্রাস না করে টিকে থাকতে পারে।

জীবন্ত জগতের অধিকার

SOLIS বিবেচনার বৃত্তকে মানুষের বাইরেও প্রসারিত করে। একটি বাস্তুতন্ত্র, একটি নদী, একটি বন কেবল সম্পত্তি বা কাঁচামাল নয়। তাদের নিজস্ব এক ওজন আছে, যা সিদ্ধান্তে গণ্য হয়। প্রাণীরা অনুভবক্ষম সত্তা, যতটা পারা যায় ব্যবস্থাটি তাদের কষ্ট থেকে রেহাই দেয়, আর যে আচরণ তাদের নিছক উপকরণে পরিণত করে, তার এখানে কোনো জায়গা নেই। যেখানে সুদূরপ্রসারী প্রকল্প জীবন্ত জগৎকে স্পর্শ করে, সেখানে নিযুক্ত স্বার্থরক্ষকদের মাধ্যমে সে একটি কণ্ঠ পায়, যারা সভা, নৈতিকতা পরিষদ আর আদালতের সামনে তার স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যেমন একজন অভিভাবক তার স্বার্থ তুলে ধরেন, যে নিজের পক্ষে কথা বলতে পারে না। আর যেহেতু গ্রহটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মেরও, তাই প্রতিটি আহরণ এই শর্তের অধীন যে উত্তরসূরিরা তা এখনো বাসযোগ্য অবস্থায় পাবে। এ থেকেই নৈতিকতা পরিষদ প্রকল্পগুলোকে স্পষ্টভাবে এই দ্বৈত দাবির আলোয় যাচাই করে: বর্তমান জীবন্ত জগতের প্রতি, আর আসন্ন মানুষের প্রতি। যে নৈতিকতা কেবল মানুষকে বোঝায়, তা বড় ছোট।

কৃষি ও খাদ্য

মানুষকে গ্রহের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধে তার খাবার, অন্য কিছু তা করে না। তাই SOLIS-এ কৃষি প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে কাজ করে। শস্যাবর্তন, হিউমাস গঠন আর কৃষি-বনায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে মাটিকে নিংড়ে না নিয়ে গড়ে তোলা হয়, বনকে এমনভাবে পরিচালনা করা হয় যাতে তার বৈচিত্র্য থাকে, আর মাছের মজুত কেবল ততটাই ব্যবহার করা হয়, যতটায় তা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল থাকে। যে ব্যাপক পশুপালন কষ্ট তৈরি করে, জমি গিলে খায় আর জলবায়ুর ওপর বোঝা চাপায়, তা গুটিয়ে আনা হয়। যে প্রাণী পালন করা হয়, তাকে পালন করা হয় অনুভবক্ষম সত্তার প্রাপ্য মর্যাদায়। খাদ্য একই সঙ্গে মৌলিক জোগানের অংশ। প্রধান খাদ্যদ্রব্য অধিকার, আর যেহেতু প্রতিটি দামে পরিবেশগত খরচ আছে, তাই পছন্দের পণ্যের মধ্যেও স্থানীয়, মৌসুমি আর সংযত জিনিসই স্বাভাবিক পছন্দ, দামি বিলাসিতা নয়। এভাবে খাদ্যের শুরু শ্রদ্ধা থেকে: প্রকৃতির প্রতি, প্রাণীর প্রতি আর নিজের শরীরের প্রতি।

জ্বালানি ও দীর্ঘ ভবিষ্যৎ

একটি দীর্ঘস্থায়ী সভ্যতার বস্তুগত ভিত্তি এমন জ্বালানি, যা গ্রহকে গ্রাস করে না। তাই SOLIS ভর করে নবায়নযোগ্য, বিকেন্দ্রীকৃত ও টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার ওপর: সূর্য, বাতাস, পানি আর ভূতাপ, যা যুক্ত থাকে সঞ্চয়াগার আর স্মার্ট গ্রিড দিয়ে, যারা ওঠানামা সামলায়। তহবিলগুলোর মাধ্যমে সে বিনিয়োগ করে তাতে, যা এর বাইরেও নিয়ে যেতে পারে, নিউক্লীয় ফিউশন থেকে এমন সঞ্চয়াগার পর্যন্ত, যা আজও নেই, বর্তমানকে প্রতিশ্রুতির ওপর না দাঁড় করিয়ে। জীবাশ্ম জ্বালানি পুরোপুরি সরিয়ে দেওয়া হয়। আর জ্বালানি কেবল ভিন্নভাবে উৎপাদিত

হয় না, কম খরচও হয়। যে পণ্য সারাজীবন টেকে, যে শহরে পথ ছোট, যে গ্রিড কিছুই অপচয় করে না, তারা যেকোনো স্থাপনার উৎপাদনের চেয়ে বেশি বাঁচায়।

জোগান ছড়ানো থাকার কারণ কেবল পরিবেশগত নয়। ছড়ানো জোগান এমন বিপর্যয় সামলে নেয়, যা কেন্দ্রীভূত জোগানকে ধসিয়ে দিত। এক অংশ বিকল হলে অন্যরা ভার বয়, আর কোনো একক গিঁট সমাজের জোগানকে নিজের মুঠোয় রাখে না। এভাবে পরিবেশগত প্রয়োজন মিলে যায় গোটা রচনার যুক্তির সঙ্গে: কোনো কেন্দ্রীয় সম্পদের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য নয়, বরং এমন এক জাল, যা নিজের বিস্তারেই শক্তিশালী। এই ভিত্তির ওপর, সেরে ওঠা এক গ্রহ আর এমন জ্বালানি, যা তাকে নিঃশেষ করে না, তবেই সেই সুদূর ভবিষ্যৎ সম্ভব হয়, যার কথা এই রচনা বলে। আমরা এতে "পৃথিবী"কে বাঁচাচ্ছি না। পৃথিবী আমাদের ছাড়াও চলে যেত। আমরা বাঁচাচ্ছি নিজেদের।

অধ্যায়

07



শিক্ষা ও জ্ঞান

ঊনচল্লিশ বছর বয়সে মারা আবার পড়াশোনা শুরু করেছিল: মৃত্তিকাবিজ্ঞান, কারণ মাটিকে না বুঝলে নদীকে বোঝা যেত না। ঊনচল্লিশে কেন সে এটা করছে, কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। কোর্সের কোনো খরচ ছিল না, উদ্যোগ তাকে সময় দিয়েছিল, আর শেষে তার প্রোফাইলে কোনো নম্বর লেখা ছিল না, লেখা ছিল এখন সে কী পারে। তার ষোলো বছরের মেয়ে ইডা সেই একই বছরে এমন এক ক্লাসে বসত, যারা তখন শিখছিল প্রতিটি কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে। যে ব্যবস্থায় সে বাস করত, সেটাকেও। এই বইটিকেও।

এমন এক পৃথিবীর কথা কল্পনা করুন, যেখানে কোনো শিশুকে আর কখনো বলতে হবে না: আমার পড়ার অনুমতি নেই। আমি খুব গরিব। আমি খুব বোকা। আমি খুব বুড়ো। আমি খুব আলাদা। এই পৃথিবীতে শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, ব্যবসা নয়, ক্ষমতার হাতিয়ারও নয়। এটি এক মৌলিক মানবাধিকার, পানি, খাদ্য আর নিরাপত্তার মতোই অপরিহার্য। এই অধ্যায় সেই পৃথিবীর বর্ণনা দেয়, আর একই সঙ্গে এটি সেই জায়গা, যেখানে ঠিক হয় একটি ব্যবস্থা প্রজা গড়ে, নাকি এমন মানুষ, যারা তাকে যাচাই করতে পারে।

অধিকার ও ভিত হিসেবে শিক্ষা

SOLIS-এ শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার, আর এই সিদ্ধান্ত আসে এই উপলব্ধি থেকে যে শিক্ষা জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি তথ্যে প্রবেশাধিকার, চিন্তনের ক্ষমতা, বিকাশের সুযোগ, আর আত্মনিয়ন্ত্রণ, অংশগ্রহণ ও মর্যাদার চাবি। এটি ছাড়া মানুষ নির্ভরশীল ও অরক্ষিত থাকে, দারিদ্র্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নিজেকে পুনরুৎপাদন করে, আর বৈষম্য উত্তরাধিকারে চলে যায়। যে শিক্ষা নিশ্চিত করে, সে এর মাধ্যমে বাকি সব অধিকারও নিশ্চিত করে। যে তা অস্বীকার করে, সে মানুষের স্বাধীনতার ভিতটাই কেড়ে নেয়।

প্রবেশাধিকার মুক্ত ও বাধাহীন। প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অধিকার আছে, এবং তা জন্ম থেকেই, কারণ শিক্ষা স্কুলে গিয়ে শুরু হয় না, শুরু হয় পরিবারে আর সমষ্টিতে, আর তা কোনো ডিগ্রিতে শেষ হয় না, সারা জীবন সঙ্গে থাকে। একজন অন্তঃসত্ত্বা মা পরামর্শ ও শিক্ষাসামগ্রী পান। প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন একজন কিশোর এমন শিক্ষাব্যবস্থা পায়, যা তার শক্তিকে লালন করে এবং তার বাধাগুলো পুষিয়ে দেয়। একজন বয়স্ক মানুষ কোনো খরচ ছাড়াই নতুন ভাষা, কৌশল আর বিষয়ে নিজেকে আরও শিক্ষিত করতে পারেন।

যেহেতু সবাই একভাবে শেখে না, তাই শিক্ষাব্যবস্থা মানিয়ে নেওয়ার মতো। সে শেখার ভিন্ন ভিন্ন পথ বিবেচনা করে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সম্মান করে এবং প্রতিবন্ধিতাকে ঘাটতি নয়, মানব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য হিসেবে দেখে। ডিজিটাল

প্ল্যাটফর্ম, যৌথ শিক্ষার পরিসর আর বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিশ্চিত করে যে বিষয়বস্তু নমনীয়ভাবে সাজানো হয় এবং বিশেষ প্রয়োজনের মাপে তৈরি হয়। কৃত্রিম বাধাগুলো উঠে যায়। এমন কোনো খরচ নেই, যা শিক্ষাকে ধনীদের জন্য সংরক্ষিত রাখে, এমন কোনো ভর্তির বাধা নেই, যা সুযোগকে পারিবারিক পটভূমি ও যোগাযোগের ওপর নির্ভরশীল করে, আর এমন কোনো বৈষম্য নেই, যা সংখ্যালঘুদের নিয়মিতভাবে বাদ দেয়। দরিদ্র পরিবারের এক অত্যন্ত মেধাবী কিশোরীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য ঋণে ডুবতে হয় না। পঞ্চাশ বছর বয়সে নতুন পথ খুঁজতে চাওয়া একজন শ্রমিককে আমলাতন্ত্র আটকে দেয় না। একজন শরণার্থী বছরের পর বছর অপেক্ষার বদলে সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ও শিক্ষায় প্রবেশাধিকার পান।

এর ভার বহন করে স্কুল, গ্রন্থাগার, শিক্ষাকেন্দ্র আর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নিয়ে গড়া এক যৌথভাবে পরিচালিত শিক্ষা-অবকাঠামো, কারণ শিক্ষা এক সম্মিলিত লাভ, কোনো পণ্য নয়। এটি সেই মৌলিক জোগানের অংশ, যা প্রত্যেকের প্রাপ্য। এর বিষয়বস্তু বিজ্ঞানভিত্তিক, নৈতিকভাবে বিবেচিত এবং বৈচিত্র্যময়ভাবে উপস্থাপিত। এভাবে শুরু থেকেই একটি সীমা টানা হয়, যার কাছে এই অধ্যায় ফিরে আসবে: কোনো মগজধোলাই নয়, কোনো প্রচারণা নয়, "সঠিক" মতের কোনো ফরমান নয়।

আজীবন শিক্ষা

আজকের বেশিরভাগ সমাজে শেখাকে সাজানো হয় জীবনের এক সমাপ্ত পর্বের মতো: প্রথমে স্কুল, তারপর প্রশিক্ষণ, তারপর কর্মজীবন, আর তাতেই মানুষটিকে সম্পূর্ণ ধরে নেওয়া হয়। দ্রুত বদলে যাওয়া এক পৃথিবীতে এই ধারণা সর্বনাশা, কারণ থেমে থাকা মানে পিছিয়ে পড়া, আর গতকালের জ্ঞান আগামীকালের সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট নয়। SOLIS ধরে নেয় যে শেখা কখনো থামে না। এ কারণে নয় যে মানুষকে বিরামহীনভাবে নিজেকে উন্নত করে যেতে হবে, বরং

এ কারণে যে শেখা মানুষ হওয়ারই অংশ, কৌতূহল, বৃদ্ধি আর সংযোগের এক প্রকাশ।

তাই প্রত্যেক মানুষ আজীবন শেখার এক বিস্তৃত পরিসরে প্রবেশাধিকার পায়, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে যেমন, তেমনি অনানুষ্ঠানিক রূপে আর নিজে চালিত পথে। চল্লিশ বছর বয়সে টেকসই স্থাপত্যে দক্ষতা বাড়াতে চাওয়া একজন কারিগর খোলা কোর্স আর পরামর্শদাতা পান। বহু বছর পর আবার ফিরে আসা একজন মানুষ এমন কর্মসূচি পান, যা তাকে সর্বশেষ অবস্থায় নিয়ে আসে। বিরল আগ্রহের এক কিশোরী অল্প বয়সেই গবেষকদের সঙ্গে কাজ করে। শেখা এখানে কোনো কলঙ্ক নয়, মর্যাদার প্রতীকও নয়, বরং জীবনের এক স্বাভাবিক অংশ। বয়স হওয়ার পরেও শিখছে বলে কাউকে উপহাস করা হয় না, আর অনানুষ্ঠানিকভাবে শিখছে বলে কাউকে বাদ দেওয়া হয় না।

এটি সম্ভব করতে কর্মজগৎকে শেখাকে শাস্তি না দিয়ে উৎসাহিত করতে হয়। আজকের অনেক কাজে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ এক ব্যক্তিগত বোঝা, যার জন্য সময়ও নেই, সম্পদও নেই। SOLIS-এ উদ্যোগগুলো নিরন্তর শিক্ষা সম্ভব করতে বাধ্য, কাজের সময় এমনভাবে সাজানো যে শেখার পর্বের জায়গা থাকে, আর নতুন ভূমিকা ও পথ তৈরি হয় একবারের ডিগ্রি দিয়ে নয়, আজীবন বিকাশের মধ্য দিয়ে। রোবোটিক্সে যেতে চাওয়া একজন অভিজ্ঞ সেবাকর্মীকে তাতে উৎসাহ দেওয়া হয়, আটকানো হয় না। শেখার পর্বগুলো সুরক্ষিত, কারণ মৌলিক জোগান উপার্জনমূলক কাজের ওপর নির্ভর করে না, ফলে শিক্ষার জন্য কাউকে ঋণ নিতে হয় না। যে একটি ডিগ্রি সারা জীবন একজন মানুষের ভাগ্য ঠিক করে দেয়, তার জায়গায় আসে সে কী পারে তার এক ক্রমবর্ধমান প্রোফাইল। প্রকল্প, অভিজ্ঞতা, সমষ্টির প্রতি অবদান আর আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা সমানভাবে গণ্য হয়, আর সতেরো বছর বয়সে একটি পরীক্ষা খারাপ হয়েছিল বলে কোনো দরজা চিরতরে বন্ধ হয় না। এভাবে এমন এক সমাজ গড়ে ওঠে, যা প্রতিটি বয়সে কৌতূহলী থাকে এবং একসঙ্গে আরও প্রাজ্ঞ ও মানিয়ে নেওয়ার মতো হয়ে ওঠে।

জ্ঞানে প্রবেশাধিকার ও স্বচ্ছতা

তথ্যের যুগে জ্ঞান ক্ষমতার চেয়েও বেশি কিছু। এটি টিকে থাকা, উদ্ভাবন আর স্বাধীনতার ভিত্তি। তবু আজকের বেশিরভাগ ব্যবস্থায় তা মুক্ত নয়, বরং দামের দেয়ালের আড়ালে লুকানো, পেটেন্টে জমাট, তথ্যের একচেটিয়া মজুতে আটকে রাখা এবং সরকার ও কর্পোরেশনের হাতে ব্যবহৃত। SOLIS জ্ঞানকে সর্বজনীন সম্পদ হিসেবে দেখে, রোমান্টিকতা থেকে নয়, প্রয়োজন থেকে, কারণ যে সমাজ জ্ঞান ভাগ করে নেয়, সে বেশি সহনশীল, বেশি উদ্ভাবনী আর বেশি ন্যায্য।

এর জন্য SOLIS উন্মুক্ত, বহুভাষিক ও প্রতিবন্ধকতাহীন জ্ঞানব্যবস্থা পরিচালনা করে, যা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ঐতিহাসিক উৎস আর সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকে সবার নাগালে আনে, সঙ্গে থাকে স্থানীয় জ্ঞানকেন্দ্র, যাতে ডিজিটাল অবকাঠামো ছাড়া মানুষও প্রবেশাধিকার পায়। এভাবে একটি গ্রামের সমষ্টি গবেষণাগারের মতোই একই চিকিৎসা-জ্ঞানের স্তরে পৌঁছাতে পারে, আর একজন কিশোর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসামগ্রীতে প্রবেশাধিকার পায়। যা যৌথভাবে বহন করা হয়েছে, তা সমষ্টির। জনগণের অর্থে পরিচালিত গবেষণার সমীক্ষা, তথ্য ও পদ্ধতি সবার দেখার জন্য খোলা, যা উদ্ভাবনী শক্তিকে বহুগুণ করে, অপ্রয়োজনীয় দ্বৈত কাজ এড়ায় এবং আস্থা তৈরি করে।

ব্যক্তির উদ্ভাবন সুরক্ষিত থাকে, তবে জনসাধারণের খরচে নয়। অর্থব্যবস্থা যেমন নির্ধারণ করে, যে উদ্ভাবন করে, সে স্বীকৃতি আর তার উদ্ভাবনের উপযোগিতা থেকে আয় পায়, আর উদ্ভাবনটি নিজে একটি যুক্তিসংগত মেয়াদের পর সবার জন্য খোলা হয়। চিকিৎসা, পরিবেশ প্রযুক্তি আর মৌলিক জোগানের মতো ক্ষেত্রে জনসাধারণ শুরু থেকেই অগ্রাধিকার পায়। যে উদ্যোগ একটি ওষুধের উপাদান তৈরি করে, তাকে তার জন্য সম্মানিত করা হয়, তবে স্বাস্থ্য সংকটে উপাদানটি সবার জন্য খোলা, যাদের তা দরকার। এভাবে জ্ঞান পণ্যে পরিণত হয় না, বরং সবার জন্য খোলা এক জীবনীশক্তি হয়েই থাকে, সেই স্বচ্ছতার এক প্রয়োগ, যা SOLIS নিজের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছেও দাবি করে।

সৃজনশীলতা ও সমালোচনামূলক চিন্তা

আজকের অনেক শিক্ষাব্যবস্থার গোপন বার্তা হলো, যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে নাও এবং ঠিকঠাক ফিরিয়ে দাও। পুরস্কার পায় খাপ খাওয়ানো, বিচ্যুতি নয়। ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠা এক পৃথিবীতে এটি যথেষ্ট নয়। সমাজের দরকার এমন মানুষ, যারা নতুন পথ দেখে, পুরোনো ধাঁচকে প্রশ্ন করে এবং অচেনা দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাকে দেখে। তাই SOLIS শিক্ষাকে জ্ঞানের গুদাম হিসেবে নয়, বরং চিন্তা ও অনুসন্ধানের পরিসর হিসেবে দেখে, যেখানে কেবল কী নয়, কীভাবে আর কেন-ও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তাই শিশুরাও কেবল তথ্য নয়, পদ্ধতি শেখে: একটি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা, ধাঁচ ও স্ববিরোধ চেনা, নির্ভুল প্রশ্ন করা, আর উপরিতলের কারণ থেকে গভীরতর কারণকে আলাদা করা। একটি ঐতিহাসিক ঘটনা মুখস্থ করানো হয় না, বরং খুঁটিয়ে বোঝা হয়: কেন তা ঘটেছিল, কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কী অন্যভাবে ঘটতে পারত, আর বর্তমানের সঙ্গে কী সাদৃশ্য আছে। সৃজনশীলতাকে এখানে অলংকার হিসেবে নয়, বরং শিল্প ও বিজ্ঞানে যেমন, অর্থনীতি ও দৈনন্দিন জীবনেও তেমনি এক মূল দক্ষতা হিসেবে দেখা হয়: অপ্রত্যাশিতকে জোড়ার, অনিশ্চয়তা সহ্য করার আর ভুলের ভয় না করে নতুন কিছুর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা। যে শিক্ষাব্যবস্থা এভাবে চলে, সে পাত্র ভরে না, আগুন জ্বালায়। সে শিক্ষকদের চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেয়, প্রকল্পকে ব্যর্থ হতে দেয় এবং তবু মূল্যবান থাকতে দেয়, আর জ্ঞানের তালিকায় টিক দেওয়া নয়, নিজের সমাধান খুঁজে পাওয়াকে মাপে।

◆ SOLIS-কেও প্রশ্ন করার পরিণতমনস্কতা

এখানে এমন এক সিদ্ধান্ত আছে, যা গোটা রচনার জন্য নির্ণায়ক। যে সমালোচনামূলক চিন্তা বিদ্যমান ব্যবস্থার সামনে এসে থেমে যায়, তা সমালোচনামূলক চিন্তা নয়, বরং তার উল্টো। তাই SOLIS-এর শিক্ষা স্পষ্টভাবে শেখায় প্রতিটি কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে, SOLIS নিজেকেও, তার প্রতিষ্ঠান আর তার পদাধিকারীদেরও। সে মানুষকে কেবল ব্যবস্থার মূল্যবোধ নয়, সেই

হাতিয়ারও দেয়, যা দিয়ে বোঝা যায় ব্যবস্থাটি এই মূল্যবোধের প্রতি সুবিচার করছে কি না, আর যা দিয়ে, না করলে, তাকে বদলানো বা বিলুপ্ত করা যায়। ঠিক এখানেই নিহিত আছে প্রতিটি ব্যবস্থার মতবাদে জমে যাওয়ার বিরুদ্ধে, এবং জনপরিসরের কারসাজির বিরুদ্ধে, যার কথা ক্ষমতার ব্যবস্থা নিয়ে অধ্যায়টি বলে, সবচেয়ে শক্তিশালী সুরক্ষা। যে জনগোষ্ঠী উৎস যাচাই করতে, দৃষ্টিভঙ্গি তুলনা করতে আর ক্ষমতাকে প্রশ্ন করতে শিখেছে, তাকে শাসনে বাঁধা যায় না। SOLIS তার নাগরিকদের কাছে আনুগত্য চায় না, চায় বিচারক্ষমতা, আর এভাবে মেনে নেয় যে সেই বিচারক্ষমতাতেই তাকে মাপা হবে এবং প্রয়োজনে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

নৈতিক শিক্ষা

যে যুগে প্রযুক্তি, ক্ষমতা আর জ্ঞান ক্রমেই বড় লিভার তৈরি করছে, সেখানে নৈতিকতাকে প্রান্তিক বিষয় হিসেবে দেখা যথেষ্ট নয়। আজ একজন মানুষ সিস্টেম অচল করে দিতে পারে, জিনগত সংকেত বদলে দিতে পারে, কিংবা সরবরাহ শৃঙ্খল আর তথ্যপ্রবাহের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। এই লিভারগুলো যদি এমন মানুষ চালায়, যারা কেবল নিজের কথা ভাবে, তবে তা শেষ হয় অন্যায় আর ধ্বংসে। তাই SOLIS নৈতিক শিক্ষাকে কোনো বিশেষ কর্মসূচি নয়, বরং সেই ভিত বানায়, যা সব ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়।

নৈতিক চিন্তন প্রতিটি শাস্ত্রে গাঁথা। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে প্রশ্ন পরিবেশ ও পরিণতির প্রতি দায়িত্বের, অর্থনীতিতে ন্যায্যতা ও টেকসইতার, চিকিৎসায় রোগীর অধিকার ও ন্যায্য প্রবেশাধিকারের, প্রযুক্তিতে অপব্যবহারের। প্রতিটি বিষয়ে থাকে দায়িত্ব নিয়ে চিন্তন, আর প্রতিটি প্রকল্প কেবল তার উপযোগিতা নয়, তার নৈতিক পরিণতিও ভেবে দেখে। যে ক্লাসে একটি অ্যাপ বানায়, সে একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, তা কার উপকারে আসে, কাকে বিপদে ফেলে আর অপব্যবহার হলে কী ঘটে। এই শিক্ষা শুরু হয় তাড়াতাড়ি। শিশুরাও শেখে নিজের কাজের পরিণতি ভাবতে, অন্যের জায়গায় নিজেকে বসাতে আর দায়িত্ব নিতে,

একসঙ্গে নিয়ম গড়ে, বিরোধ মিটিয়ে আর সত্যিকারের দ্বিধা নিয়ে কথা বলে। আর সে নৈতিক বিতর্ককে স্বাভাবিক করে তোলে, স্কুলে, গণমাধ্যমে আর পাড়ায়, কারণ একটি সুস্থ সমাজ ভালো জীবন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়িত্ব আর স্বাধীনতার সীমার মতো প্রশ্নকে এড়ায় না, বরং সেগুলোর প্রয়োজন বোধ করে।

◆ শিক্ষা, অনুকূলন নয়

এখানে এমন এক আপত্তি ওঠে, যা SOLIS গুরুত্ব দিয়ে নেয় এবং চাপা দেয় না। যে সমাজ তার তরুণদের সেই মূল্যবোধের দিকে গড়ে তোলে, যার ওপর সে বাঁচে, সে সব সময় এই বিপদের মধ্যে থাকে যে শিক্ষা অনুকূলনে পরিণত হবে, পরিণতমনস্কতার দিকে গড়ে তোলা পরিণত হবে বশ্যতার প্রশিক্ষণে। ঠিক এই পদক্ষেপটি SOLIS প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা হতো সেই কর্তৃত্ববাদী চাল, যার বিরুদ্ধে গোটা ব্যবস্থা লড়ে। সীমাটি একটিমাত্র বিন্দুতে। একটি সমাজ তার উত্তরপ্রজন্মকে সেই মূল্যবোধে শিক্ষিত করতে পারে, যা তাকে বহন করে, তবে কেবল এমন রূপে, যা এই মূল্যবোধগুলোকে যাচাই ও প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা অটুট রাখে। তাই SOLIS-এর নৈতিক শিক্ষা কোনো স্থির "সঠিক" বিশ্বাস রোপণ করে না। সে গড়ে তোলে স্বাধীন নৈতিক বিচার, SOLIS-কেও তার নিজের মাপকাঠিতে মাপার ক্ষমতা। যে গড়ে তোলা মানুষকে মুক্ত রাখে, তা শিক্ষা। যে গড়ে তোলা তাকে বেঁধে ফেলে, তা মগজধোলাই। কেবল প্রথমটিই এই ব্যবস্থার ভিত্তির সঙ্গে সংগত।

বৈশ্বিক জ্ঞানের জাল

এই শতাব্দীর বড় প্রশ্নগুলো, জলবায়ু, জ্বালানি, স্বাস্থ্য, শান্তি, প্রযুক্তি, কোনো সীমান্ত জানে না এবং বৈশ্বিক উত্তর দাবি করে। এমন উত্তর তখনই জন্মায়, যখন দেশ, সংস্কৃতি আর শাস্ত্র পেরিয়ে জ্ঞান মুক্তভাবে যুক্ত হয়। তাই SOLIS-এ স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় আর গবেষণাকেন্দ্র বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, বরং এক বৈশ্বিক জালের অংশ, যা তথ্য ও পদ্ধতি ভাগ করে নেয়, যৌথ প্রকল্প বহন করে এবং সীমান্ত

পেরিয়ে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমষ্টি গড়ে। এক মহাদেশের একটি স্কুল আরেক মহাদেশের একটি স্কুলের সঙ্গে বনায়নের এক প্রকল্পে কাজ করে, আর তাতে স্থানীয় উদ্ভিদজ্ঞান, জলবায়ুর তথ্য আর প্রযুক্তিকে জুড়ে এমন এক মডেল গড়ে, যা দুই অঞ্চলেই কাজ করে।

SOLIS-এ "বৈশ্বিক" মানে "পাশ্চাত্য" নয়, বরং বৈচিত্র্যময় এবং পরস্পরকে সমৃদ্ধকারী। যে জ্ঞান গণ্য হয়, তা কেবল বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, বরং বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আদিবাসী সমষ্টির, টেকসই পণ্য নিয়ে কারিগরি সংস্কৃতির, আর প্রকাশ ও পরিবর্তন নিয়ে শিল্প-আন্দোলনেরও। এভাবে বিশুদ্ধ খাবার পানির এক প্রকল্প উচ্চপ্রযুক্তি, প্রথাগত পদ্ধতি আর বুদ্ধিদীপ্ত নকশাকে জুড়ে এমন এক সমাধান গড়তে পারে, যা স্থানীয়ভাবে মানানসই, সর্বত্র প্রয়োগযোগ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এভাবে মানুষ কেবল অন্য সংস্কৃতি সম্পর্কে নয়, তাদের সঙ্গে এবং তাদের কাছ থেকে শেখে, আর জন্ম নেয় সেই আন্তঃসাংস্কৃতিক বিচারবোধ, যা আস্থা তৈরি করে, যেখানে অন্যরা দেয়াল তোলে। এভাবে জ্ঞান হয়ে ওঠে আলোকবিন্দুর এক বৈশ্বিক জাল, যারা একে অপরকে আলোকিত করে।

অধ্যায়

08



স্বাস্থ্য ও কল্যাণ

মারার বাবা যখন রোগনির্ণয়ের খবর পেলেন, তখন কোনো বিল ছিল না, কোনো অপেক্ষার তালিকা ছিল না, আর এমন কোনো প্রশ্নও ছিল না যে এখনো এটা সার্থক কি না। ছিলেন এক চিকিৎসক, যিনি যন্ত্রের প্রস্তাব পড়লেন, তা ব্যাখ্যা করলেন এবং তার বিরোধিতা করলেন। ছিল বাড়ির একটি ঘর, যা ইয়োনাস একটি সেবাদলের সঙ্গে মিলে সাজিয়েছিল, আর পরিবার শয্যার পাশে যে ঘণ্টাগুলো কাটিয়েছিল, তার জন্য অবদানের হিসাব। আর শেষে ছিল যন্ত্রণাহীন এক বিদায়, বাড়িতে, জানালার সামনে নদী নিয়ে।

এমন এক পৃথিবীর কথা কল্পনা করুন, যেখানে কেউ অসুস্থ হতে ভয় পায় না, কারণ সে জানে: আমার যত্ন নেওয়া হবে, আমাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, আর আমি একা নই। এর বিপরীতে আজকের বেশিরভাগ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য এক ঝুঁকি আর খরচের খাত, বিমা কোম্পানি, শিল্প আর রাজনীতির মাঝে এক খেলার মাঠ। যার টাকা আছে, সে চিকিৎসা পায়। যার কম আছে, সে পায় রেশনিং আর অপেক্ষার তালিকা। যার কপাল খারাপ, সে শেষে কিছুই পায় না। SOLIS এই যুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। স্বাস্থ্য বাজারের পণ্য নয়, বরং এক অধিকার, এক অনাপসযোগ্য, অবাণিজ্যিক মানবাধিকার, আর অর্থব্যবস্থা যেমন নির্ধারণ করে, তা সেই অধিকারগুলোর মধ্যে পড়ে, যা কোনো প্রতিদান ছাড়াই প্রত্যেকের প্রাপ্য।

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা

প্রবেশাধিকার সবার জন্য সমান ও উচ্চমানের, আর তা মানবিক ও সামগ্রিক অর্থে বোঝানো। সামগ্রিক সেবা কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করে না, তাদের কারণও বোঝে। সে কেবল শরীর দেখে না, মন, চেতনা আর পরিবেশও দেখে। তাই দীর্ঘস্থায়ী পিঠব্যথায় ভোগা একজন শ্রমিক কেবল ব্যথানাশক পান না, পান ফিজিওথেরাপি, কাজসংক্রান্ত প্রতিরোধমূলক সেবা আর মনস্তাত্ত্বিক সহায়তায় প্রবেশাধিকার, কারণ স্বাস্থ্য নিছক সচল থাকার চেয়ে বেশি কিছু। এই সেবার মধ্যে শুরু থেকেই আছে প্রতিরোধ, মানসিক স্বাস্থ্য আর সামাজিক সহায়তা, কারণ স্বাস্থ্য কেবল জিন আর জীবনযাপনের ওপর নয়, নিরাপত্তা, সমষ্টি আর অর্থবোধের ওপরও নির্ভর করে। তাই স্বাস্থ্যব্যবস্থা সমাজকর্ম, শিক্ষা আর পাড়ার জালের সঙ্গে মিলে কাজ করে। সন্তান জন্মের পর বিষণ্ণতায় ভোগা এক তরুণী মা চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি পান বাবা-মা, পরামর্শ আর সঙ্গ দেওয়ার এক জাল, আর তাকে দেখা হয় এক পূর্ণ মানুষ হিসেবে, কোনো কেস হিসেবে নয়।

এর ভার বহন করা হয় সমষ্টির অংশ থেকে, যা ন্যায্যতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। মৌলিক চিকিৎসাসেবা সংহতির ভিত্তিতে বহন করা হয়, স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হয়, আর তাতে দুই শ্রেণির চিকিৎসা নেই, একটি বিলের জন্য বেঁচে

থাকার ভয়ও নেই। চিকিৎসক, সেবাকর্মী আর থেরাপিস্টরা দল বেঁধে কাজ করেন। সেবা শহর ও গ্রামে সমানভাবে পৌঁছায়, স্থানীয় কেন্দ্র, ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক আর দূরচিকিৎসার মাধ্যমে, আর যখন সম্পদ, অগ্রাধিকার ও নতুন পদ্ধতি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়, তখন মানুষ তাতে মত দেয়। যে উদ্যোগগুলো অতিরিক্ত সেবা দেয়, তারা থাকতে পারে, কিন্তু মৌলিক ব্যবস্থাকে কখনো দুর্বল করতে বা সুবিধাভোগীদের সমান্তরাল জগৎ তৈরি করতে পারে না, কারণ যেখানে জীবন শুরু, সেখানে বাজার শেষ। এভাবে স্বাস্থ্য হয়ে ওঠে এক অভিন্ন সম্পদ এবং একটি সমাজ কোন নৈতিক অবস্থায় আছে তার প্রকাশ।

মেরামতের বদলে প্রতিরোধ

আজকের বেশিরভাগ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় একই ধাঁচ বারবার ফিরে আসে। মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাঁচে, অসুস্থ হয়, আর তখনই কেবল সিস্টেম সাড়া দেয়, দেরিতে, ব্যয়বহুলভাবে আর পরে। এটা এমন এক দমকলের মতো, যা বাড়িতে আগুন লাগার পরেই আসে, বাড়িগুলো নিরাপদভাবে গড়া হচ্ছে কি না তা না দেখে। SOLIS স্বাস্থ্যকে মেরামতের কারখানা হিসেবে নয়, বরং এক সক্রিয়, দূরদর্শী প্রক্রিয়া হিসেবে দেখে, যা সেখান থেকে শুরু হয়, যেখানে রোগের জন্ম। প্রতিরোধ এখানে আরও স্বাস্থ্যকরভাবে চলার আহ্বানের চেয়ে বেশি কিছু। এর মানে গোটা পরিবেশকে এমনভাবে গড়া, যাতে স্বাস্থ্যই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, আর সমস্যাকে আগেভাগে চেনা, ছোট সমস্যা বড় হওয়ার আগেই। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে শুরু করা একজন কিশোর বিষণ্ণতার ধাঁচ পাকা হওয়ার আগেই আবার সংযোগ খুঁজে পায়। প্রবল চাপে থাকা একজন কর্মী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সময়মতো অন্য কাজের ধরন পান।

এভাবে স্বাস্থ্য সব ক্ষেত্রের এক যৌথ দায়িত্ব, যা ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানো হয় না, সমাজ তা বহন করে। নগর পরিকল্পনা তৈরি করে সবুজ জায়গা, বিশুদ্ধ বাতাস আর নিরাপদ পথ। কর্মজগৎ নিশ্চিত করে স্বাস্থ্যকর সময় আর সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ। খাদ্যব্যবস্থা স্বাস্থ্যকর পছন্দকে সাশ্রয়ী মান করে তোলে, শিক্ষা

ছোটবেলা থেকেই শেখায় কী শরীর ও মনকে শক্তিশালী করে, আর অবসরের আয়োজনগুলো সহজলভ্য ও সবার জন্য খোলা। এভাবে প্রতিরোধ দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে ওঠে, সহজ পরীক্ষা আর সহজলভ্য পরামর্শ থেকে শুরু করে চলাফেরা ও খাদ্যের এমন আয়োজন পর্যন্ত, যা মানুষের সঙ্গে মানানসই, তাদের ওপর খবরদারি না করে। এমন এক শহর চলাফেরাকে আনন্দ হিসেবে দেয়, চাপ হিসেবে নয়, স্কুল ও উদ্যোগে স্বাস্থ্যকর খাবার দেয় আর বিশ্রামের সময় দেয়, আর উদ্যোগগুলো নিঃশেষিত কর্মীর বদলে পায় সুস্থ, উদ্যমী মানুষ। প্রতিরোধ কেবল সম্পদ বাঁচায় না, যন্ত্রণাও বাঁচায়, আর একটি সিস্টেমকে আরও নমনীয় ও দীর্ঘস্থায়ী করে, কারণ সে বিপর্যয়ের পেছনে না ছুটে ঘটনাপ্রবাহকে আগেভাগে চেনে।

মানসিক স্বাস্থ্য

অনেক সমাজে মানসিক স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত বিষয় মনে করা হয়, এমন এক কলঙ্ক, যা নিয়ে চুপ থাকাই ভালো, আর তার ফল লাঞ্ছনা, লজ্জা, বিচ্ছিন্নতা আর উপচে পড়া অপেক্ষার তালিকা। SOLIS এই ছবিটা উল্টে দেয়। মানসিক স্বাস্থ্য শারীরিক স্বাস্থ্যের মতোই কেন্দ্রীয়, এটি কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজের বিষয়, আর কেউ ভেঙে পড়লে তবেই নয়, শুরু থেকেই একে মাথায় রাখা ও যত্ন নেওয়া হয়।

প্রত্যেক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সহায়তার অধিকার আছে, আমলাতান্ত্রিক বাধা ছাড়া, সর্বনাশা খরচ ছাড়া, মাসের পর মাস অপেক্ষা ছাড়া আর লাঞ্ছনার ভয় ছাড়া। এর মধ্যে আছে সর্বত্র বিস্তৃত পরামর্শ ও সেবার ব্যবস্থা, নির্ভরযোগ্যভাবে পৌঁছানো যায় এমন সংকট-সহায়তা আর ধাপে ধাপে সাজানো সহায়তা ব্যবস্থা, যা প্রতিরোধমূলক পরামর্শ থেকে নিবিড় থেরাপি পর্যন্ত বিস্তৃত। উদ্বেগের প্রথম লক্ষণ দেখা দেওয়া এক তরুণী সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশাধিকার পায়, মাসের পর মাস পরে নয়। তা ছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য কেবল হাসপাতালের বিষয় নয়, বরং সর্বত্র বিবেচিত এক আড়াআড়ি বিষয়। স্কুলে তা ঘটে সহনশীলতা, মনোযোগী উপস্থিতি আর খোলামেলা আলাপের পরিবেশের কর্মসূচি এবং আস্থাভাজন

মানুষের মাধ্যমে। কর্মজগতে তা ঘটে অতিরিক্ত চাপের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক প্রতিরোধ, নমনীয় সময় আর এমন নেতৃত্বের মাধ্যমে, যারা নিজেদের মানুষের মনের প্রতি দায়িত্ব নিয়ে প্রশিক্ষিত। সমষ্টিতে তা ঘটে পাড়ার কেন্দ্র আর সহজলভ্য সহায়তাস্থলের মাধ্যমে।

এর জন্য দরকার খোলামেলা এক সামাজিক পরিবেশ, যেখানে কেউ বলতে পারে যে সে ভালো নেই, আর তাকে শক্ত হতে বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, বরং তার কথা শোনা হয়। কারণ আজকের অনেক বোঝা, অবসাদ, বিষণ্ণতা, একাকিত্ব, উদ্বেগ, ব্যক্তির দুর্বলতা নয়, বরং সিস্টেমের ফল: অতিরিক্ত চাপ, বিচ্ছিন্নতা আর অর্থবোধ হারানোর। যে ব্যবস্থা এটি স্বীকার করে এবং প্রতিরোধমূলক ও নিরাময়মূলক কাঠামো গড়ে, সে মানুষকে মানুষ হওয়ার অনুমতি দেয়, আর একই সঙ্গে চাপা দেওয়া যন্ত্রণার উঁচু পরবর্তী খরচ থেকে নিজেকে বাঁচায়।

সামাজিক স্বাস্থ্য ও সমষ্টি

স্বাস্থ্যের কথা উঠলে আমরা শরীরের কথা ভাবি, হয়তো মনের কথাও। কিন্তু এক তৃতীয়, প্রায়ই অদৃশ্য মাত্রা আছে: সামাজিক স্বাস্থ্য, অর্থাৎ একজন মানুষ অন্যদের সঙ্গে কতটা যুক্ত। গবেষণা এখানে দ্ব্যর্থহীন। একাকিত্ব স্বাস্থ্যের এমন ক্ষতি করে, যা ধূমপানের সঙ্গে তুলনীয়, আর যারা সামাজিকভাবে যুক্ত, তারা বেশি দিন ও বেশি সুস্থভাবে বাঁচে। সমষ্টি কোনো আরামদায়ক সংযোজন নয়, বরং এক জৈবিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক মৌলিক চাহিদা, আর SOLIS একে সিস্টেমের এক দায়িত্বে পরিণত করে।

SOLIS-এ সমষ্টি দৈবক্রমে জন্মায় না, বরং সচেতনভাবে গড়া ও সুরক্ষিত হয়। স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা আর প্রকাশ্য পরিসর এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে দেখা-সাক্ষাৎ আর পারস্পরিক সহায়তা সহজ হয়। সংগঠন, জাল আর সহজলভ্য বিনিময়ের সুযোগ পায় জায়গা ও সহায়তা, আর পার্ক, গ্রন্থাগার ও সমষ্টি কেন্দ্রের মতো জায়গাগুলো খোলা থাকে এবং বাণিজ্যের ছাঁচে ঢালা

হয় না। একাকিত্বকে এখানে ব্যক্তিগত দুর্ভাগ্য নয়, বরং এক সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা হয়, যার লক্ষ্যভিত্তিক মোকাবিলা করা হয়: কোথায় বিচ্ছিন্নতা জন্মায়, যেমন বয়স্ক মানুষ, একা সন্তান প্রতিপালনকারী বা নতুন আসা মানুষের মধ্যে, সেদিকে নজর রেখে, আর সংযোগ গড়ে তোলার কর্মসূচির মাধ্যমে। এভাবে দূরে থাকা সন্তানদের এক বয়স্ক মা প্রজন্ম পেরোনো এক জালের অংশ হয়ে থাকেন, যেখানে তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দেন এবং একই সঙ্গে সহায়তা পান।

এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে শক্তির এক ভিন্ন বোঝাপড়া। যেখানে আজকের অনেক সমাজ শেখায় যে প্রত্যেকে কেবল নিজের দিকে তাকাবে আর কোনো দুর্বলতা দেখাবে না, সেখানে SOLIS মনে করে যে প্রকৃত শক্তি জন্মায় সংযোগ, সহমর্মিতা আর সহযোগিতা থেকে। তাই শিশুরা কেবল বিষয়জ্ঞান নয়, অনুভূতি সামলানো, দলে কাজ করা আর দায়িত্ব নেওয়াও শেখে। সেবাযত্নকে নিচু কাজ বলে অবমূল্যায়ন করা হয় না, বরং অত্যন্ত সম্মান করা হয় এবং অবদান হিসেবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। যে সমাজ সমষ্টিকে লালন করে, সে বেশি স্থিতিশীল, বেশি শান্তিপূর্ণ আর বেশি সৃজনশীল, কারণ মানুষ একে অপরকে সামলে নেয়। আর প্রতিটি ভালো ব্যবস্থার মতোই সে নিজেকে মাপে দুর্বলতমদের সঙ্গে আচরণ দিয়ে, সবলতমদের ঝলক দিয়ে নয়।

ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা

চিকিৎসার ডিজিটালায়নের সঙ্গে একসঙ্গে জড়িয়ে আছে আশা আর ভয়: ভালো রোগনির্ণয় আর সহজ প্রবেশাধিকারের আশা, তথ্যের অপব্যবহার আর শীতল স্বয়ংক্রিয়তার ভয়। SOLIS এখানে এক স্পষ্ট পথে চলে, যা গোটা ব্যবস্থার নীতি মেনে চলে। প্রযুক্তি মানুষের সেবায় এক হাতিয়ার, তার ওপর কোনো শাসক নয়। সে মানুষের সামর্থ্য বাড়ায়, কিন্তু কখনো তা প্রতিস্থাপন করে না, যা কেবল মানুষই পারে: সহমর্মিতা, উপস্থিতি আর সম্পর্ক।

প্রত্যেক মানুষের থাকে একটি ডিজিটাল স্বাস্থ্য-নথি, যা সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য একত্র করে, নিরাপদে এনক্রিপ্ট করা ও বিকেন্দ্রীকৃতভাবে সংরক্ষিত, আর

কেবল তার সম্মতিতেই খোলা হয়। জরুরি অবস্থায় উদ্ধারকর্মীরা প্রাসঙ্গিক তথ্যে সীমিত প্রবেশাধিকার পান, গোটা প্রোফাইল ঘাঁটা ছাড়াই। এভাবে, ব্যবস্থাটি সাধারণভাবে যেমন দাবি করে, তথ্যের ওপর কর্তৃত্ব থাকে মানুষের নিজের হাতে, কোনো ব্যক্তিগত মুনাফাভোগীর হাতে নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নানা স্তরে সিস্টেমকে সাহায্য করে, পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণে, বিরল রোগের আগাম শনাক্তকরণে আর ব্যক্তিগত পরামর্শে, কিন্তু সে কখনো চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ নয়। প্রযোজ্য সেই নিয়মগুলো, যা প্রযুক্তি নিয়ে অধ্যায়টি প্রতিটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য নির্ধারণ করে। মানুষের তত্ত্বাবধান বাধ্যতামূলক, সিদ্ধান্তকে অন্ধভাবে স্বয়ংক্রিয় করা হয় না, আর রোগীদের অধিকার আছে একটি পরামর্শ বোঝার, প্রশ্ন করার ও প্রত্যাখ্যান করার। একজন চিকিৎসক প্রস্তাবটি যাচাই করেন, তা নিয়ে আলোচনা করেন এবং বিকল্পগুলো ব্যাখ্যা করেন, অন্ধভাবে তা অনুসরণ না করে। দূরচিকিৎসা, ভ্রাম্যমাণ সেবা আর পরিধানযোগ্য যন্ত্র দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়, ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষও আধুনিক সেবায় প্রবেশাধিকার পায়, আর একজন দীর্ঘস্থায়ী রোগী সংযুক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে সময়মতো সাহায্য পান। তবে এই সবকিছুর মধ্যে একটি সীমা আছে। প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারে, নজর রাখতে পারে, উন্নত করতে পারে, কিন্তু হাত ধরতে পারে না, সান্ত্বনা দিতে পারে না, আর বুঝতে পারে না মানুষ হওয়া কী। ডিজিটাল সিস্টেম সময়, নাগাল আর নির্ভুলতা তৈরি করে, তবু নিরাময় ও সেবাযত্নের প্রাণকেন্দ্র থেকে যায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।

বৈশ্বিক স্বাস্থ্যজাল

আজকের পৃথিবীতে এক স্ববিরোধ আছে: রোগ কোনো সীমান্ত জানে না, কিন্তু স্বাস্থ্যব্যবস্থা খুব ভালোভাবেই জানে। কোনো ভাইরাস ছড়িয়ে পড়লে, কোনো পরিবেশবিষ মুক্ত হলে বা কোনো জৈবপ্রযুক্তিগত বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে, দেশগুলো প্রায়ই সাড়া দেয় দরজা বন্ধ করে, দোষ চাপিয়ে আর জাতীয় সুবিধার যুক্তিতে, আর তাতে সময়, জীবন আর আস্থা নষ্ট হয়। SOLIS মনে করে, স্বাস্থ্য

সব সময় বৈশ্বিক, কারণ যা কোথাও ঘটে, তা সবাইকে স্পর্শ করে, আর সে এমন কাঠামো গড়ে, যা দেশ ও মুনাফার উদ্দেশ্য পেরিয়ে কাজ করে।

এর মধ্যে আছে আন্তর্জাতিকভাবে যুক্ত আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, যা চিকিৎসা, পরিবেশ ও প্রযুক্তির সংকেত আগেভাগে ধরে এবং খোলাখুলি ভাগ করে নেয়, যা ভর করে স্থানীয় পরীক্ষাগার ও সেন্সর, সব সময় মানুষের যাচাইয়ে সঙ্গ পাওয়া বিশ্লেষণ, আর দ্রুত ও সমন্বিতভাবে কাজ করা সংকট-দলের ওপর। কোনো প্রত্যন্ত অঞ্চলে নতুন ধরনের জ্বর দেখা দিলে তা চাপা দেওয়া হয় না, অপেক্ষাও করা হয় না। বিশ্লেষণ, সহায়তা আর পদক্ষেপের এক সমন্বিত প্রক্রিয়া কাজ শুরু করে। চিকিৎসার যুগান্তকারী সাফল্য এখানে কোনো ভূরাজনৈতিক খেলনা নয়। গবেষণার ফল লুকিয়ে না রেখে ভাগ করা হয়, ওষুধ ও টিকা বাজারের ক্ষমতা নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী বণ্টন করা হয়, আর উদ্ভাবকদের স্বীকৃতি কখনো ন্যায্যতার মূল্যে আসে না। তাই একটি বিপজ্জনক ভাইরাসের টিকা লক্ষ্য রেখে সেখানেও পৌঁছে দেওয়া হয়, যেখানে তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

ধনী অঞ্চলগুলো দরিদ্রতর অঞ্চলে মজবুত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়তে সাহায্য করবে, এই ব্যবস্থায় তা কোনো দাতব্য নয়, বরং যুক্তিসংগত প্রয়োজন। যে ভাইরাস কোথাও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে তাণ্ডব চালায়, তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, আর একটি দুর্বল সিস্টেম কেবল স্থানীয় মানুষকে নয়, গোটা মানবজাতিকে বিপদে ফেলে। তাই অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ আর বিকেন্দ্রীকৃত উৎপাদনে বিনিয়োগ সবার সেবার নিরাপত্তায় কাজে লাগে। এভাবে প্রত্যেক মানুষ সুস্থ থাকার আরও ভালো সুযোগ পায়, সে যেখানেই জন্মাক, আর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিযোগিতা হয়ে ওঠে এক যৌথ প্রকল্প: এক অভিন্ন নিয়তির সমষ্টি, যা নিজের জ্ঞান আর সম্পদ ভাগ করে নেয়, কারণ সেটাই স্বাভাবিক।

বার্ধক্য ও বিদায়

যে ব্যবস্থা মানুষকে গুরুত্ব দেয়, সে তার জীবনের পুরো বৃত্তপথে তার সঙ্গে থাকে, শেষ পর্যন্ত। SOLIS-এ বার্ধক্য একপাশে সরিয়ে রাখার সময় নয়, বরং এক

পূর্ণাঙ্গ পর্ব। প্রবীণেরা সমষ্টির অংশ হয়ে থাকেন, তাদের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, সভায়, স্কুলে, তরুণদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আর তাদের সেবাযত্ন এক সম্মানিত দায়িত্ব, যা সমাজ একসঙ্গে বহন করে, লুকিয়ে রাখার মতো কোনো বোঝা নয়। যেখানে একজন মানুষ সেবাযত্নের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে তিনি তা পান মর্যাদা না হারিয়ে, আর যে তা দেয়, সে তার জন্য স্বীকৃতি আর অবদানের হিসাব পায়। আর যেহেতু জীবনের অংশ তার শেষও, তাই SOLIS মৃত্যুকে এক মানবিক কাঠামো দেয়। কাউকে একা, এড়ানো যেত এমন যন্ত্রণায় বা অমর্যাদায় মরতে হবে না। জীবনের শেষে সঙ্গ দেওয়া, যন্ত্রণা লাঘব করা আর মুমূর্ষুর ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা এমন এক স্বাস্থ্যব্যবস্থার অংশ, যা মানুষকে কেবল বাঁচিয়ে রাখে না, তাকে মর্যাদার সঙ্গে বিদায় নিতে দেয়।

অধ্যায়

09



সংস্কৃতি ও অর্থবোধ

আলোর উৎসবের সন্ধ্যায় শহর তার রাস্তার আলো ম্লান করে দিয়েছিল, আর মারা তার ছেলে লেভিকে নিয়ে সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে তারা গুনছিল। দুপুরে একটি নাট্যদল বাজারে অঞ্চলের সভাকে নিয়ে অভিনয় করেছিল, যাতে ছিল এক রাঁধুনি, যে সব কিছু জিজ্ঞাসা করত, আর এক জলপ্রকৌশলী, যে অনেক বেশি কথা বলত। মারা হাসতে হাসতে চোখে পানি এনে ফেলেছিল। পরে সে নীরবতার ঘরে গিয়েছিল, যেমন সে বাবার প্রতিটি মৃত্যুবার্ষিকীতে যায়, আর এক ঘণ্টা কিছু না নিয়েই বসে ছিল।

ক্রমেই দ্রুত আর প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে ওঠা এক পৃথিবীতে এমন কিছু হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, যা মানুষকে গভীরভাবে গড়ে তোলে: সংস্কৃতি। এটি নিছক বিনোদন বা অলংকার নয়। এটি একটি সমাজের স্মৃতি আর অন্তর্গত কম্পাস, যা মানুষকে বহন করে, তাদের বলে তারা কে আর কোথা থেকে এসেছে, আর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে সেতু গড়ে। আর এটি সেই জায়গা, যেখানে একটি সমাজ সেই প্রশ্নটি করে, যার উত্তর কোনো অর্থনীতি বা প্রযুক্তি দিতে পারে না: এসব কীসের জন্য। তাই SOLIS সংস্কৃতি ও অর্থবোধকে এক মৌলিক মাত্রা হিসেবে স্বীকার করে, গৌণ বিষয় হিসেবে নয়।

জীবন্ত উত্তরাধিকার হিসেবে সংস্কৃতি

প্রতিটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মূল্যবান বলে গণ্য, বড় হোক বা ছোট, বৈশ্বিক হোক বা স্থানীয়। গুরুত্বপূর্ণ আর গুরুত্বহীন সংস্কৃতি বলে কিছু নেই, বড় আর ছোট আখ্যান বলেও কিছু নেই। একটি আদিবাসী কাহিনির ওজন একটি ধ্রুপদি রচনার সমান, একটি আঞ্চলিক উপভাষার ওজন একটি বিশ্বভাষার সমান। সংস্কৃতি বদলাতে, বাড়তে আর মিশে যেতে পারে, আর একই সঙ্গে তার কাছে যা পবিত্র, তা রক্ষা করতে পারে। একটি সমষ্টি নিজেই ঠিক করতে পারে তার কোন ঐতিহ্য সে ভাগ করবে আর কোনটি রক্ষা করবে, বাইরের লোকের দখলে ছেড়ে না দিয়ে।

সংস্কৃতি যাতে বাজার বা দৈবের হাতে ছেড়ে দেওয়া না হয়, সেজন্য আছে তার সংরক্ষণ, নথিভুক্তি ও লালনের কর্মসূচি: ভাষা, কাহিনি আর সৃষ্টি রক্ষা করা আর্কাইভ, যারা সংস্কৃতি সৃষ্টি করে ও এগিয়ে দেয় তাদের জন্য সহায়তা, আর এমন পরিসর, যেখানে সাংস্কৃতিক জ্ঞান জীবন্ত থাকে। তরুণ আর প্রবীণদের একত্র করা একটি কর্মসূচি, যাতে প্রবীণেরা তাদের কাহিনি, গান আর রান্নার পদ্ধতি ভাগ করে নেন, সংস্কৃতিকে নস্টালজিয়া হিসেবে নয়, জীবন্ত সহাবস্থান হিসেবে রক্ষা করে। কারণ দিক খুঁজে পেতে মানুষের শিকড় দরকার, আর সংহতি গড়তে এবং শিকড় উপড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সমাজের সংস্কৃতি দরকার। বৈচিত্র্য এখানে কোনো সমস্যা নয়, বরং সম্পদ।

শিল্পকলা, সংগীত ও সাহিত্য

আজকের অনেক সমাজে শিল্প হয়ে উঠেছে বিলাসদ্রব্য, বাজারের পণ্য বা মর্যাদার প্রকল্প। তবে এটি তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু: আত্মার ভাষা, সেই হাতিয়ার, যা দিয়ে একটি সমাজ নিজেকে দেখে, আর নতুন ভাবনা ও অনুভূতির গবেষণাগার। এটি ব্যক্তি আর সমষ্টির মধ্যে, বাস্তবতা আর স্বপ্নের মধ্যে যোগসূত্র। তাই SOLIS শিল্পকলা, সংগীত ও সাহিত্যকে এক বহনকারী স্তম্ভ করে তোলে।

শিল্পসৃষ্টিকে উৎসাহ দেওয়া হয়, কেবল সহ্য করা হয় না। তহবিলগুলো সব শাখার শিল্পীর ভার বহন করে, বাজারমূল্য আর গণরুচি নির্বিশেষে, আর বিশেষ করে পরীক্ষামূলক ও সমালোচনামূলক কাজও জায়গা পায়। সামাজিক বৈষম্য নিয়ে নাটক তৈরি করা একটি নাট্যদলকে সহায়তা দেওয়া হয়, কারণ তা সমাজের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ, এ কারণে নয় যে তা বিক্রি হয়। শিল্প এখানে দর্শকের খেলা নয়। শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক সবাইকে উৎসাহ দেওয়া হয় নিজেরা সৃষ্টি করতে, আঁকতে, বাজাতে, লিখতে, অভিনয় করতে, কোনো পারফরম্যান্সের চাপ আর অভিজাত বাধা ছাড়া, আর প্রবীণেরা তাদের কাহিনি নিয়ে আসেন, যা থেকে তরুণেরা শেখে।

শিল্পকে তার বাজারমূল্যে নয়, বরং তার প্রকাশশক্তি, তার আন্তরিকতা আর তার সামাজিক প্রেরণায় মূল্যায়ন করা হয়। পথশিল্প, ডিজিটাল শিল্প আর প্রথাগত রূপকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়, আর যে সামাজিক বা পরিবেশগত প্রশ্ন তুলে আনে, সে বিশেষ সহায়তা পায়। তাই গ্রাফিতিতে নিজের প্রকাশ খোঁজা একজন তরুণ কেবল একটি অভিযোগ পায় না, পায় দেয়াল, কর্মশালা আর পথনির্দেশ, যাতে নিজের শক্তি দিয়ে সে কিছু গড়তে পারে। কারণ শিল্প ব্যক্তিকে কণ্ঠ দেয় এবং সমাজের জন্য এক রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার মতো কাজ করে। সে টের পায় কোথায় কিছু অসুস্থ, যা উপরিতলের নিচে আছে তা দৃশ্যমান করে, আর যেখানে শব্দ ফুরিয়ে যায়, সেখানে সেতু গড়ে।

আধ্যাত্মিকতা ও দর্শন

অনেক আধুনিক সমাজে অর্থবোধের খোঁজকে ব্যক্তিগত বিষয়, ধর্মকে প্রকাশ্য পরিসরের বাইরের জিনিস, আর দর্শনকে অল্প কিছু বিশেষজ্ঞের ব্যাপার মনে করা হয়। অথচ মানুষের খাদ্য, বাসস্থান আর প্রযুক্তির চেয়েও বেশি কিছু দরকার। তার দরকার অর্থবোধ, গভীরতা আর সমগ্রের সঙ্গে এক সম্পর্ক, আর দরকার বড় প্রশ্নগুলো করার পরিসর: সে কে, জীবনের মানে কী, আর আমরা একে অপরের কাছে কী ঋণী। SOLIS এই মাত্রাকে মৌলিক হিসেবে স্বীকার করে এবং একে সমাজব্যবস্থার অংশ করে তোলে। আধ্যাত্মিকতার প্রতিটি রূপকে সম্মান করা হয়, যতক্ষণ না তা অন্যের ক্ষতি করে। ধর্ম, অবিশ্বাস আর অর্থবোধ খোঁজার প্রতিটি রূপ সমান মর্যাদায় পাশাপাশি থাকে। কাউকে কিছু বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয় না, আর কেউ অন্যের ওপর নিজের বিশ্বাস চাপিয়ে দিতে পারে না। একজন ধর্মপ্রাণ নারী তার আচার ততটাই মুক্তভাবে পালন করতে পারেন, যতটা একজন সন্ন্যাসী ধ্যান করেন বা একজন চিন্তক দার্শনিক আলাপে যুক্তি দেন, আর এই স্বাধীনতার সুরক্ষা কেবল সেখানে শেষ হয়, যেখানে বৈষম্য বা জবরদস্তি শুরু হয়। এর জন্য আছে নীরবতা ও চিন্তনের প্রকাশ্য পরিসর, যা সবার জন্য খোলা: একটি নীরবতার ঘর, যেখানে মানুষ প্রার্থনা, ধ্যান, ভাবনা বা একা থাকার জন্য যায়, তারা যে ঐতিহ্যই মেনে চলুক। আর আছে যৌথ উৎসব আর স্মরণদিবস, যা কোনো ধর্মের সঙ্গে বাঁধা নয় এবং মানবিকতাকে উদ্‌যাপন করে।

শেষে, দর্শন কোনো অভিজাতদের প্রকল্প নয়, সবার জন্য এক হাতিয়ার। শিশুরা ছোট থেকেই ভালো জীবন, ন্যায় আর সুখ নিয়ে ভাবতে শেখে। প্রাপ্তবয়স্করা খুঁজে পান যৌথ প্রশ্নের পরিসর, যেখানে একটিমাত্র সঠিক উত্তর নয়, ভাবনাটাই আসল: এমন সন্ধ্যা, যখন সব স্তরের মানুষ ভালোবাসা, মৃত্যু, দায়িত্ব, সাহস আর ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলে। যে সমাজ এমন প্রশ্নের অনুমতি দেয়, সে বেশি সহনশীল আর বেশি সহমর্মী, কারণ সে অস্তিত্বের অনিশ্চয়তার মোকাবিলা করে বিনোদন দিয়ে নয়, গভীরতা দিয়ে। এটি সরাসরি সেই পরিণতমনস্কতার সঙ্গে যুক্ত, যার ভিত্তি শিক্ষা নিয়ে অধ্যায়টি গড়ে। অর্থবোধ

আদেশ দিয়ে চাপানো যায় না, কেবল খুঁজে পাওয়া যায়, আর যে ব্যবস্থা একে গুরুত্ব দেয়, সে ভাবনাকে চালিত না করে ভাবতে আমন্ত্রণ জানায়।

আচার ও যৌথ অভিজ্ঞতা

আধুনিক পৃথিবীতে অনেক কিছুই নিছক কাজের জিনিস হয়ে গেছে, কাজ, ভোগ, এমনকি অবসরও, আর প্রায়ই অভাব থাকে যৌথ অভিজ্ঞতার পরিসরের, এমন মুহূর্তের, যা দৈনন্দিন স্রোত থেকে বেরিয়ে আসে। SOLIS এতে মানুষের এক মৌলিক চাহিদা দেখে। আচার নিছক লোকাচার বা ধর্মীয় ঐতিহ্য নয়। এগুলো সেতু: মানুষ আর প্রজন্মের মধ্যে, মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে, ব্যক্তি আর সমষ্টির মধ্যে।

SOLIS-এ আচার নির্ধারিত নয়, বরং বিকশিত হতে দেওয়া হয়। এগুলো জন্মায় মানুষের প্রয়োজন আর অভিজ্ঞতা থেকে, আর বদলাতে ও নতুন করে উদ্ভাবিত হতে পারে। প্রথাগত রূপের জন্য যেমন জায়গা আছে, তেমনি নতুনের জন্যও, যেমন পরিবেশগত বা শৈল্পিক। একটি শহর তার নাগরিকদের সঙ্গে মিলে এমন এক উৎসব গড়ে, যেখানে শিল্প, সংগীত, প্রকৃতি আর সমষ্টি এক হয়, বাইরের লোকের আকর্ষণ হিসেবে নয়, জীবন্ত আত্মপরিচয়ের প্রকাশ হিসেবে। এক আলোর উৎসবে গোটা শহরগুলো তাদের আলো ম্লান করে দেয়, আর মানুষ একসঙ্গে তারার নিচে দাঁড়ায়। এমন আচার ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক হতে পারে, সামাজিক বা পরিবেশগত, আর এগুলো তৈরি করে থমকে দাঁড়ানো, সংযোগ আর অর্থের মুহূর্ত।

প্রায়ই অস্থির আর খণ্ডিত এক পৃথিবীতে এগুলোই সেই মুহূর্ত, যা মনে করিয়ে দেয় যে আমরা একে অপরের এবং আরও বড় কিছু ভাগ করে নিই। এগুলো নিছক কর্মসূচি নয়, বরং যাপিত অর্থ, আর এগুলো সমষ্টিকে শক্তিশালী করে, কারণ দেখায় যে সমষ্টি তার অংশগুলোর যোগফলের চেয়ে বেশি। এটি সফল করতে সমষ্টিগুলো নিজেদের আচার লালন ও বিকাশের সম্পদ পায়, আর অংশগ্রহণ সবার জন্য খোলা থাকে, উৎস, বিশ্বাস বা অবস্থান নির্বিশেষে।

অর্থবোধ সৃষ্টি ও ব্যক্তিগত পূর্ণতা

অনেক আধুনিক সমাজে কাজকে মনে করা হয় টাকা রোজগারের উপায়, সাফল্যকে ক্যারিয়ার আর সম্পত্তি, আর সম্পর্ককে ব্যক্তিগত বিষয়। এতে একটি নির্ণায়ক প্রশ্নের উত্তর মেলে না: আমরা যা করি, তা কেন করি, আর কী আমাদের সত্যিই পূর্ণ করে। SOLIS এই প্রশ্নকে কেন্দ্রে রাখে, কারণ একটি ভালো সমাজ কেবল দক্ষ আর সমৃদ্ধ নয়। এটি এমন এক পরিসর, যেখানে মানুষ অর্থবোধ খুঁজে পেতে পারে, নির্ধারিত নয়, একঘেয়ে নয়, বরং ব্যক্তিগত ও জীবন্ত। SOLIS-এ এটা স্বাভাবিক যে মানুষ নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে, তার কাছে কী অর্থপূর্ণ, সে কোথায় কাজ করতে চায় আর কীভাবে নিজেকে না হারিয়ে বড় কিছুর অংশ হতে পারে। শিশুদের কৌতূহলী হতে আর নিজেকে পরখ করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। কিশোরদের সঙ্গ দেওয়া হয় তাদের ডাক খুঁজে পেতে, কেবল আয়ের হিসাবে নয়, আবেগ আর অবদানের হিসাবেও। প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকার আছে নতুন পথ খোঁজার, যখন তাদের পথ আর মানায় না, ফলে সমাজকর্মের প্রতি টান অনুভব করা একজন প্রকৌশলী মর্যাদা হারানোর ভয় ছাড়াই নতুন করে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। জীবনকে এখানে দরকারি আর অদরকারি ভাগে ভাগ করা হয় না। কাজকে কেবল চলতে হবে তা নয়, অর্থবহও হতে হবে, আর শিশুদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবার মতো অবদানকে মূল্য দেওয়া হয় এবং অবদান হিসেবে স্বীকার করা হয়, তা কোনো পণ্য তৈরি না করলেও।

এর জন্য আছে এমন আয়োজন, যা মানুষকে নিজের অর্থবোধের পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে: পরামর্শ, মেন্টরিং আর চিন্তনের পরিসর, রূপান্তরের সময়ে ভার বহন করা সমষ্টি, আর এমন শিক্ষা, যা কেবল বিষয়জ্ঞান নয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশও অন্তর্ভুক্ত করে। এটি কোনো নরম আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশি কিছু। অর্থবোধহীন মানুষ ভেতরে ফাঁপা আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর বিচ্ছিন্ন মানুষে ভরা এক সমাজ অসুস্থ, তার মুখোশ যত ঝকঝকেই হোক। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে এমন এক জীবনের, যা সার্থক: কেবল টিকে থাকার নয়, বেঁচে থাকার।

জীবনের আনন্দ ও রসবোধ

যে ব্যবস্থা মানুষ হওয়াকে গুরুত্ব দেয়, তাকে হাসিকেও গুরুত্ব দিতে হয়। হাসি নিরাময় করে। সে অনড় ধাঁচ ভাঙে, হৃদয় খোলে আর সমষ্টি গড়ে, আর যে সমাজ নিজেকে নিয়ে হাসতে পারে, সে প্রতিটি বড় ভাবনাকে হুমকি দেওয়া উগ্রতার বিরুদ্ধে টিকা নিয়ে আছে। তাই SOLIS রসবোধ আর জীবনের আনন্দকে সম্পদ হিসেবে স্বীকার করে, মনোযোগ সরানোর জিনিস হিসেবে নয়। উৎসব, খেলা, সংগীত, খেলাধুলা আর বিশ্রাম আসল জীবন থেকে বিরতি নয়, তার অংশ, আর বিশ্রাম কোনো বিলাসিতা নয়, স্বাস্থ্যের এক ভিত্তি। এই ব্যবস্থার আচার শ্লেষ আর আত্মসমালোচনার সুযোগ দেয়, তার শিল্প ঠাট্টা করতে পারে, আর তার পদাধিকারীদের সহ্য করতে হয় যে তাদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হবে। যে রূপরেখাকে নিয়ে আর মুচকি হাসা যায় না, সে রূপরেখা হওয়া বন্ধ করেছে এবং মতবাদে পরিণত হয়েছে। ঠিক তা-ই SOLIS কখনো হতে চায় না।

বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক বিনিময়

বর্তমান দুটি বিপরীতমুখী ধারা জানে। এক দিকে বাড়ছে সাংস্কৃতিক সংযোগ, অন্য দিকে বাড়ছে দখল, আত্মপরিচয় হারানো আর নিজের দেশে পরবাসী হওয়ার ভয়। এ থেকে জন্মায় অনিশ্চয়তা আর অবিশ্বাস, আর জীবন্ত বিনিময়ের জায়গায় প্রায়ই আসে গুটিয়ে যাওয়া আর অভিযোগ। SOLIS অন্য পথে চলে এবং বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উপরিতলের অলংকার হিসেবে নয়, বরং ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো এক পৃথিবীর প্রয়োজন হিসেবে দেখে।

তাই বিনিময়কে লক্ষ্য রেখে উৎসাহ দেওয়া হয়: স্কুল আর সংস্কৃতিকেন্দ্রের অংশীদারত্ব, সীমান্ত পেরিয়ে শিল্পীদের সহযোগিতা, আর এমন উৎসব ও প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, যা কেবল অভিজাতদের নয়, স্থানীয় উদ্যোগকেও যুক্ত

করে। একটি সংগীত উৎসব নানা মহাদেশের মানুষকে কেবল একের পর এক মঞ্চে তোলে না, বরং তাদের একসঙ্গে এমন কিছু সৃষ্টি করতে দেয়, যা কেউ একা উদ্ভাবন করতে পারত না। সাংস্কৃতিক আত্মসাতের প্রশ্নকে ঢালাওভাবে নিন্দা করা হয় না, বেপরোয়াভাবে উপেক্ষাও করা হয় না, বরং সচেতনতা আর আলোচনা দিয়ে মোকাবিলা করা হয়: একটি রূপ কোথা থেকে এসেছে, তার মানে কী, আর কার তাতে প্রবেশাধিকার আছে? প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো তাদের প্রকাশের রূপ রক্ষা করতে পারে, আর সংস্কৃতিগুলো যা ভাগ করতে চায়, তা ভাগ করতে পারে এবং যেখানে চায়, সেখানে সীমা টানতে পারে। তাই যে কোনো সমষ্টির নকশা নিয়ে কাজ করতে চায়, সে তাদের সঙ্গে বিনিময়ে যায়, কেবল নকল না করে।

এভাবে বৈচিত্র্যকে হুমকি নয়, সম্পদ হিসেবে বোঝা হয়। মানুষ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর প্রকাশের রূপ আবিষ্কার করে, যা দিগন্ত প্রসারিত করে এবং সহমর্মিতাকে শক্তিশালী করে। যে সমাজ বিনিময়কে যাপন করে, সে বেশি সহনশীল আর বেশি সৃজনশীল, আর এক সংযুক্ত পৃথিবীতে বড় চ্যালেঞ্জগুলো কেবল একসঙ্গেই মোকাবিলা করা যায়। দেয়ালের আড়ালে ঘাঁটি গাড়ার বদলে মানুষ খোলা চত্বরে মিলিত হয় এবং শিল্প, সংগীত আর ভাবনাকে বয়ে যেতে দেয়, মানবজাতির এক অভিন্ন রত্নভান্ডার হিসেবে।

সংস্কৃতির স্বাধীনতা ও গতিশীল আত্মপরিচয়

সংস্কৃতি অর্থবোধ দেয়, আত্মপরিচয় গড়ে আর প্রজন্মকে যুক্ত করে। তবে দখল হলে সে বিভেদও আনতে পারে, আর ক্ষমতা বা বাজারের কাছে নত হলে প্রচারণার কাজে লাগতে পারে। আজকের অনেক ব্যবস্থায় তা হয় পণ্য, নয়তো মতাদর্শের হাতিয়ার হয়ে ওঠে এবং তাতে তার মুক্ত, সংযোগকারী চরিত্র হারিয়ে ফেলে। SOLIS সংস্কৃতিকে দেখে মুক্ত, বৈচিত্র্যময় এবং একই সঙ্গে যৌথভাবে বহন করা কিছু হিসেবে। শিল্প, ভাষা, ধর্ম আর ঐতিহ্য মুক্তভাবে বেছে নেওয়া যায়, কাউকে নিজের সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ছাড়তে বাধ্য করা হয় না, আর সংস্কৃতি সমালোচনামূলক হতে পারে এবং কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করতে পারে, এমনকি

ব্যবস্থাটিকেও, সেই পরিণতমনস্কতার সঙ্গে সংগতি রেখে, যার ভিত্তি শিক্ষা নিয়ে অধ্যায়টি গড়ে। তাই একজন শিল্পী সেন্সরশিপ বা বাণিজ্যিক চাপের ভয় না করে রাজনৈতিক শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন, আর একটি সমষ্টি নিজের ঐতিহ্য লালন করতে পারে, যতক্ষণ সে মৌলিক অধিকারের অনড় সীমারেখাকে সম্মান করে। সংস্কৃতি যাতে অল্প কয়েকজনের নয়, সবার হয়, সেজন্য তা সর্বজনীন সম্পদ হয়ে থাকে। জাদুঘর, গ্রন্থাগার, থিয়েটার আর ডিজিটাল আর্কাইভ খোলা থাকে, শিক্ষা বৈচিত্র্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আর সাংস্কৃতিক সৃষ্টির ভার বহন করে তহবিল, বাজারের চাপ নয়, ফলে একজন তরুণী সংগীতশিল্পী বাণিজ্যিক কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল না হয়েই সহায়তা পান।

শেষে, SOLIS-এ আত্মপরিচয় বহুমাত্রিক ও গতিশীল, একমাত্রিক ও চাপিয়ে দেওয়া নয়। একজন মানুষ নিজেকে একই সঙ্গে তার অঞ্চল, তার পেশা আর পৃথিবীর অংশ হিসেবে বুঝতে পারে, এই স্তরগুলোর মধ্যে কোনো বিরোধ ছাড়াই, আর আত্মপরিচয় ওপর থেকে নির্ধারিত না হয়ে বাড়তে পারে। এভাবে সংস্কৃতি হয়ে ওঠে এক সেতু, যা আস্থা আর অভিন্ন মূল্যবোধ গড়ে, প্রজন্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে সংলাপ সম্ভব করে এবং বিশেষত পরিবর্তনের সময়ে দিক দেখায়। বৈচিত্র্য এখানে শক্তি, যতক্ষণ না তাকে কৃত্রিমভাবে বিভেদের জন্য অপব্যবহার করা হয়। সংস্কৃতি মুক্ত এবং বিক্রীত নয়, আত্মপরিচয় বাড়ে এবং চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

অধ্যায়

10



প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভবিষ্যৎ

সভায় সিস্টেমটি তিনটি পথ সামনে রাখল, কীভাবে অঞ্চলটি পরের সৌরঝড়ের বিরুদ্ধে তার গ্রিডকে মজবুত করতে পারে, সঙ্গে খরচ, ঝুঁকি আর প্রতিটি পথ কতটা জমি গিলে খাবে তার হিসাব। আরেকটি সিস্টেমের দায়িত্ব ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক পথটির বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া, আর সে তা ভালোভাবেই করল। রাঁধুনি জিজ্ঞাসা করল, প্রশ্নটা ঠিকভাবে করা হয়েছে কি না: বিষয়টা গ্রিড, নাকি অন্ধকারে বসে থাকা মানুষগুলো। যন্ত্রগুলো এ নিয়ে চুপ করে রইল। সেই মুহূর্তেই সভাটি কাজ শুরু করল।

চিরকালই মানুষ এমন হাতিয়ার বানিয়েছে, যা তাকে সাহায্য করে, পাথরের কুঠার থেকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার পর্যন্ত। কিন্তু প্রতিটি হাতিয়ার একটি প্রশ্ন তোলে: এখানে কে কার সেবা করছে? প্রযুক্তি কি মানুষকে মুক্ত করে, নাকি তাকে নির্ভরশীল করে? সে কি সমৃদ্ধি আনে, নাকি বৈষম্যকে তীব্র করে? সে কি কাজকে সহজ করে, নাকি কাজের অর্থ কেড়ে নেয়? এই প্রশ্নগুলো আগে কখনো এত জরুরি ছিল না, কারণ মানবজাতির কাজ আগে কখনো তার নিজের ভবিষ্যৎকে এত গভীরভাবে, এত দ্রুত আর এত অপরিবর্তনীয়ভাবে নির্ধারণ করেনি, যেমন আজ করছে। SOLIS এদের মুখোমুখি হয় এবং এ থেকে একটি সিদ্ধান্তে আসে। প্রযুক্তি নিয়তি নয়। এটি কোনো অপ্রতিরোধ্য স্রোত নয়, যা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যায়, বরং এক হাতিয়ার, যার ব্যবহার আমরা ঠিক করি।

ভবিষ্যৎ গবেষণা ও দৃশ্যকল্প পরিকল্পনা

জলবায়ুর পরিবর্তন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈবপ্রযুক্তি, মহাকাশ অভিযান আর বিশ্বের অঞ্চলগুলোর মধ্যে শক্তির স্থানান্তর এমন এক ভবিষ্যৎ গড়ছে, যাকে আর দৈবের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাই একটি ভালো সমাজ কেবল ভবিষ্যতের দিকে তাকায় না। সে সচেতনভাবে, নৈতিকভাবে আর প্রস্তুত হয়ে তাকে গড়ে তোলে। এর জন্য SOLIS নিজস্ব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যারা নিরন্তর আগাম ভাবে: এমন ইনস্টিটিউট ও গবেষণা জোট, যারা প্রযুক্তিগত, সামাজিক ও পরিবেশগত বিকাশ বিশ্লেষণ করে এবং তা থেকে দৃশ্যকল্প তৈরি করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নতুন স্তরে পৌঁছালে কী ঘটবে? ব্যাপক স্বয়ংক্রিয়তার পরিণতি কী হবে? এই কাজে বিজ্ঞান, উদ্যোগ আর নাগরিকমণ্ডলী একত্র হয়, যাতে সেরা মাথাগুলো একসঙ্গে আগাম ভাবতে পারে।

নির্ণায়ক হলো, এই ভবিষ্যৎ গবেষণা গোপনে হয় না। এমন কোনো ছায়াচক্র নেই, যা আগেভাগে সব ঠিক করে ফেলে। দৃশ্যকল্প আর বিশ্লেষণ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়, স্কুল ও গণমাধ্যম তা তুলে নেয় এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণে যুক্ত করা হয়, যাতে গোটা সমাজ একসঙ্গে ভাবে এবং অগ্রাধিকার

ঠিক করে। একটি শহর প্রতি বছর এক ভবিষ্যৎ-ফোরাম করে, যেখানে নাগরিকেরা আসন্ন বিকাশগুলো জানতে পারে, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তর্ক করে এবং নিজেদের প্রস্তাব দেয়। তাই নতুন প্রযুক্তিকে প্রযুক্তিগত, নৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে মূল্যায়ন করা হয়, আর সামাজিক বিতর্ক চালানো হয় কোনো বিকাশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগে, পরে নয়। এভাবে বড় ওলটপালট সহ্য করা হয় না, বরং একসঙ্গে গড়া হয়: ভবিষ্যতের ভয় থেকে নয়, দায়িত্বশীল দূরদৃষ্টি থেকে।

হাতিয়ার হিসেবে প্রযুক্তি

SOLIS-এ শক্তিশালী প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, জৈবপ্রযুক্তি, নৈতিকভাবে যাচাই করা হয় এবং সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়। প্রতিটি নতুন প্রযুক্তিকে তার অর্থনৈতিক উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়, আর ঠিক ততটাই তার সামাজিক, পরিবেশগত ও মানসিক পরিণতি নিয়ে। জিনগত উত্তরাধিকার বদলানো, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং বা স্নায়বিক ইন্টারফেসের মতো পদ্ধতি কেবল বাজারের শক্তির হাতে ছেড়ে দেওয়া হয় না। নৈতিক নির্দেশিকা আর প্রকাশ্য বিতর্ক তাদের সঙ্গী হয়। নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, বিশেষজ্ঞ পর্ষদ হিসেবে প্রযুক্তি পরিষদ, নৈতিকতা পরিষদ আর নাগরিক ফোরাম, সিদ্ধান্তে অংশ নেয়, কী উন্নয়ন করা হবে, কী চালু করা হবে আর কী থামাতে বা বদলাতে হবে। যা জনকল্যাণের কাজে লাগে, তহবিলগুলো তাকে উৎসাহ দেয়: এমন এক অ্যাপ, যা বঞ্চিত শিশুদের শেখা সহজ করে, এমন এক সঞ্চয়াগার, যা জ্বালানি রূপান্তরকে বহন করে। যা কিছুই না দিয়ে কেবল মনোযোগকে মুনাফায় বদলায়, তাকে সীমিত করা হয়।

সবকিছুর ওপরে আছে এক স্পষ্ট মৌলিক অবস্থান। প্রযুক্তি মানুষকে আরও শক্তিশালী, আরও মুক্ত আর আরও সৃজনশীল করবে, দুর্বল, নির্ভরশীল আর একঘেয়ে নয়। মানুষই সার্বভৌম থাকে। যন্ত্র মানুষকে চালায় না, মানুষ যন্ত্রকে চালায়। অ্যালগরিদম আইন লেখে না, মানুষ এমন অ্যালগরিদম লেখে, যা আইনকে মানে। জৈবপ্রযুক্তি প্রজাতির ভবিষ্যৎ ঠিক করে না, মানুষ

ঠিক করে কোন হস্তক্ষেপ নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য। আগামী দশকগুলোতে আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব, তা নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে মানবজাতি নজরদারি আর অমানবিকীকরণের এক পৃথিবীতে পিছলে পড়বে, নাকি সম্ভাবনা আর অর্থবোধের নতুন রূপের এক পৃথিবীতে উঠে আসবে। SOLIS এই হাল নিজের হাতে নেয়। সে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, প্রযুক্তির হাতে নিজেকে ব্যবহৃত হতে না দিয়ে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানবজাতি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোনো সাধারণ হাতিয়ার নয়। সে শিখতে পারে, নিজেকে উন্নত করতে পারে, সম্ভবত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং সম্ভবত যেকোনো মানব প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। প্রচলিত ব্যবস্থায় তাকে হয় দক্ষতার নিছক উপায় হিসেবে দেখা হয়, নয়তো হুমকি হিসেবে ভয় করা হয়। SOLIS তৃতীয় পথে চলে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানবজাতির বিকাশে এক সহখেলোয়াড় হতে পারে, কিন্তু সে কখনো মানুষের ওপর প্রভুত্ব করতে, তাকে প্রতিস্থাপন করতে বা তার সিদ্ধান্তের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। সে মানুষকে সাহায্য করবে আর শক্তিশালী করবে।

এর জন্য আছে স্পষ্ট নৈতিক সীমা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমন কাজ নিতে পারে, যা মানুষের জন্য খুব জটিল, খুব বিপজ্জনক বা খুব একঘেয়ে, কিন্তু জীবন, মর্যাদা ও স্বাধীনতার ওপর চূড়ান্ত দায়িত্ব কখনো নয়। সে নিজে থেকে কোনো যুদ্ধ চালাতে পারে না, কাউকে অলক্ষ্যে কারসাজি করতে পারে না এবং কোনো মানবিক সম্পর্কের জায়গা নিতে পারে না। একটি হাসপাতালের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শয্যা আর সম্পদ বণ্টন করতে পারে, কিন্তু জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসার ব্যাপারে নিজে থেকে সিদ্ধান্ত নেয় না। সেই সিদ্ধান্ত মানুষেরই থাকে। বিশেষ শক্তিশালী সিস্টেমগুলো কঠোর, যৌথ ও আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানের অধীন এবং কখনো ব্যক্তি, উদ্যোগ বা একক কোনো ব্যবস্থার একার নিয়ন্ত্রণে থাকে না, যা সেই ক্ষমতার ব্যবস্থার সরাসরি প্রয়োগ, যেখানে কোনো শীর্ষ নেই এবং কোনো কেন্দ্রীয় সম্পদের ওপর একচেটিয়া অধিকার নেই। চরম পরিস্থিতির জন্যও

প্রস্তুতি আছে। প্রতিটি শক্তিশালী সিস্টেমের একটি সুইচ আছে, যা মানুষের হাতে থাকে, আর তাকে থামানোর সামর্থ্য প্রকৃত বিপদের মতোই অনুশীলন করা হয়।

যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ্য ক্ষেত্রে কাজ করে, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা বিচারব্যবস্থায়, সেখানে তাকে নিজের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে পারতে হয়। এমন কোনো কালো বাক্স থাকতে পারবে না, যার যুক্তি কেউ বোঝে না। ক্ষতিগ্রস্তদের দেখার, ব্যাখ্যা পাওয়ার আর আপত্তি জানানোর অধিকার আছে, আর স্বাধীন সংস্থাগুলো নিয়মিত সিস্টেমগুলো যাচাই করে। এভাবে জ্ঞান আর সিদ্ধান্তের বিভাজন বজায় থাকে, আর শেষ কথা মানুষের হাতেই থাকে। এই সবকিছুর ওপরে আছে এক বিস্তৃত সামাজিক আলাপ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কতদূর যেতে পারে আর মানুষকে মানুষ কী করে তোলে, তা নিয়ে, যা কেবল বিশেষজ্ঞ পর্ষদে নয়, গোটা সমাজে চলে, যাতে ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার তার স্রষ্টাদের প্রভু হয়ে না ওঠে।

◆ যন্ত্রের ঊর্ধ্বে মানুষ

শেষ কথা মানুষের হাতে থাকবে, নীতি হিসেবে তা বলা সহজ, নিশ্চিত করা কঠিন। যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত, সে কখনো আদেশ না দিয়েও তার ওপর প্রভুত্ব করতে পারে: পরিস্থিতিকে আগে থেকে সাজিয়ে, সম্ভাবনাগুলো বেছে দিয়ে আর সিদ্ধান্তকে এমনভাবে প্রস্তুত করে যে শেষে কেবল মাথা নাড়াটুকু বাকি থাকে। SOLIS এই নীরব দখলের মোকাবিলা করে স্থির রক্ষাকবচ দিয়ে। প্রতিটি সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তে সিস্টেম একটি পরামর্শকে বিকল্পহীন হিসেবে সামনে রাখে না, বরং কয়েকটি সত্যিকারের ভিন্ন পথ, তাদের লক্ষ্যগত সংঘাতসহ। অন্ধ বিশ্বাসের জায়গায় আসে এমন এক যুক্তি, যা সাধারণ মানুষও যাচাই করতে পারে, আর বিশেষভাবে নিযুক্ত যাচাই-সিস্টেমের দায়িত্ব থাকে সবচেয়ে স্বাভাবিক পরামর্শের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া। তবে সবচেয়ে বড় কথা, প্রশ্নের কাঠামো ঠিক করা মানুষের জন্যই সংরক্ষিত থাকে, অর্থাৎ কী বেছে নেওয়ার বিষয় আর কোনটাকে সাফল্য ধরা হবে। যন্ত্র উত্তরকে আলোকিত করে। প্রশ্নটা করে মানুষ।

ডিজিটাল সর্বজনীন সম্পদ

ডিজিটাল জগৎ আধুনিক সমাজের স্নায়ুতন্ত্র। নেটওয়ার্ক, তথ্য আর অ্যালগরিদমের মধ্য দিয়ে আজ প্রায় সব কিছু চলে: যোগাযোগ, অর্থনীতি, জ্ঞান আর ক্ষমতা। আজকের অনেক ব্যবস্থায় এই স্নায়ুতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানায় শাসিত। অল্প কয়েকটি কর্পোরেশন প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণ করে, তথ্যকে কাঁচামালের মতো শোষণ করা হয়, আর অ্যালগরিদম অদৃশ্যভাবে ঠিক করে আমরা কী দেখি আর কী ভাবি। এর বিপরীতে SOLIS ডিজিটাল ব্যবস্থাকে বোঝে জনসাধারণের অবকাঠামো হিসেবে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নয়। সে মানুষের সেবা করে, উল্টোটা নয়।

তাই মৌলিক ডিজিটাল অবকাঠামো এক সর্বজনীন সম্পদ। নেটওয়ার্ক, তথ্যপরিসর আর মৌলিক প্রযুক্তি সবার জন্য খোলা, যৌথভাবে পরিচালিত ও সুরক্ষিত, কোনো একচেটিয়া শক্তির শাসনে নয়, আর প্রবেশাধিকার এক অধিকার, কোনো সুবিধা নয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের একজন মানুষ বড় শহরের মানুষের মতোই একই ডিজিটাল মৌলিক জোগান পায়। এর সঙ্গে জড়িত নিজের তথ্যের ওপর কর্তৃত্ব। প্রত্যেক মানুষ নিজে ঠিক করে, কে তার তথ্য ব্যবহার করতে পারবে, কোনো গোপন মুনাফা নেই, ব্যক্তিগত বিষয়ের কোনো কেনাবেচা নেই, আর যে কোনো অ্যাপ ব্যবহার করে, সে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে এবং যেকোনো সময় দেখতে ও প্রত্যাহার করতে পারে কী ঘটছে। সঙ্গে আছে ডিজিটাল স্বচ্ছতা। প্রকাশ্য তথ্য-প্ল্যাটফর্ম প্রকল্প ও সিদ্ধান্তকে বোধগম্য করে, জনজীবনের সঙ্গে জড়িত অ্যালগরিদম প্রকাশ্য ও যাচাইযোগ্য, আর নিয়ন্ত্রণ থাকে সমাজের হাতে, অন্ধকারে নয়, ফলে প্রত্যেক নাগরিক খুঁজে দেখতে পারে একটি প্রকাশ্য বরাদ্দ প্রক্রিয়া কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে ডিজিটাল স্নায়ুতন্ত্র ব্যক্তিগত আধিপত্য থেকে মুক্ত হয়: তথ্যের কোনো শোষণ নয়, কোনো অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ নয়, মানুষের ওপর প্রভুত্ব করা কোনো প্রযুক্তি নয়। ডিজিটাল জগৎ সবার, তথ্য ব্যক্তির, আর প্রযুক্তি মানুষের সেবা করে, ক্ষমতার নয়।

◆ **অসম স্বচ্ছতা**

যে উন্মুক্ততার ওপর এই ব্যবস্থা ভর করে, তার মধ্যে এক বিপদও আছে। তথ্য আর সেন্সরের যে একই অবকাঠামো ক্ষমতাকে স্বচ্ছ করে, তা নাগরিককেও আলোয় এনে ঘাঁটতে পারত। ভুল দিকে ঘোরানো হলে স্বচ্ছতা হয়ে উঠত এক প্যানোপটিকন। তাই SOLIS সচেতনভাবে তার দিক উল্টে দেয়। পূর্ণ স্বচ্ছতা ক্ষমতার জন্য, দপ্তর, তহবিল আর অ্যালগরিদমের জন্য, আর ব্যক্তির জীবন থাকে গোপনীয়তার সুরক্ষায়। গোপনীয়তা এক অধিকার, তথ্যে মিতব্যয়িতা এক বিধান, আর মানুষ তার সম্পর্কিত তথ্যের মালিক থাকে। যে অন্যদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে, সে দৃশ্যমান হয়। যে কেবল নিজের জীবন যাপন করে, সে আড়ালে থাকে।

ট্রান্সহিউম্যানিজম ও চেতনা

মানবজাতির ইতিহাস প্রসারণের ইতিহাস, যে হাতিয়ার হাতকে লম্বা করে, তা থেকে শুরু করে যে কম্পিউটার চিন্তাকে দ্রুত করে, তা পর্যন্ত। কিন্তু এখন আমরা এক নতুন বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, যেখানে প্রযুক্তি কেবল আমরা যা ব্যবহার করি, তা নয়, আমরা যা, তাকেই বদলাচ্ছে: স্নায়বিক ইন্টারফেস, ইমপ্লান্ট, জিনগত উত্তরাধিকারে হস্তক্ষেপ, আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সহায়ক সিস্টেম। SOLIS এই ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয় নির্বোধভাবেও নয়, উগ্রভাবেও নয়। সে মুখোমুখি হয় এই সচেতনতা নিয়ে যে তা একই সঙ্গে সুযোগ ও ঝুঁকি এবং চরম সতর্কতা দাবি করে।

তাই যে প্রযুক্তি শরীর ও মনকে প্রসারিত করে, তা কঠোরভাবে নৈতিক যাচাইয়ের মুখোমুখি হয়, ঢালাও নিষেধাজ্ঞা ছাড়া, কিন্তু নির্বোধ উচ্ছ্বাসও ছাড়া। প্রতিটি নতুন সম্ভাবনা বহু মাত্রায় যাচাই করা হয়, প্রযুক্তিগত ও চিকিৎসাগতভাবে যেমন, তেমনি নৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিকভাবেও, আর তা চালু করা যায় কেবল তখনই, যখন তা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, মর্যাদা ও আত্মপরিচয়কে সম্মান করে এবং ন্যায্যতা বজায় রাখে। একজন অন্ধ মানুষকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া

ইমপ্লান্টকে উৎসাহ দেওয়া হয়। যে হস্তক্ষেপ এক ধনী সংখ্যালঘুকে মানসিক শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিত, তাকে থামানো হয়, কারণ তা বৈষম্যকে পাকা করে। এ থেকে সরাসরি আসে যে প্রসারণের কোনো বাধ্যবাধকতা আর কোনো দুই শ্রেণির সমাজ থাকতে পারবে না। অংশগ্রহণ, মর্যাদা আর অধিকার কখনো প্রযুক্তিগত উন্নতির ওপর নির্ভর করে না। যে নিজেকে প্রসারিত করতে চায় না, সে সমষ্টির পূর্ণ সদস্য থাকে। কোনো পেশা বা সুযোগকে কোনো ইমপ্লান্টের সঙ্গে বাঁধা যাবে না, আর কোনো শিশুকে বঞ্চিত করা যাবে না এ কারণে যে তার বাবা-মা কোনো হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এখানে কাজ করে মৌলিক অধিকারের নিরঙ্কুশ মেঝে। মর্যাদা যেকোনো উৎকর্ষসাধনের আগে।

যেহেতু এই প্রশ্নগুলো মানুষের আত্মবোধ, তার সম্পর্ক আর তার নশ্বরতাকে স্পর্শ করে, তাই সীমার প্রতিটি সরণের সঙ্গে থাকে দার্শনিক ও নৈতিক চিন্তন। চেতনাকে ডিজিটাল করা বা দীর্ঘায়িত করা যায় কি না, সেই প্রশ্নের গবেষণাও মতবাদের জোরে নিষিদ্ধ করা হয় না, তবে তা চালানো হয় আত্মপরিচয় ও অর্থবোধের প্রতি চরম শ্রদ্ধা নিয়ে এবং অপব্যবহার ও বিচ্ছিন্নতা রোধ করে এমন স্পষ্ট সীমার মধ্যে বেঁধে। আমরা কিছু করতে পারি কি না, এই প্রশ্নের মতোই সব সময় গুরুত্ব দেওয়া হয় এই প্রশ্নকে যে আমাদের তা করা উচিত কি না। এভাবে মানবজাতি এই সীমানায় নিজেকে না হারিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

মহাকাশ গবেষণা ও আন্তঃগ্রহ নৈতিকতা

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আকুলতা নিয়ে তারার দিকে তাকিয়েছে, আর আজ এই দৃষ্টি আর স্বপ্ন নয়। চাঁদের ঘাঁটির পরিকল্পনা হচ্ছে, মঙ্গল অভিযানের প্রস্তুতি চলছে, গ্রহাণু থেকে কাঁচামাল আহরণের প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে। এর ফলে প্রশ্ন ওঠে, মানবজাতি এই নতুন মঞ্চের সঙ্গে কেমন আচরণ করবে। SOLIS এর এক স্পষ্ট উত্তর দেয়। মহাকাশ কোনো একক জাতি বা কর্পোরেশনের নয়, বরং গোটা মানবজাতির এক অভিন্ন উত্তরাধিকার ও প্রসারিত বাসভূমি। তাই মহাকাশ গবেষণা চলে আন্তর্জাতিক, সহযোগিতামূলক ও শান্তিপূর্ণভাবে। বড় প্রকল্পগুলো

বহু ব্যবস্থা আর শাস্ত্রের যৌথ অভিযান, কোনো প্রতিযোগিতা নয়, বৈজ্ঞানিক বিনিময় আর উন্মুক্ত উদ্ভাবন অগ্রাধিকার পায়, আর মহাকাশের সামরিক ব্যবহার বাদ দেওয়া হয়। কাঁচামাল আহরণ অনুমোদিত কেবল স্পষ্ট পরিবেশগত, নৈতিক ও ন্যায্য নিয়মে। পরিণতি যাচাই ও সীমিত করা হয়, আয় যৌথ তহবিলের মাধ্যমে গোটা মানবজাতির কাজে লাগে, কেবল যারা আগে হাত বাড়ায় তাদের নয়, আর গ্রহস্তর অনুমোদন ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করে। তাই যে জোট একটি গ্রহাণুতে আহরণ শুরু করতে চায়, তাকে প্রমাণ করতে হয় যে কোনো পরিবেশগত ঝুঁকি নেই এবং আয়ের একটি অংশ যৌথ সম্পদে ফিরে যায়।

তা ছাড়া মহাকাশ কাঁচামালের গুদামের চেয়ে বেশি কিছু। এটি এক সম্ভাব্য বাসভূমি এবং হয়তো অন্য প্রাণরূপের আবাস। তাই SOLIS শুরু থেকেই ভাবে, পৃথিবীর বাইরের সম্ভাব্য প্রাণের সঙ্গে কেমন আচরণ হবে, দুই দিকেই জীবাণু বয়ে নেওয়া কীভাবে আটকানো যাবে আর ন্যায্য অংশগ্রহণ কীভাবে নিশ্চিত থাকবে। তাই গবেষণা দলে নীতিবিদ ও দার্শনিকেরাও কাজ করেন, অজানার সঙ্গে আচরণের স্পষ্ট প্রটোকল আছে, আর মানবজাতি হাজির হয় এক ঐক্যবদ্ধ সভ্যতা হিসেবে, প্রতিযোগী গোষ্ঠীর বিবদমান ভিড় হিসেবে নয়। এভাবে সে মহাকাশে যায় বেপরোয়া বিজেতা হিসেবে নয়, বরং শিক্ষার্থী আর দায়িত্বশীল এক প্রজাতি হিসেবে।

ঝুঁকি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

যে সমাজ কেবল ভালো সময়ের ওপর ভর করে, সে বালির ওপর গড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক সংকট, প্রযুক্তিগত বিপদ আর মহাকাশ থেকে আসা হুমকি এক সংযুক্ত ও প্রযুক্তিগতভাবে জটিল সভ্যতার বাস্তবতার অংশ। SOLIS এটি নিয়তি বলে মেনে নেয় না। সে কাজ করে। ঝুঁকি কখনো পুরোপুরি এড়ানো যায় না, তবে তার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় এবং এমন সিস্টেম গড়া যায়, যা মজবুত, শিক্ষণশীল আর মানিয়ে নেওয়ার মতো।

এর মধ্যে আছে এমন কাঠামো, যা নিরন্তর ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করে: বিজ্ঞান, প্রযুক্তি আর চিকিৎসার বহুবিষয়ক দল, এমন আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, যা বিপুল তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করে, আর পদ্ধতিগত দৃশ্যকল্প পরিকল্পনা। এটি ভয়ের মহড়া নয়। এটি লক্ষ্যভিত্তিক প্রস্তুতির ভিত্তি। এমন একটি সিস্টেম আগেভাগে কোনো অস্বাভাবিক হুমকি শনাক্ত করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মূল্যায়ন তৈরি হয়, পৃথিবী-প্রতিরক্ষার ধাপগুলো ঘোষিত হয় আর সম্পদ অন্যদিকে চালিত হয়। দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা এক যৌথ প্রকল্প, জাতীয় স্বার্থপরতা নয়। আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিকভাবে যুক্ত, প্রতিটি স্তরে জরুরি পরিকল্পনা আছে, আর সহায়তার জাল প্রকৃত বিপদ আসার আগেই প্রস্তুত, অনুশীলিত আর সজ্জিত। কোনো সৌরঝড় বিদ্যুৎ গ্রিডকে হুমকি দিলে ছড়ানো জ্বালানি জোগান বিপর্যয় সামলে নেয়, আর একাধিকভাবে সুরক্ষিত যোগাযোগ সমষ্টিকে একত্র রাখে।

তবে স্থিতিস্থাপকতা প্রযুক্তির চেয়ে বেশি কিছু। তা একই সঙ্গে সামাজিক, মানসিক ও পরিবেশগত: শক্তিশালী সমষ্টি আর পাড়া, অবহিত ও স্থির মানুষ, আর এমন ভূদৃশ্য ও শহর, যা সংকট সামলাতে পারে। তাই দুর্যোগের পরে মানুষ বস্তুগত সাহায্যের ওপর যেমন ভরসা করতে পারে, তেমনি সমষ্টির কাঠামোর ওপরও, যা মনের ভার বয়। এভাবে মানুষ নিজেদের অসহায় শিকার নয়, বরং এক সহনশীল সমাজের সহ-দায়িত্বশীল সদস্য মনে করে, যা চাপ থেকে আরও শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসে, সেই স্থিতিস্থাপকতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে, যা এই ব্যবস্থার ভিত্তিগুলোর একটি।

মহাবিশ্বে মানবজাতির স্থান

সমস্ত প্রযুক্তি আর সমস্ত সিস্টেমের শেষে কেবল এই প্রশ্ন নেই যে আমরা কী পারি, বরং আরও বড় প্রশ্ন আছে, আমরা কে আর কী হতে চাই: নিজেদের জন্য, পরস্পরের জন্য আর মহাবিশ্বের জন্য। SOLIS এর উত্তর দেয় ঔদ্ধত্য দিয়ে নয়, বিনয় দিয়ে। আমরা মহাবিশ্বের প্রভু নই, সৃষ্টির মুকুটও নই। আমরা এক

অপরিমেয় বিশাল আর এখনো অনেকটাই অজানা সামগ্রিকতার অংশ। আর ঠিক এই উপলব্ধি থেকেই জন্মায় এক বড় দায়িত্ব। পুরোনো যুক্তিতে যা আমরা নিতে পারি, তা আমাদের, আর যে বেশি শক্তিশালী, সে-ই ঠিক করে। SOLIS এই যুক্তি উল্টে দেয়। যেখানে আমরা পৃথিবীর বাইরের সম্পদ ব্যবহার করি, সেখানে তা করি যত্নশীল তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে, অন্ধ শোষক হিসেবে নয়। যেখানে আমরা অন্য প্রাণের মুখোমুখি হই, সেখানে বিজেতা হিসেবে নয়, মনোযোগী সহখেলোয়াড় হিসেবে হাজির হই। যেখানে আমরা মহাবিশ্ব অনুসন্ধান করি, সেখানে তা করি সমস্ত প্রাণের ভঙ্গুরতার সচেতনতা নিয়ে। আমাদের তাৎপর্য মাপা হয় ক্ষমতা দিয়ে নয়, দায়িত্ব দিয়ে, আর আমরা যা নিই তা দিয়ে নয়, যা দিই তা দিয়ে।

প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আর বিস্তার তখনই অর্থবহ, যখন তার সঙ্গে থাকে অন্তর্গত বৃদ্ধি, প্রজ্ঞা, সহমর্মিতা আর মনোযোগ। তাই SOLIS মহত্ত্বকে মাপে বিস্তার দিয়ে নয়, পরিপক্কতা দিয়ে। আমরা কোনো জগতে বসতি গড়ি না কেবল এ কারণে যে আমরা পারি। আমরা আগে জিজ্ঞাসা করি, কীসের জন্য। আমরা এমন প্রযুক্তি গড়ি, যা কেবল আমাদের নাগাল নয়, আমাদের চিন্তনের ক্ষমতাও বাড়ায়। আমরা এমন এক সংস্কৃতি গড়ি, যা তার আকারে নয়, তার গভীরতায় অনন্য। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কোনো দূর তারার দিকে যাত্রা করা একটি জাহাজ কেবল প্রযুক্তিগত অভিযান হতো না, বরং এই প্রশ্ন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমষ্টি, অর্থবোধ আর মানবিকতাকে কীভাবে বহন করা যায়। মহান লক্ষ্য এটা নয়: আরও দ্রুত, আরও উঁচু, আরও শক্তিশালী, আরও ধনী। লক্ষ্য হলো এমন এক সভ্যতা হয়ে ওঠা, যা মহাবিশ্বকে যতটা নেয়, তার চেয়ে বেশি দেয়, যা সংস্কৃতি, সৌন্দর্য আর জ্ঞানকে বাইরে বয়ে নিয়ে যায়, যা কেবল জয় না করে শেখে, আর এমন চিহ্ন রেখে যায়, যা কেবল প্রযুক্তিগতভাবে নয়, নৈতিকভাবেও উজ্জ্বল। হয়তো আমরাই প্রথম জ্ঞাত প্রজাতি, যারা সচেতনভাবে ঠিক করতে পারে মহাবিশ্বে কেমন আচরণ করবে। এই সুযোগ আমাদের হেলায় হারানো উচিত নয়।

অধ্যায়

II



শিশু ও পরিবার

লেভির জন্ম হয়েছিল একটি প্রসূতিসদনে, এমন এক ধাত্রীর হাতে, যিনি তৃতীয় মাস থেকে মারাকে চিনতেন, আর ইয়োনাস এরপর আধা বছর কাজে যায়নি, অথচ সেবাদলের কেউ তাকে ভুলে যায়নি। এখন লেভি তার ক্লাসের সঙ্গে একটি গাছবাড়ি বানাচ্ছিল এবং জীবনে প্রথমবার স্বেচ্ছায় অঙ্ক কষছিল। ইডা ছিল তার দিশা খোঁজার সময়ে: তিন মাস সমুদ্রের ধারে জাল বানানোর এক উদ্যোগে, তিন মাস এক কর্মশালায়, যা সে দুই সপ্তাহ পরেই ছেড়ে দিয়েছিল। কেউ এটা কোনো জীবনবৃত্তান্তে লেখেনি।

যখন একটি শিশু পৃথিবীতে আসে, তা কেবল এক জৈবিক ঘটনা নয়। এটি আশার এক কাজ, এমন এক মুহূর্ত, যখন একটি সমাজ নিজেকে নবায়ন করে, আর সবার প্রতি দায়িত্ব নেওয়ার এক আমন্ত্রণ। এই রচনা যা কিছুর রূপরেখা দেয়, তা বহন করবে এমন মানুষ, যারা আজ শিশু বা এখনো জন্মায়নি। তারা তা বহন করতে পারবে কি না, তা ঠিক হয় তাদের প্রথম বছরগুলোতে, তাদের পরিবারে, তাদের স্কুলে আর এই প্রশ্নে যে তাদের কথা শোনার কেউ আছে কি না। তাই এই অধ্যায় সেই ভিত নিয়ে, যার ওপর প্রতিটি স্থায়ী পরিবর্তন দাঁড়িয়ে থাকে।

জন্ম ও প্রারম্ভিক শৈশব

SOLIS জন্মকে নিছক ব্যক্তিগত বিষয় নয়, বরং এক যৌথ দায়িত্ব হিসেবে দেখে। প্রতিটি শিশু মূল্যবান, কেবল তার পরিবারের জন্য নয়, গোটা সমাজের জন্য। শুরু থেকেই প্রত্যেক অন্তঃসত্ত্বা মা পান উচ্চমানের চিকিৎসা, মানসিক ও সামাজিক সঙ্গ, প্রসবপূর্ব যত্ন, প্রসবকালীন সহায়তা আর প্রসবোত্তর যত্ন, তার অবদান, অবস্থান আর বাসস্থান নির্বিশেষে, যা বহন করে এমন এক যত্নের সংস্কৃতি, যা নারীদের নিরাপদ ও সম্মানিত বোধ করায়। যেহেতু শিশুরা কেবল মায়েদের হাতে বড় হয় না, তাই সব আপনজনকে যুক্ত করা হয়। বাবা, সহ-অভিভাবক, দাদা-দাদি ও নানা-নানি, ভাইবোন আর বেছে নেওয়া পরিবার পরামর্শ ও সহায়তা পায়, আর পারিবারিক রূপের বৈচিত্র্য স্বীকৃতি পায়। একজন বাবা কেবল কাগজে-কলমে অভিভাবক ছুটি পান না, পান সহায়তার এক জাল, যাতে তিনি সত্যিই পারিবারিক জীবনের শুরুতে উপস্থিত থাকতে পারেন।

প্রারম্ভিক শৈশবের পরিচর্যা এখানে মমতাময় বিকাশের জায়গা, নিছক দেখে রাখার নয়। অনড় সময়সূচির জায়গায় আসে ছোট দল, প্রশিক্ষিত কর্মী আর খেলা, সৃজনশীলতা ও বন্ধনের পরিসর, আর আগাম প্রশিক্ষণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, বরং শিশুকেন্দ্রিক আয়োজন। যেহেতু অভিভাবকত্ব প্রায়ই ক্লান্তিকর ও একাকী, তাই কেউ একা দাঁড়ায় না। পারিবারিক কেন্দ্র আর ধাত্রীরা হয় স্থির নোঙর, পাড়া পারস্পরিক সাহায্যের আয়োজন করে, আর আমলাতন্ত্র

ও অভাবের বাধা লক্ষ্য রেখে সরানো হয়, ফলে যে তরুণী মা খুব কম অবদান রাখতে পারেন, তিনিও লজ্জা ছাড়া সহায়তা নেন। এর পেছনে গভীর কারণ আছে। জীবনের প্রথম বছরগুলো মস্তিষ্ক, শরীর আর অনুভূতিকে গড়ে, যারা নিজেদের সমর্থিত বোধ করে তারা ভালো অভিভাবক হয়, আর ভালোভাবে বেড়ে ওঠা প্রতিটি শিশু সবার লাভ। যে সমাজ একজন মানুষের প্রথম নিঃশ্বাসকেও মর্যাদা আর সমষ্টিতে আগলে রাখে, সে দেখায় যে মানুষ এখানে একে অপরের পাশে দাঁড়ায়।

শিক্ষা ও বিকাশ

শিশুরা জন্মগত শিক্ষার্থী। কথা বলতে শেখার আগেই তারা জানতে চায় কেন, আর তারা আবিষ্কার করে, হাতড়ায় আর খেলে বাধ্য হয়ে নয়, স্বভাব থেকে। SOLIS শিক্ষাকে এমনভাবে গড়ে, যাতে শেখার এই সহজাত আনন্দ হারিয়ে না যায়, বরং টিকে থাকে আর শক্তিশালী হয়। আজকের স্কুলব্যবস্থা প্রায়ই চেষ্টা করে সব শিশুকে একই গতিতে, একই বিষয়বস্তু দিয়ে, একই পরীক্ষায় পৌঁছে দিতে, আর তাতে কাউকে অতিরিক্ত চাপে ফেলে, কাউকে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ দেয় না। এখানে শিশুরা শেখে নিজের মতো করে, নিজের গতিতে, নিজের আগ্রহ নিয়ে আর নিজের শক্তির ওপর ভর করে। প্রকৃতি নিয়ে উৎসাহী একটি শিশু গবেষণা ও পরীক্ষা করতে পারে। সংখ্যার প্রতি আগুন জ্বলা একটি শিশু তকমা ছাড়াই অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ পায়। শিল্পে বিকশিত হওয়া একটি শিশুকে সমষ্টির পূর্ণ অংশ হিসেবে লালন করা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণির হিসেবে নয়।

এই শিক্ষায় ভুল কোনো কলঙ্ক নয়, বরং ইঙ্গিত যে কোথায় এখনো কিছু আবিষ্কারের আছে। খারাপ নম্বরের ভয় আর বুদ্ধিমান-বোকার ভাগাভাগির জায়গায় আসে অন্যভাবে চেষ্টা করার, ভেবে দেখার আর বেড়ে ওঠার উৎসাহ। শিক্ষকেরা এখানে নিছক পাঠ্যবিষয় পৌঁছে দেওয়ার মানুষ নন, বরং সঙ্গী ও পরামর্শদাতা, যারা শেখার পথ মসৃণ করেন এবং মানসিক, সামাজিক ও সৃজনশীল বিকাশে সাহায্য করেন। এর মানে কম সামনে-দাঁড়িয়ে পড়ানো

আর বেশি যৌথ প্রকল্প ও সম্পর্কের পরিচর্যা, আর স্কুলে শিক্ষক, সমাজকর্মী, শিল্পী আর গবেষকেরা দল বেঁধে কাজ করেন। সৃজনশীলতা, সহযোগিতা আর সামাজিক বুদ্ধিমত্তা প্রচলিত বিষয়ের পাশে সমান মর্যাদায় দাঁড়ায়। শিল্পকলা কোনো গৌণ বিষয় নয়, দলবদ্ধ কাজ এক মূল দক্ষতা, আর সহমর্মিতার অনুশীলন তথ্যজ্ঞানের মতোই গণ্য।

এগুলো কত ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করে, তা দেখায় একটিমাত্র প্রকল্প। শিশুরা একসঙ্গে একটি গাছবাড়ি বানালে তাতে মিশে যায় স্থিতিবিদ্যা ও মাপের গণিত, উপযুক্ত গাছ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের জীববিজ্ঞান, নথিভুক্তির ভাষা, শিল্পের নকশা আর সহযোগিতা ও দায়িত্বের নৈতিকতা। এ থেকে জন্মায় এক জীবন্ত, হাতে-কলমে শেখা, যার সঙ্গে পরীক্ষার জন্য বিচ্ছিন্ন মুখস্থের কোনো সম্পর্ক নেই। এমন শিক্ষা শিশুকে এক পূর্ণ মানুষ হিসেবে দেখে এবং সেই সৃজনশীল, চিন্তাশীল ও সাহসী মানুষদের জন্ম দেয়, যারা পরিবর্তন গড়তে পারে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, তা যুক্ত থাকে সেই পরিণতমনস্কতার সঙ্গে, যার ভিত্তি শিক্ষা নিয়ে অধ্যায়টি গড়ে। শুরু থেকেই সে নিজের চিন্তা আর প্রশ্ন করার ক্ষমতাকে লালন করে, বশ্যতার অনুশীলন না করিয়ে, কারণ এই শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ দুই শতাব্দী আগের স্কুল দিয়ে সমাধান করা যায় না।

পারিবারিক কাঠামো

পরিবার মানবজাতির সবচেয়ে পুরোনো ও সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক বন্ধনগুলোর একটি, তবু এটি কোনো অনড় মডেল নয়। সময়, সংস্কৃতি আর জীবনের পরিবেশের সঙ্গে তা বদলায়। তাই SOLIS পরিবারকে কোনো স্থির ছাঁচ হিসেবে নয়, বরং এক জীবন্ত, নমনীয় আর মমতাময় জাল হিসেবে বোঝে, আর সে পারিবারিক বন্ধনের প্রতিটি রূপকে শক্তিশালী করে, যা যত্ন, দায়িত্ব আর মমতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা দেখতে যেমনই হোক।

এতে উঠে যায় সেই অদৃশ্য রীতি, যা আজকের অনেক ব্যবস্থায় কেবল একটি পারিবারিক রূপকে স্বাভাবিক বলে ধরে আর বাকি সবকে কেবল সহ্য করে।

সমলিঙ্গের অভিভাবক, যৌগিক পরিবার, একা সন্তান প্রতিপালনকারী, জৈবিক বন্ধন ছাড়া বেছে নেওয়া পরিবার আর একাধিক প্রজন্মের একসঙ্গে থাকার রূপ সমান মর্যাদায় স্বীকৃত, যতক্ষণ তারা যত্ন আর পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। অধিকার ও সুবিধায় কোনো বৈষম্য নেই, বাইরে থেকে কোনো নৈতিক রায় নেই, আর প্রথাগত ও আধুনিকের মধ্যে কোনো ক্রমতালিকা নেই। কেন্দ্রে থাকে কোনো সামাজিক নৈতিক ধারণা নয়, শিশুর কল্যাণ। সহায়তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর পরিচর্যা নির্ধারিত হয় শিশু ও তার আপনজনদের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী, তারা কোনো নির্দিষ্ট মডেলে খাপ খায় কি না তা দিয়ে নয়। একা সন্তান প্রতিপালনকারী একজন বাবার অধিকার একটি দম্পতির মতোই, একটি সমলিঙ্গের যুগল আমলাতান্ত্রিক বাধা ছাড়া যৌথভাবে অভিভাবকত্ব পালন করে, আর বন্ধু প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে গড়া একটি বেছে নেওয়া পরিবার, যারা একটি শিশুকে বড় করে, পূর্ণ পরিবার হিসেবে গণ্য। SOLIS-এ অভিভাবকত্ব মানে দায়িত্ব, মালিকানা নয়। যেখানে অভিভাবকেরা ব্যর্থ হন, সেখানে সমষ্টি বিচার না করে সঙ্গ দেয়।

পরিবার যাতে সত্যিই একে অপরের জন্য সময় পায়, সেজন্য কাজের ধরন অন্যভাবে ভাবা হয়। নমনীয় খণ্ডকালীন কাজ, ভাগাভাগি করা পদ, যুক্তিসংগতভাবে সীমিত ঘরে বসে কাজ, সব লিঙ্গের জন্য অভিভাবক ছুটি আর সেবাদানকারী আত্মীয়দের সহায়তা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং সামাজিক স্বাস্থ্যের এক মৌলিক স্তম্ভ। একজন বাবা উদ্যোগে নিজের পথকে ঝুঁকিতে না ফেলে কয়েক মাসের অভিভাবক ছুটি নিতে পারেন, আর যে দাদা-দাদিরা নাতি-নাতনিদের সঙ্গে অনেক সময় কাটান, তারা পারিবারিক জালের স্বীকৃত অংশ হিসেবে গণ্য। সেবাযত্ন আর সন্তান প্রতিপালনের কাজ কেবল সাংস্কৃতিকভাবে মূল্য পায় না। অর্থব্যবস্থা যেমন নির্ধারণ করে, তা অবদান হিসেবে গণ্য, যা মূল্যাঙ্ক আর কর্মাঙ্ক এনে দেয়, ব্যক্তিগত ত্যাগ হিসেবে নয়, সবার জন্য এক কাজ হিসেবে। এভাবে পরিবারের ভার কমে, চাপ বাড়ে না, আর তা এমন কোনো ব্যক্তিগত নির্মাণস্থল নয়, যা বাড়তে থাকা চাপে ভেঙে পড়ে, বরং গোটা সমাজের বহন করা এক মূল্য। যে সমাজ তার পরিবারগুলোতে বিনিয়োগ করে, সে দীর্ঘমেয়াদে সংহতি, সহনক্ষমতা আর মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে তোলে।

নিরাপদ পরিসর ও আবেগীয় বিকাশ

শিশুদের শিক্ষা, খাদ্য আর মাথার ওপর ছাদের চেয়েও বেশি কিছু দরকার। তাদের দরকার মানসিক নিরাপত্তা: এমন পরিসর, যেখানে তারা ভুল করতে পারে, বিশ্বাস করতে শেখে, অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে আর সহনক্ষমতা গড়ে তুলতে পারে। তাই SOLIS-এ মানসিক স্বাস্থ্য কোনো গৌণ বিষয় নয়, বরং এক কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। এর মধ্যে আছে স্থির, নির্ভরযোগ্য আপনজন, যাদের কাছে শিশুরা নিজেদের দুশ্চিন্তা নিয়ে যেতে পারে, আগে থেকে সময় না নিয়ে বা আনুষ্ঠানিক পথ না পেরিয়ে। দৃশ্যমান ও সহজলভ্য আস্থাভাজন শিক্ষক, শিশুসদনে স্থির পরিচর্যাকারী আর খোলা দরজার পাড়াকেন্দ্র শিশুদের এই নিশ্চয়তা দেয় যে কেউ শুনছে এবং তাদের গুরুত্ব দিচ্ছে। এটা ভয় আর অসহায়ত্ব কমায় এবং সাহস আর আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। সঙ্গে আছে সহনক্ষমতা, মনোযোগী উপস্থিতি আর সহমর্মিতার কর্মসূচি, যা দৈনন্দিন জীবনের স্থির অংশ, কারণ মানসিক শক্তি জন্মগত নয়, যত্ন নিলে বাড়ে। শিশুরা অল্প বয়সেই শেখে নিজের অনুভূতি চিনতে ও সামলাতে, অন্যের জায়গায় নিজেকে বসাতে আর ন্যায্যভাবে তর্ক করতে, আর তারা অভিজ্ঞতায় জানে যে ব্যর্থতা জীবনের অংশ এবং কীভাবে সুস্থভাবে তার মোকাবিলা করতে হয়।

যেহেতু শিশুদের জন্য ডিজিটাল জগৎ একই সঙ্গে খেলার মাঠ আর ঝুঁকি, তাই গণমাধ্যম-দক্ষতা অল্প বয়স থেকেই শেখানো হয়। একটি শিশু কেবল একটি যন্ত্র চালাতে শেখে না। সে বোঝে সামাজিক মাধ্যম কীভাবে কাজ করে, প্রকৃত তথ্য আর কারসাজির পার্থক্য চেনে, আর বোঝে যে অনলাইনের সমর্থন নিজের মূল্যের মাপকাঠি নয়, যা সেই পরিণতমনস্কতারই সরাসরি ধারাবাহিকতা, যার ভিত্তি রচনাটি অন্য জায়গায় গড়েছে। তবু কোনো শিশু হয়রানির লক্ষ্য হলে সে একা থাকে না। কাঠামোগুলো আগেভাগে হস্তক্ষেপ করে, আর নিছক শাস্তির জায়গায় আসে সম্পর্কের প্রকৃত পরিচর্যা, যা ক্ষতিগ্রস্ত শিশুকে শক্তিশালী করে এবং একই সঙ্গে বোঝে যে যে শিশু এটা করেছে, তারও প্রায়ই সাহায্য দরকার, সেই একই পুনরুদ্ধারমূলক চেতনা, যা আইনব্যবস্থাকে গড়ে। এভাবে SOLIS

হৃদয়কে মস্তিষ্কের মতোই গুরুত্ব দেয়, কারণ মানসিকভাবে শক্তিশালী শিশুরা চিন্তাশীল ও সহমর্মী প্রাপ্তবয়স্ক হয়, যারা একটি সুস্থ সমাজকে বহন করে।

কৈশোর, আত্মপরিচয় ও নিজেকে খোঁজা

কৈশোর অন্য কোনো পর্বের মতো নয়। শরীর আর মন দ্রুত বদলায়, আর এমন প্রশ্ন সামনে আসে, যা আগে প্রায় ছিলই না: আমি কে, কোথায় আমার জায়গা, জীবন দিয়ে আমি কী করতে চাই, আর স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও অর্থবোধ মানে কী। অনেক সমাজে এই সময়কে সমস্যার পর্ব ধরা হয়, আর কিশোরদের দেখা হয় উপদ্রব বা এমন ঝুঁকি হিসেবে, যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর বিপরীতে SOLIS কৈশোরকে হুমকি নয়, বরং খোঁজা, পরখ করা আর বেড়ে ওঠার এক মূল্যবান রূপান্তরকাল হিসেবে দেখে, যা বিশেষ মনোযোগের দাবিদার।

তরুণদের দরকার এমন পরিসর, যেখানে তারা সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়িত বা শাস্তি না পেয়ে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে, আর SOLIS তা গড়ে: সৃজনশীল কর্মশালা, খেলাধুলার জায়গা, যুবকেন্দ্র, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আর অংশ নেওয়ার মতো রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকল্প। তাই একটি যুবকেন্দ্রে কেবল একটি বিলিয়ার্ড টেবিল নয়, থাকে সংগীত, পরিবেশ প্রকল্প, উদ্যোগের ভাবনা, দর্শন আর নাটকের কর্মশালা, যেখানে কিশোরেরা সমবয়সী আর বড়দের সঙ্গে মিলে খুঁজে বের করে কী তাদের নাড়া দেয়। নিজেকে খোঁজায় সঙ্গ দেওয়া হয় চাপ আর অবমূল্যায়ন ছাড়া। কিশোরদের অধিকার আছে প্রশ্ন করার, সন্দেহ করার আর নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার, আর মেন্টরিং, পরামর্শ ও সমবয়সীদের জাল আত্মপরিচয়কে ভাঙার বদলে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে গড়া, আস্থা, শ্রদ্ধা আর স্বাধীনতার পরিবেশে। আর যেহেতু খোঁজায় সময় লাগে, তাই ব্যবস্থাটি স্পষ্টভাবে সেই সময় খালি রাখে। স্কুল আর প্রশিক্ষণের মাঝে থাকে দিশা খোঁজার এক সময়, যখন তরুণেরা ভ্রমণ করতে, কাজে হাত লাগাতে, পরখ করতে আর ব্যর্থ হতে পারে, কোনো জীবনবৃত্তান্ত তাদের এর জন্য শাস্তি না দিয়ে।

এই সময়ে সংবেদনশীল প্রশ্নও ওঠে, যেমন যৌনতা, নিজের লিঙ্গপরিচয়, বিশ্বাস আর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে। SOLIS-এ এই প্রশ্নগুলো তোলা ও খোলাখুলি আলোচনা করা যায়, আর কিশোরেরা সুরক্ষিত ও মনোযোগী এক কাঠামোয়, দক্ষ সঙ্গীর সাহায্যে নিজেদের কণ্ঠ খুঁজে পাওয়ার সুযোগ পায়। উদ্দেশ্য তাদের কোনো পূর্বনির্ধারিত দিকে চালিত করা নয়, বরং নিজেদের দিক খুঁজে পেতে সাহায্য করা, পুরোপুরি সেই পরিণতমনস্কতা আর আত্মপরিচয়ের সেই গতিশীল বোঝাপড়ার চেতনায়, যা রচনাটি আগে খুলে বলেছে। এটা নির্ণায়ক, কারণ আত্মবিশ্বাসী ও ভালোভাবে সঙ্গ পাওয়া তরুণদের পূর্ণ জীবনের সম্ভাবনা বেশি, আর যে সমাজ তার তারুণ্যকে শক্তিশালী করে, সে পায় সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি আর স্থিতিশীলতা। শিশু আর কিশোরেরা কেবল ভবিষ্যতের প্রাপ্তবয়স্ক নয়। তারা এখনই সমষ্টির পূর্ণ সদস্য, যাদের আছে নিজস্ব অধিকার, প্রয়োজন আর স্বপ্ন, তাদের কী দরকার তা ঠিক করায় তারা অংশ নেয়, আর যে ব্যবস্থা এটি স্বীকার করে, সে তাদের সঙ্গে মিলে সামনের দিকে এগোয়।

অধ্যায়

12



বাস্তবায়ন ও উত্তরণ

মারার মা রোজার বয়স তখন ঊনত্রিশ, যখন নদীর ধারের শহরটি বাতিঘর হয়ে উঠেছিল: লটারিতে বাছাই হওয়া মানুষ নিয়ে প্রথম সভা, সর্বজনীন সম্পদ হিসেবে প্রথম জলশোধনাগার, প্রথম শীত, যখন কেউ ঠান্ডায় জমে থাকেনি। রোজা প্রায়ই তার আগের বছরগুলোর গল্প বলত, যখন সমবায়গুলো কর্পোরেশনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল আর শহরটি তাদের অনুমতি ছাড়াই বাঁচতে শিখছিল। সে তাদের কথাও বলত, যারা চলে গিয়েছিল, আর সেই উকিলের কথা, যে মানুষের জমি কিনে নিতে চেয়েছিল, যতক্ষণ না কেউ আর বিক্রি করত। “আমরা ওদের হারাইনি,” সে বলত। “আমরা ওদের অপ্রয়োজনীয় করে দিয়েছি।”

SOLIS-এর মতো একটি ব্যবস্থা সুইচ টিপে চালু করা যায় না। একটি সমাজকে রাতারাতি নতুন করে প্রোগ্রাম করা যায় না, সব ভয় আর বাধাকে তর্ক দিয়ে দূর করা যায় না, আর, এটাই নির্ণায়ক, এমন ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগে প্রতিষ্ঠাও করা যায় না, নিজের ভিত্তির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে। যে ব্যবস্থা মর্যাদা আর পরিণতমনস্কতার ওপর দাঁড়িয়ে, তাকে কোনো অভ্যুত্থানে বসানো যায় না। তাকে জিততে হয় প্রত্যয় আর সফল দৃষ্টান্ত দিয়ে। তাই SOLIS এক দীর্ঘ, সচেতন রূপান্তর, যা সময়, ধৈর্য, সাহস আর ভুল থেকে শেখার এক সংস্কৃতি দাবি করে। এই অধ্যায় বর্ণনা করে সেই পথ, যারা সে পথে চলে, যে প্রতিরোধের মুখে তারা পড়বে, পুরোনো সম্পদের পরিণতি, আর সেই মাপকাঠি, যা দিয়ে বোঝা যায় পথটি এখনো ঠিক আছে কি না।

বিদ্যমান অবস্থা থেকে SOLIS-এর পথ

পথটি চলে তিনটি পর্বের মধ্য দিয়ে, যারা একে অপরের সঙ্গে জড়ানো। শুরুতে আসে চেতনার পরিবর্তন, কারণ কাঠামো বদলানোর আগে মাথা আর হৃদয়কে নড়তে হয়। দরকার সৎ মূল্যায়ন, যা কেবল সমস্যা নয়, সম্ভাবনাও দৃশ্যমান করে, আর গণমাধ্যম, শিল্প, বিজ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনের সাহসী কণ্ঠ, যারা প্রশ্ন করার সাহস করে, আমরা কি সত্যিই এভাবে চালিয়ে যেতে চাই। এই ব্যবস্থার নীতিগুলো নিয়ে একটি চলচ্চিত্র, নাগরিক, বিশেষজ্ঞ আর কর্মীদের একত্র করা এক আলোচনামালা, এমন এক শিক্ষাসামগ্রী, যা শিশুদের তথ্য মুখস্থ না করিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলায়, এভাবেই শুরু হয়।

এরপর আসে বাতিঘর গড়ে তোলা, এমন সুনির্দিষ্ট জায়গা ও প্রকল্প, যা দেখায় যে এটা সম্ভব: চক্রাকার অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হওয়া শহর, এই নীতি মেনে কাজ করা উদ্যোগ, নতুন পথ পরখ করা স্কুল আর গবেষণাজাল। একটি ছোট শহর তার জোগানকে নবায়নযোগ্য উৎসে নিয়ে যায়, লটারিতে বাছাই হওয়া নাগরিকদের নিয়ে একটি সভা চালু করে এবং এমন এক দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে, যাকে অন্যরা

অনুসরণ করে। এমন দৃষ্টান্ত অনুপ্রাণিত করে, প্রমাণ করে যে পরিবর্তন কেবল তত্ত্ব নয়, বাস্তব চর্চা, আর গতি তৈরি করে।

যথেষ্ট মানুষ প্রত্যয়ী হলে আর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত ভার বইলে তবেই শুরু হয় সিস্টেমের পরিবর্তন: নতুন আইনি কাঠামো, নতুন অর্থনৈতিক প্রণোদনা, নতুন প্রতিষ্ঠান। এটিও রাতারাতি ঘটে না, বরং ধাপে ধাপে, পিছিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে, পর্যবেক্ষণ আর সংশোধনের সঙ্গে। একটি নীতি সংবিধানে লেখা থাকতে পারে, তবু প্রশাসন, অর্থনীতি আর সমাজ তা আত্মস্থ করতে বছরের পর বছর লাগে। তাই প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে থাকে সঙ্গ, পর্যবেক্ষণ আর প্রতিক্রিয়া। এভাবে SOLIS-এ উত্তরণ প্রজন্ম পেরোনো এক প্রকল্প, হয়তো মানবজাতির হাতে নেওয়া সবচেয়ে বড় প্রকল্প।

◆ সৎ মূল্যায়ন

এখানে দুটি কথা স্পষ্টভাবে বলা দরকার। প্রথমত, এই উত্তরণের কোনো নিশ্চয়তা নেই, আর তা কেবল জড়তার নয়, সত্যিকারের প্রতিরোধের মুখে পড়ে। দ্বিতীয়ত, এবং আরও কঠিন: SOLIS ক্ষমতা আর সমৃদ্ধিকে নতুন করে বণ্টন করে। যে বিদ্যমান ব্যবস্থায় দুটোই নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত রাখে, তার সুরক্ষায় গড়া প্রতিষ্ঠানগুলোসহ, তাকে যুক্তি দিয়ে নড়ানো যাবে না, কারণ এখানে বোঝাপড়া নয়, স্বার্থ ঝুঁকিতে। যে রূপরেখা ধরে নেয় যে ক্ষমতাবানদের রাজি করানো যাবে, তা নির্বোধ, আর SOLIS এমন ধারণা করে না। সে জবরদস্তি ছাড়ে, কিন্তু বাস্তববোধ ছাড়ে না। নিজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সে কীভাবে এই প্রতিরোধের মোকাবিলা করে, তা কুশীলব ও প্রতিরোধ নিয়ে অংশটির বিষয়।

রূপান্তরের ধাপ

SOLIS-এ রূপান্তর কোনো আকস্মিক ওলটপালট নয়, বরং এক রিলে দৌড়, যেখানে ধাপগুলো একে অপরের ওপর গড়ে ওঠে এবং পরস্পরকে শক্তিশালী করে। ক্রমটি এখানে খেয়ালখুশির নয়, বরং এক অন্তর্নিহিত যুক্তি মেনে

চলে। শুরুতে শিক্ষা, কারণ জটিলভাবে ভাবার, নৈতিকভাবে চিন্তা করার আর সৃজনশীলভাবে কাজ করার সামর্থ্য ছাড়া পরের প্রতিটি সংস্কার শূন্যে মিলিয়ে যায়। এই শিক্ষা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, শুরু হয় প্রারম্ভিক শৈশবে, আর তা মানুষকে পরিবর্তন গড়ার মতো করে প্রস্তুত করে। এরপর আসে সবচেয়ে শক্তিশালী লিভার হিসেবে অর্থনীতি। প্রণোদনা সরে যায় স্বল্পমেয়াদি মুনাফা থেকে দীর্ঘস্থায়ী, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে অর্থবহ অর্থনীতির দিকে, আর নিছক মুনাফার যুক্তির জায়গায় আসে উদ্যোগের এক বদলে যাওয়া সংস্কৃতি, অংশগ্রহণ, নৈতিক লক্ষ্য, সমাজ ও পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব। অর্থনীতি বদলালে ক্ষমতার ব্যবস্থাকেও সঙ্গে আসতে হয়, যাতে রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পরিবর্তনকে বহন করতে পারে: আরও স্বচ্ছতা, আরও নৈতিক তত্ত্বাবধান, আরও অংশগ্রহণ, আর ধীরে ধীরে রূপ নেয় বলয়ের সেই সংস্থাগুলো, যার বর্ণনা এই রচনা দেয়। এর সমান্তরালে কাজ চলে নরম উপাদান নিয়ে, মূল্যবোধ, কাহিনি আর সাফল্য, সুখ ও অর্থবোধের বোঝাপড়া নিয়ে, কারণ SOLIS-এ সফল মানুষ সবচেয়ে ধনী নয়, বরং সে, যে সমষ্টির জন্য স্থায়ী কিছু গড়ে। শেষে একটি স্থানীয় প্রকল্প হয়ে ওঠে এক বৈশ্বিক প্রক্রিয়া, যা পরস্পরের কাছ থেকে শেখে, পার্থক্যকে সম্মান করে আর অভিন্ন নীতি ভাগ করে নেয়।

এটি সফল করতে দরকার এমন পথনকশা, যা ধাপ, অগ্রাধিকার আর দায়িত্ব নির্ধারণ করে, সহযোগী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মসূচি, যা মানুষকে নিছক ক্ষতিগ্রস্ত নয়, অংশীদার করে তোলে, প্রমাণিত জিনিস ছড়িয়ে দেওয়ার স্পষ্ট পথসহ পাইলট প্রকল্প, আর এমন প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে জ্ঞান ও সম্পদ ভাগ করা হয়। এভাবে রূপান্তর বিশৃঙ্খলা হয় না, হয় এক সচেতন, যৌথভাবে বহন করা প্রক্রিয়া।

কুশীলব, ভূমিকা ও প্রতিরোধ

SOLIS-এর দিকে পরিবর্তন নিজে থেকে ঘটে না, মানুষ তাকে বহন করে। এখানে তিনটি ভূমিকা কেন্দ্রে। পথিকৃৎরা সেই সাহসী প্রথম জন, যারা নতুন ভাবনা পরখ করে, প্রায়ই স্রোতের বিরুদ্ধে আর ঝুঁকি নিয়ে: সামাজিক উদ্যোক্তা,

স্থানীয় সমষ্টি, শিক্ষক আর শিল্পী, যারা প্রথমে কেবল তত্ত্ব থাকা জিনিসকে যাপন করে দেখান এবং এভাবে গতি তৈরি করেন। সেতুবন্ধকেরা কম দৃশ্যমান, তবু অপরিহার্য। তারা একত্র করেন, যা অন্যথায় আলাদা থাকত, নাগরিক ও রাজনীতি, বিজ্ঞান ও অর্থনীতি, তরুণ ও প্রবীণ। তারা জগতে জগতে অনুবাদ করেন এবং এমন পরিসর গড়েন, যেখানে ভিন্ন স্বার্থের মানুষ একসঙ্গে সমাধানে কাজ করে। শেষে প্রহরীরা নৈতিকতা আর আইন পাহারা দেন। নৈতিকতা পরিষদ, ন্যায়পাল আর অনিয়ম ফাঁসকারীদের প্ল্যাটফর্ম নিশ্চিত করে যে পরিবর্তন অন্ধ বা বেপরোয়াভাবে না চলে, দুর্বলতরদের রক্ষা করে এবং SOLIS-কে তার নিজের দাবিতে অটল রাখে।

◆ সব প্রতিরোধ এক নয়

যেখানে গতি, সেখানে প্রতিরোধ, তবে তা এক রকমের নয়। প্রতিরোধের একটি অংশ এক ন্যায্য সংকেত। তা দেখায় কোথায় মানুষ ভয় পায়, কোথায় প্রকৃত স্বার্থের সংঘাত আছে বা কোথায় কাউকে উপেক্ষা করা হয়েছে। টেকসই নগর উন্নয়নের একটি পাইলট প্রকল্প ভাড়া বাড়ছে বলে প্রতিবাদের মুখে পড়লে তা বন্ধ করার কারণ নয়, বরং ইঙ্গিত যে সামাজিক ভারসাম্য অনুপস্থিত। এমন প্রতিরোধ শোনা হয় এবং আরও ভালো সমাধানে রূপান্তরিত হয়। তবে প্রতিরোধের আরেকটি অংশ উন্নতির সংকেত নয়, বরং যারা ক্ষমতা আর সমৃদ্ধি হারায়, তাদের সুবিধা রক্ষার লড়াই, আর তা সংলাপে মিলিয়ে যায় না, কারণ তা কোনো ভুল বোঝাবুঝির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। দুই ধরনকে একই রকম ধরে নেওয়াই সেই নির্বুদ্ধিতা, যাতে বড় বড় রূপরেখা ব্যর্থ হয়েছে। SOLIS এদের আলাদা করে এবং প্রত্যেকটির মোকাবিলা করে তার নিজের মতো করে। সবাই প্রত্যয়ী হবে না, আর সবাই সঙ্গে আসবে না। কিন্তু প্রত্যেকে শোনা ও সম্মান পাওয়ার সুযোগ পায়।

◆ অনুমতির বদলে সমান্তরাল নির্মাণ

যেহেতু ক্ষমতাবানেরা তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, তাই SOLIS তাদের সম্মতির অপেক্ষায় বসে থাকে না। তার কৌশল বিদ্যমান ক্ষমতাকেন্দ্র দখল করা নয়। তার কৌশল এমন সমান্তরাল কাঠামো গড়া, যা সোজাসুজি ভালো কাজ

করে, সমবায়ী উদ্যোগ, সর্বজনীন সম্পদ থেকে জোগান, লটারিতে বাছাই হওয়া নাগরিকদের সভা, উন্মুক্ত জ্ঞানজাল আর সহনশীল, বিস্তৃত সরবরাহ শৃঙ্খল, আর তাদের বাড়তে দেওয়া, যতক্ষণ না তারা পুরোনো কাঠামোকে ছাড়িয়ে যায় এবং আত্মস্থ করে। এভাবে উত্তরণ দখল দিয়ে নয়, বরং পুরোনোকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়ে জেতা হয়। যেখানে নতুন ব্যবস্থা সোজাসুজি মানুষের আরও ভালো সেবা করে, সেখানে পুরোনো ব্যবস্থা তার আঁকড় হারায়। এটি কোনো ঘুরপথ নয়, বরং আসল পথ, কারণ এতে সেই জবরদস্তির দরকার হয় না, যা SOLIS প্রত্যাখ্যান করে, আর নতুন ব্যবস্থার ভিত গড়ে তার কাজের ওপর, তার দখলের ওপর নয়।

◆ বিপদগুলোর নাম ধরে

এই পথ ব্যর্থ হতে পারে, আর বিপদগুলোর নাম বলা নিজেই তাদের বিরুদ্ধে এক সুরক্ষা। প্রথমটি দখল: নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঠিক সেই স্বার্থগুলো দখল করে নেবে, যাদের প্রতিস্থাপন করার কথা ছিল। এর বিরুদ্ধে কাজ করে ক্ষমতার ব্যবস্থা, লটারি, আবর্তন আর অপসারণের অধিকার, যা স্থায়ী আত্মসাৎকে যান্ত্রিকভাবে কঠিন করে। দ্বিতীয়টি অর্থনৈতিক শ্বাসরোধ: শত্রুভাবাপন্ন এক বাজারে ঘেরা SOLIS-এর একটি দ্বীপকে অনাহারে ফেলা বা দামে হারিয়ে দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে কাজ করে সীমান্তের নিয়ন্ত্রিত ঝিল্লি আর বিচ্ছিন্ন একক প্রচেষ্টার বদলে সহনশীল, সংযুক্ত ও সহযোগী কাঠামো গড়া। তৃতীয়টি ভেতর থেকে ফাঁপা করা: SOLIS-এর ভাষা নিয়ে নেওয়া হবে, কিন্তু তার সারবস্তু ফাঁপা করে দেওয়া হবে। এর বিরুদ্ধে কাজ করে মৌলিক অধিকারের পরিমাপযোগ্য পর্যবেক্ষণ আর নাগরিকদের পরিণতমনস্কতা, যা এই ফাঁপা করাকে চিনিয়ে দেয়। চতুর্থটি পিছিয়ে পড়া: সময়ের সঙ্গে ব্যবস্থাটি ক্ষয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে কাজ করে গভীর নাগরিক শিক্ষা আর জমে যাওয়ার কাঠামোগত অসম্ভবতা। যে সমাজ এই বিপদগুলোর দিকে নজর রাখে, তাকে এগুলো দিয়ে হারানো অনেক কঠিন।

◆ জবরদস্তি নয়, তবে প্রতিরক্ষা

শেষে প্রযোজ্য একটি পার্থক্য, যা নির্ণায়ক। SOLIS আক্রমণ আর বলপ্রয়োগে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা ছেড়ে দেয়। কোনো অভ্যুত্থানে তাকে বসানো হয় না, আর

সে অনিচ্ছুকদের বাধ্য করে না। কিন্তু জবরদস্তি ছেড়ে দেওয়া মানে প্রতিরক্ষা ছেড়ে দেওয়া নয়। যে সমাজ ন্যায্য কিছু গড়ে তুলেছে, সহনশীলতার নামে তাকে ধ্বংস, অন্তর্ঘাত বা দখল হতে দিতে সে বাধ্য নয়। সীমাটি নিরাপত্তা নিয়ে অধ্যায়ের মতোই: আক্রমণ নিষিদ্ধ, প্রতিরক্ষা বৈধ। SOLIS যা গড়ে, তাকে রক্ষা করে তাদের বিরুদ্ধে, যারা তা ভেঙে ফেলতে চায়, নিজে সেই আক্রমণকারী না হয়ে, যাকে সে প্রত্যাখ্যান করে।

পুরোনো সম্পদের কী হয়

উত্তরণের সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন সেই সব নিয়ে, যা ইতিমধ্যে আছে: কোটিপতির বাড়ি, কর্পোরেশনের পুঁজি, তিন প্রজন্ম ধরে একটি পরিবারের মালিকানাধীন জমি, একজন কারিগরের ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ। যে রূপরেখা এটি এড়িয়ে যায়, তা খসড়াই থেকে যায়। SOLIS এর উত্তর দেয় একটি নীতি আর চারটি নিয়ম দিয়ে। নীতিটি হলো: কারও কাছে আছে বলে কিছু কেড়ে নেওয়া হয় না, কিন্তু একসময় ক্ষমতা ছিল বলে কিছুই ক্ষমতা হয়ে থাকে না। উত্তরণ বাজেয়াপ্ত করে না, বরং ক্ষমতাহীন করে, আর তা করে সেখানে, যেখানে নাগরিকমণ্ডলী ব্যবস্থাটি গ্রহণ করেছে, কখনো বাইরে থেকে নয়, কখনো রাতারাতি নয়।

প্রথম নিয়ম ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য। কেউ যে বাড়িতে থাকে, যে কর্মশালা সে চালায়, যে জমি একটি পরিবার চাষ করে, তা তাদেরই থাকে, মালিকানা হিসেবে বা স্থায়ী ব্যবহারের অধিকার হিসেবে, যেখানে জমিটি নিজেই সর্বজনীন সম্পদ হয়ে যায়। যে আর জমি বিক্রি করতে পারে না, সে তবু তাতে নির্মাণ করতে, বাস করতে আর সন্তানদের হাতে তুলে দিতে পারে। দ্বিতীয় নিয়ম অর্থসম্পদের জন্য। তা একটি প্রকাশ্য হারে মূল্যাঙ্কে বদলানো হয়, ভবিষ্যতের প্রস্তুতির সীমা পর্যন্ত। তার ওপরে যা আছে, তা হারায় না, বরং রূপ বদলায়: উৎপাদনশীল তহবিলের অংশে, যা পূর্বতন মালিককে আজীবন মূল্যাঙ্কে আয় নিশ্চিত করে, কিন্তু কোনো ভোট, কোনো নিয়ন্ত্রণ আর কোনো বিক্রয়ের অধিকার দেয় না। সম্পদকে স্বীকার করা হয় ভালো জীবনের দাবি হিসেবে, আর বিলুপ্ত

করা হয় অন্যের ওপর লিভার হিসেবে। তৃতীয় নিয়ম কোম্পানিগুলোর জন্য। তারা উদ্যোগে পরিণত হয়। কর্মীরা অংশীদার হন, নেতৃত্ব হয় এক মেয়াদি পদ, আর পূর্বতন মালিকেরা তাদের পুঁজির জন্য অন্য সবার মতো একই নিয়মে তহবিলের অংশ পান। যন্ত্র, ভবন আর জ্ঞান থাকে সেখানে, যেখানে তাদের দরকার, উদ্যোগে। চতুর্থ নিয়ম ঋণের জন্য। ব্যবস্থার ভেতরে মানুষ আর উদ্যোগের মধ্যকার ঋণ একটি ন্যায্য সীমা পর্যন্ত মূল্যাঙ্কে পরিশোধ হয় এবং তার ওপরে লোপ পায়, কারণ সুদহীন একটি ব্যবস্থা সুদের ঋণ টেনে নিতে পারে না। বাইরের জগতের প্রতি ঋণ যা আছে, তা-ই থাকে এবং ঝিল্লির মাধ্যমে সাধ্যমতো শোধ করা হয়, যাতে নতুন ব্যবস্থা প্রতারক হিসেবে যাত্রা শুরু না করে।

এই নিয়মগুলো প্রযোজ্য পর্যায়ক্রমে, বার্ধক্যের নিরাপত্তার মতো: এক দীর্ঘ সময়ের সঙ্গে, যখন দুই ব্যবস্থা পাশাপাশি চলে, আর যারা পুরোনো ব্যবস্থায় জীবনের পরিকল্পনা করেছে, তাদের জন্য নিশ্চিত নিম্নসীমার সঙ্গে। আর এগুলো প্রযোজ্য চলে যাওয়ার অধিকারের সঙ্গে, যে বলয়িত হওয়ার চেয়ে ধনী হতে বেশি চায়, তার জন্য। যে চলে যায়, সে নিয়ে যায় যা বইতে পারে, আর রেখে যায় যা ব্যবস্থার: মাটি, পানি, ক্ষমতা। এভাবে উত্তরণ লুণ্ঠনও নয়, বিদ্যমানের কাছে আত্মসমর্পণও নয়। এটি পুরোনো সম্পদকে এমন এক ভাষায় অনুবাদ, যেখানে তা আর কারও ওপর প্রভুত্ব করে না।

যোগাযোগ ও প্রত্যয়

কোনো ভাবনা, তা যত ভালোই হোক, যোগাযোগ ছাড়া বাঁচে না, কারণ মানুষকে বুঝতে হয় বিষয়টা কী, অনুভব করতে হয় যে এটা তাদের সঙ্গে জড়িত, আর দেখতে হয় যে তারা অংশ নিতে পারে। তাই SOLIS-এ যোগাযোগ কোনো লেজুড় নয়, বিজ্ঞাপনের যন্ত্রও নয়, বরং রূপান্তরের প্রাণকেন্দ্র। সে যুক্ত করে, ব্যাখ্যা করে, অনুপ্রাণিত করে আর নাড়া দেয়।

সবচেয়ে বড় কথা, সে কেবল কী ঘটছে তা নয়, কেন ঘটছে তা-ও ব্যাখ্যা করে। আজ প্রায়ই সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া হয় আর আইন পাস হয়, মানুষ তার

অর্থ না বুঝেই, যা অবিশ্বাস আর গুটিয়ে যাওয়াকে পুষ্ট করে। তাই SOLIS সব সময় কীসের জন্য আর কী অর্থে, এই প্রশ্নগুলোরও উত্তর দেয়। একটি শহর নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে গেলে কেবল প্রযুক্তিগত খুঁটিনাটি জানানো হয় না। ব্যাখ্যা করা হয় কেন এই পরিবর্তন দরকার, দীর্ঘমেয়াদে এর মানে কী আর প্রত্যেকে কী ভূমিকা রাখে। এই যোগাযোগ সবার উদ্দেশে, কেবল অভিজাতদের নয়, নারী শ্রমিক, কিশোর, অবসরপ্রাপ্ত মানুষ, একা সন্তান প্রতিপালনকারী মা এবং নারী উদ্যোক্তা সবার উদ্দেশে, স্পষ্ট, যত্নশীল ভাষায় আর বিশেষজ্ঞদের পরিভাষা ছাড়া। সে সব মাধ্যম ব্যবহার করে, প্রচলিত গণমাধ্যম আর ডিজিটাল থেকে শুরু করে স্থানীয় অনুষ্ঠান আর শিল্পের উপকরণ পর্যন্ত। তাই একটি শহরে পরিবর্তন শুরু হয় কেবল কোনো প্রশাসনিক আদেশ দিয়ে নয়, বরং সংগীত, আলাপ আর যৌথ অভিজ্ঞতার এক উৎসব দিয়েও।

শেষে নির্ণায়ক হলো, যোগাযোগ চলে আলাপের মধ্য দিয়ে, ওপর থেকে নিচে নয়। উদ্দেশ্য বার্তা ঘোষণা করা নয়, বরং এমন পরিসর গড়া, যেখানে প্রশ্ন তোলা, সন্দেহ প্রকাশ করা আর প্রস্তাব দেওয়া যায়। সেখানে দায়িত্বশীলেরা জনগণের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের নিয়ে নয়, ভুল আর অনিশ্চয়তা নিয়েও খোলাখুলি, কোনো পেছনের ঘর আর কোনো গোপনীয়তা ছাড়া। তাই একটি নতুন আইন কেবল ব্যাখ্যা করা হয় না। একটি খোলা পর্ব থাকে, যখন নাগরিকেরা প্রশ্ন করেন, গড়ায় হাত লাগান আর উদ্বেগ জানান। এভাবে এমন এক সমাজ জন্মায়, যা পরিবর্তনকে সহ্য করে না, বরং একসঙ্গে বহন করে।

আন্তর্জাতিক বিস্তার ও অভিযোজন

SOLIS কোনো তৈরি ছাঁচ নয়, যা পৃথিবীর ওপর বসিয়ে দেওয়া যায়, কারণ প্রতিটি সমাজের আছে নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব প্রতীক আর নিজস্ব সম্পদ, শক্তি ও ক্ষত। তাই সে নিজেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে নয়, বরং এক উন্মুক্ত, মানিয়ে নেওয়ার মতো মডেল হিসেবে দেখে। সে দেয় ভিত্তি আর এক নৈতিক কাঠামো, তবে সুনির্দিষ্ট রূপ গড়ে ওঠে স্থানীয়ভাবে। পাঁচটি ভিত্তি সর্বত্র একই থাকে।

এগুলোই সেই মেরুদণ্ড, যা অনাপসযোগ্য। যা আলাদা, তা হলো কীভাবে। কোন প্রতিষ্ঠান গড়া হবে, কোন পথ বেছে নেওয়া হবে আর কোন প্রতীক ও আচার সিস্টেমকে বহন করবে, তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সমাজের ওপর। একটি আদিবাসী সমষ্টিতে কেন্দ্রে থাকে প্রথাগত জ্ঞানব্যবস্থার সুরক্ষা, একটি উত্তর-শিল্প মহানগরে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, যুদ্ধের ক্ষত বহন করা একটি অঞ্চলে বলয়ের সংস্থাগুলো গড়ে ওঠার আগে প্রথমে সহনক্ষমতা গড়া। এভাবে প্রতিটি সমাজ কাঠামোটি ভরে তোলে নিজের বাস্তবতা দিয়ে, কোনো বিদেশি মডেল চাপিয়ে নেওয়ার বদলে।

SOLIS যাতে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ভেঙে না যায়, সেজন্য জাল আলাদা আলাদা পথকে যুক্ত করে। এর মাধ্যমে জ্ঞান ভাগ হয়: কোন পদ্ধতি প্রমাণিত হয়েছে, কোথায় পিছিয়ে পড়া ঘটেছে আর তা থেকে কী শেখার আছে। সম্পদ এমনভাবে বণ্টন হয়, যাতে দরিদ্রতর অঞ্চলও সমান সুযোগ পায়, আর মান সমন্বিত হয়, যাতে পরিবেশগত ও মানবাধিকারের নীতি সর্বত্র প্রযোজ্য থাকে, ভিন্নভাবে বাস্তবায়িত হলেও। SOLIS মেনে চলা সমষ্টিগুলোর এক জাল সব মহাদেশে মতবিনিময় করে, যৌথ প্রকল্প চালায় আর অভিজ্ঞতা ভাগ করে, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে সমান না করে। এমন বহু ব্যবস্থা থেকে কীভাবে এক বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার ওপর কোনো শাসক না জন্মিয়ে, তা পরের অধ্যায় খুলে বলে।

পথকে কী দিয়ে মাপা যায়

যে ব্যবস্থা নিজের নাম বহন করে কিন্তু সারবস্তু হারিয়েছে, সেটাই উল্লিখিত তৃতীয় বিপদ, আর তার বিরুদ্ধে কেবল একটিই উপায়: এমন মাপকাঠি, যা দিয়ে যেকোনো সময় যাচাই করা যায়, একটি প্রকল্প এখনো SOLIS কি না, নাকি কেবল নামেই। এগুলো সরল, আর যে কেউ প্রয়োগ করতে পারে। প্রত্যেকের জন্য মৌলিক জোগান কি নিশ্চিত, আর মৌলিক অধিকারের পর্যবেক্ষণ কি জীবনের বাস্তবতায় তার বাস্তবায়ন মাপে? ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রতিটি সংস্থায় কি এমন একটি অংশ আছে, যা লটারি পূরণ করে, মেয়াদের একটি সীমা আর

অপসারণের একটি অধিকার? সিদ্ধান্ত, অর্থের প্রবাহ আর প্রভাব খাটানো কি সবার দেখার জন্য খোলা, আর একই সঙ্গে ব্যক্তির জীবন কি গোপনীয়তার সুরক্ষায়? কেউ কি সীমারেখার ওপারে মূল্যাঙ্ক জমাতে পারে না, অঙ্কের পরিমাণ কি একটি প্রকাশ্য সংখ্যা, আর পুঁজির বণ্টন কি একাধিক স্বাধীন পথে হয়? পরিবেশগত খরচ কি প্রতিটি দামে যুক্ত, আর সমষ্টি কি গ্রহ থেকে যতটা নেয়, তার চেয়ে কম নেয় যতটা ফিরিয়ে দেয়? শিক্ষা কি ব্যবস্থাটিকেই প্রশ্ন করতে শেখায়, আর তার সমালোচনা কি স্পষ্টভাবে সুরক্ষিত? যে থাকতে চায় না, সে কি চলে যেতে পারে?

যেখানে এই প্রশ্নগুলোর কোনো একটির উত্তর না দিতে হয়, সেখানে পথ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তা শুনতে যতই SOLIS-এর মতো লাগুক। যেখানে সবগুলোর উত্তর হ্যাঁ দেওয়া যায়, সেখানে তা SOLIS, তা দেখতে এই বইয়ের থেকে যতই আলাদা হোক। কারণ এই ব্যবস্থাকে রূপ দিয়ে চেনা যায় না, চেনা যায় তা যা নিশ্চিত করে তা দিয়ে: এমন এক ক্ষমতা, যা কারও নয়, এমন এক সমৃদ্ধি, যা কাউকে বাদ দেয় না, এমন এক গ্রহ, যা বাসযোগ্য থাকে, আর এমন এক মানুষ, যে এই সব কিছু যাচাই করতে স্বাধীন।

অধ্যায়

13



বিশ্বব্যবস্থা: জাতিগুলোর মাঝে SOLIS

মারার খালাতো ভাই তোমাস দশ বছর আগে চলে গিয়েছিল, এমন এক ব্যবস্থায়, যেখানে ধনী হওয়া যেত। সে প্রতি গ্রীষ্মে বেড়াতে আসত, এমন সব উপহার নিয়ে, যা এখানে কেউ কিনতে পারত না, আর এমন এক দৃষ্টি নিয়ে, যা প্রতি বছর আরও বেশি সময় নদীর ওপর থেমে থাকত। সেই একই গ্রীষ্মে মারা অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে দেশগুলোর সভায় বসেছিল, যখন গ্রহব্যাপী প্রতিরক্ষা তার বার্ষিক মহড়ার খবর দিল: এক খণ্ড পাথর, দুই বছর দূরে, তিনটি ব্যবস্থা একসঙ্গে লক্ষ্য স্থির করছে। এর কিছুই কারও মালিকানায় ছিল না। সেটাই ছিল আসল কথা।

এই যুগের সবচেয়ে বড় বিপদগুলো কোনো সীমান্ত মানে না। জলবায়ুর পরিবর্তন, একটি নতুন মহামারি, লাগামছাড়া এক প্রযুক্তি, মহাকাশ থেকে আসা এক হুমকি মানবজাতিকে সামগ্রিকভাবে আঘাত করে, আর কোনো একক দেশ একা তা ঠেকাতে পারে না। তাই যে ব্যবস্থা কেবল ভেতরের দিকে ভাবা, তা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। এই অধ্যায় জিজ্ঞাসা করে, SOLIS পৃথিবীর সঙ্গে কেমন আচরণ করে: বহু সমাজ কীভাবে একসঙ্গে কাজ করে, তাদের ওপর কোনো নতুন শাসক না জন্মিয়ে, আর মানবজাতি কীভাবে গ্রহব্যাপী বিষয়গুলো একসঙ্গে বহন করে, নিজের বৈচিত্র্য না হারিয়ে।

গ্রহস্তরে বলয়

বৈশ্বিক সমস্যার সহজ উত্তর হতো এক বিশ্বসরকার, আর তা হতো সবচেয়ে বিপজ্জনক শীর্ষ। একক রাষ্ট্রের জন্য যা সত্য, গ্রহের জন্য তা আরও বেশি সত্য। যেখানে এক সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ জন্মায়, সেখানে জন্মায় দখলের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, আর কোনো দূরত্বই তাকে আগের প্রতিটি সিংহাসনের চেয়ে বেশি নিরাপদ করত না। এখানেও SOLIS পিরামিড নয়, স্তরে স্তরে সাজানো বিন্যাস বেছে নেয়। ব্যবস্থাটি বহুস্তরে গড়া, পাড়া থেকে অঞ্চল আর দেশ হয়ে গ্রহস্তর পর্যন্ত, আর প্রতিটি স্তর নিজেই একটি বলয়: সভা, দপ্তর, নৈতিকতা পরিষদ, বিচারব্যবস্থা আর পর্যালোচনা সংস্থাসহ, আংশিকভাবে লটারিতে গঠিত, সদস্য বদলায়, অপসারণযোগ্য, স্বচ্ছ, শীর্ষহীন। এর ওপরে আছে নিম্নস্তরের অগ্রাধিকারের নীতি, তার কঠোর রূপে। উচ্চতর স্তর কেবল সেটুকুই করতে পারে, যা নিম্নতর স্তর সত্যিই পারে না। এভাবে গ্রহস্তরের জন্য থাকে কেবল যা প্রকৃতই গ্রহব্যাপী। বাকি সব মানুষের আরও কাছের বিষয়। এভাবে জন্মায় বৈশ্বিক সমন্বয়, কিন্তু কোনো বৈশ্বিক শাসক নয়।

যে গ্রহব্যাপী কাজ কেবল একসঙ্গেই সফল হয়

তবে কিছু কাজ কেবল গোটা মানবজাতিই সমাধান করতে পারে। জলবায়ু কোনো সীমান্ত জানে না, রোগজীবাণু প্রতিটি দেয়াল ডিঙিয়ে যায়, এক হাতে থাকা শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সবার জন্য বিপদ, আর একটি গ্রহাণু দেশে দেশে ভেদ করে না। এই অল্প কিন্তু নির্ণায়ক ক্ষেত্রগুলোর জন্য SOLIS গড়ে এক গ্রহব্যাপী প্রতিরক্ষা: যৌথ আগাম সতর্কতা, যৌথ সক্ষমতা, যৌথ নিয়ম। এতে মিলে যায় আলাদা আলাদা ব্যবস্থার পৃথিবী-প্রতিরক্ষা, আর তা নিজেও বলয়িত এবং কোনো একক শক্তির নয়। মানবজাতির অন্তিম বিপদ থেকে সুরক্ষা সেই একমাত্র কাজ, যা কোনো সার্বভৌমত্ব নিজের জন্য রেখে দিতে পারে না, আর একই সঙ্গে সেই একমাত্র কাজ, যাকে কোনো শক্তি নিজের উত্থানের অজুহাত হিসেবে অপব্যবহার করতে পারে না। তাই গ্রহব্যাপী প্রতিরক্ষাও লটারি, আবর্তন আর জবাবদিহির অধীন। যে সর্বজনীন সম্পদ সবার, বায়ুমণ্ডল, মহাসাগর, মহাকাশের উত্তরাধিকার, তা এই স্তরে পরিচালিত হয়, অঞ্চলের জলশোধনাগারের মতো একই নিয়মে।

বৈশ্বিক ন্যায্যতা

একটি অভিন্ন গ্রহ এক অভিন্ন ন্যায্যতা দাবি করে। যে সম্পদ সবার, তা অল্প কয়েকজন দখল করতে পারে না। তার আয় গোটা মানবজাতির কাজে লাগে, কেবল যারা আগে হাত বাড়ায় তাদের নয়। যেখানে সম্পদ অতীতের অন্যায়ের ওপর দাঁড়িয়ে, সেখানে তার প্রতিকার ন্যায্যতার অংশ, চিরস্থায়ী ঋণ হিসেবে নয়, বরং সৎ বোঝাপড়া হিসেবে। ধনী অঞ্চলগুলোর এক বিশেষ দায় আছে, কারণ দায়িত্ব মাপা হয় সামর্থ্য আর সম্পদ দিয়ে। আর কোনো সমাজ অন্যকে শোষণ

করে নিজের সমৃদ্ধির ভিত গড়তে পারে না। SOLIS-এ বৈচিত্র্য এমন এক শক্তি, যা থেকে শেখা যায়, জাতিতে জাতিতে বৈষম্যের অজুহাত নয়।

অন্তর্ভুক্তি ও অভিবাসন

কে কোনো সমষ্টির অংশ, আর কীভাবে তাতে যোগ দেওয়া বা ছেড়ে যাওয়া যায়, তা প্রতিটি ব্যবস্থার মর্মে আঘাত করে। SOLIS এখানে দুটি বিষয়কে একসঙ্গে ধরে রাখে। একদিকে চলে যাওয়ার অধিকার। কোনো মানুষ কোনো ব্যবস্থার সঙ্গে শিকলে বাঁধা নয়, তা যত ন্যায্যই হোক। যে দেশান্তরী হতে চায় বা ভিন্নতার নিজস্ব সমষ্টি গড়তে চায়, সে তা পারে, সীমা কেবল এটুকু যে অন্যের ক্ষতি করতে বা জনজীবন ধ্বংস করতে কেউ বেরিয়ে যেতে পারে না। এটাই সেই নিয়ন্ত্রিত ঝিল্লি, মানুষের ওপর প্রয়োগ করা। সে ন্যায্য ভিন্নতাকে যেতে দেয়, আর কেবল সেই ফুটো বন্ধ করে, যা দিয়ে কেউ বাইরে থেকে ব্যবস্থাটিকে ধসিয়ে দিতে পারত। অন্যদিকে আসার অধিকার। অভিবাসনকে হুমকি হিসেবে দেখা হয় না, বরং সুশৃঙ্খল ও মানবিকভাবে সাজানো হয়, যারা আশ্রয় খোঁজে আর যে সমষ্টি গ্রহণ করে, উভয়ের প্রতি দায়িত্ব নিয়ে। যে আসে, সে প্রথম দিন থেকেই মৌলিক জোগান আর মৌলিক অধিকার পায়, আর অপেক্ষাগৃহের বদলে ভাষা ও অবদানে প্রবেশাধিকার। যে গ্রহণ করে, সে এমন সম্পদ পায়, যাতে গ্রহণ টেকসই হয়। অন্তর্ভুক্তি এখানে একমুখী রাস্তা নয়। দুই পক্ষই শেখে, আর বৈচিত্র্যকে সম্মান করা হয়, তবে পাঁচটি ভিত্তির খরচে নয়। যে ব্যবস্থা ছেড়ে যাওয়া যায়, তাকে মানুষকে রাজি করাতে হয় নিজের কাজ দিয়ে, বেরোনোর দরজায় তালা দিয়ে নয়।

মিশ্র এক পৃথিবীতে টিকে থাকা

SOLIS কোনো শূন্য পৃথিবীতে জন্মায় না, বরং এমন শক্তির পাশে, যারা তার নীতি ভাগ করে না। যে সমাজ নিজেকে পরিবেশগত ও নৈতিকভাবে বাঁধে, অথচ অন্যরা তা করে না, তার দৃষ্টান্ত কাজ করার আগেই তাকে পদদলিত করা বা দামে হারানো যেতে পারে। SOLIS এর মোকাবিলা করে গুটিয়ে গিয়ে নয়, আক্রমণ করেও নয়, বরং জোট বেঁধে: সমমনা অঞ্চলের জোট, পারস্পরিক প্রতিরক্ষা, সহনশীল ও সংযুক্ত সরবরাহ শৃঙ্খল, ভাগ করা জ্ঞান। বাইরের দিকে সে বহু মেরুর এক পৃথিবীর পক্ষে দাঁড়ায়। কোনো জোট সবার ওপর আধিপত্য করতে পারবে না, অঞ্চল আর সংস্কৃতি স্বাধীন থাকে এবং একই সঙ্গে যুক্ত, আর ভারসাম্য জন্মায় পারস্পরিক নির্ভরতা, শ্রদ্ধা আর স্পষ্ট সীমা থেকে: বিশৃঙ্খলা ছাড়া বৈচিত্র্য, অধীনতা ছাড়া শৃঙ্খলা। বাইরের দিকে তার পথ ভেতরের পথের মতোই, পুরোনোকে অপ্রয়োজনীয় করে দিয়ে জয়। যেখানে নতুন ব্যবস্থা দৃশ্যমানভাবে মানুষের আরও ভালো সেবা করে, সেখানে পুরোনো ব্যবস্থা তার আঁকড় হারায়। ততদিন পর্যন্ত SOLIS যা গড়েছে, তা রক্ষা করে, নিজে আক্রমণকারী না হয়ে।

ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু একঘেয়ে নয় এমন মানবজাতি

লক্ষ্য কোনো বিশ্বরাষ্ট্র নয়, জোড়াতালির কাঁথাও নয়, বরং এক ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু একঘেয়ে নয় এমন মানবজাতি। পাঁচটি ভিত্তি সর্বত্র প্রযোজ্য, মর্যাদা, ভারসাম্য, পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ, দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা। এগুলোই অভিন্ন কেন্দ্র, যা অনাপসযোগ্য। যা আলাদা, তা বাকি সব: প্রতিষ্ঠানের রূপ, সংস্কৃতির ভাষা, অর্থবোধের পথ। SOLIS যতটা কম ভালো জীবনের একটিমাত্র ধারণা চাপিয়ে দেয়, ততটাই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে তাতে, যা সব মানুষ ভাগ করে। একটি সংকীর্ণ, দৃঢ় কেন্দ্র আর তার ওপরে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য, এটাই

সেই ব্যবস্থা, যেখানে মানবজাতি এক হয়ে কাজ করতে পারে, বহু হওয়া বন্ধ না করেই। আমাদের ভবিষ্যৎ সবার, নয়তো কারও নয়।

অধ্যায়

14



সারসংক্ষেপ ও সামনের দৃষ্টি

এক নজরে পাঁচটি ভিত্তি

এই রচনার শেষে প্রশ্ন করা সার্থক, SOLIS আসলে কী এবং কী তাকে অন্য রূপরেখা থেকে আলাদা করে। উত্তরটি হলো: SOLIS কোনো অনড় আইন নয়, কোনো অপরিবর্তনীয় ইশতেহার নয়, আর কোনো তৈরি মডেলও নয়, যা একটি সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এটি এক শিক্ষণশীল, বিকাশমান সিস্টেম, এক কাঠামো, এক মনোভাব, এক কম্পাস, যাকে প্রতিটি সমাজ আর প্রতিটি প্রজন্মে নতুন করে প্রাণ দিতে হয়। তার সমস্ত নমনীয়তার মধ্যেও তাকে একত্র রাখে পাঁচটি ভিত্তি, যা লাল সুতোর মতো সব ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বয়ে যায় এবং তার নৈতিক মেরুদণ্ড গড়ে।

মানুষের মর্যাদা কেবল কারও ক্ষতি না করা নয়, বরং সক্রিয়ভাবে নিশ্চিত করা দাবি করে যে প্রত্যেক মানুষ বিকশিত হতে পারে। এটি সেই নিরঙ্কুশ মেঝে, যার নিচে কোনো ভারসাম্যের বিচার পৌঁছায় না, আর এটি তার জন্যও প্রযোজ্য, যে দোষী হয়েছে। ব্যক্তি ও সমষ্টির ভারসাম্য একত্র রাখে, যা অন্য ব্যবস্থাগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। দায়িত্বহীন স্বাধীনতা বেপরোয়া, স্বাধীনতাহীন দায়িত্ব নিপীড়ন, আর প্রকৃত স্বাধীনতা জন্মায় সেখানে, যেখানে মানুষ নিজের দায়িত্ব চেনে এবং প্রত্যয় থেকে তা পালন করে। পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব পৃথিবীকে এমন এক জীবন্ত জগৎ করে তোলে, যার ক্ষতি কেবল কমানো হয় না, যাকে নিরাময় করা হয়, আর প্রতিটি সিদ্ধান্তে তাকে কণ্ঠ দেয়। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ ব্যবস্থাটির ভিত গড়ে সেরা জ্ঞানের ওপর, সেই বিচারবোধের ওপর, যা তার ব্যাখ্যা জানে, আর এই সত্যের ওপর যে সব জ্ঞান উন্মুক্ত এবং প্রতিটি কর্তৃত্বকে প্রশ্ন করা যায়, এটিকেও। শেষে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিস্থাপকতা ভার বইতে হবে এমন সব কিছুকে গড়ে ছড়িয়ে, শিক্ষণশীল আর মানিয়ে নেওয়ার মতো করে, যাতে ব্যবস্থাটি চাপে ভেঙে না পড়ে বরং আরও শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে আসে।

তবে রচনাটি যদি এই মূল্যবোধের পাশে প্রতিষ্ঠান না দাঁড় করাত, তবে এগুলো ফলহীন থেকে যেত। সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন, ক্ষমতার প্রশ্ন, SOLIS-এর উত্তর কোনো সর্বোচ্চ সংস্থা দিয়ে নয়, বরং এক শীর্ষহীন বলয় দিয়ে, যা জনগণের মধ্যে নোঙর করা এবং লটারি, আবর্তন, অপসারণ আর জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের

বিভাজনের মাধ্যমে স্থায়ী দখলের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত। সে অর্থনীতিকে বিলুপ্ত করে না, সর্বজ্ঞের মতো পরিকল্পনাও করে না, বরং বাজারকে সীমায় বাঁধে: অধিকার হিসেবে মৌলিক জোগান, মজুত করা যায় না এমন এক মূল্যের মাধ্যমে পছন্দের পণ্য, যার দাম পরিবেশগত ও সামাজিক সীমার মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত সংকেত থেকে জন্মায়, আর এমন এক পুঁজি, যা অনেক হাতে থাকে। জনপরিসরকে সে রক্ষা করে কোনো সত্য মন্ত্রণালয় দিয়ে নয়, বরং প্রমাণের দায়, আপিল আর এই অনড় সীমাসহ এক প্রক্রিয়া দিয়ে যে তা কখনো SOLIS-এর নিজের সমালোচনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। আর সে তার নাগরিকদের বশ্যতার দিকে নয়, পরিণতমনস্কতার দিকে গড়ে তোলে, এমনকি ব্যবস্থাটি প্রাপ্য হলে তাকেই প্রত্যাখ্যান করার সামর্থ্য পর্যন্ত।

এক নজরে উপাদানগুলো

যে রচনাটি পড়েছে, সে উপাদানগুলোকে তাদের প্রেক্ষাপট থেকেই চেনে। এখানে সেগুলো আরেকবার পাশাপাশি রাখা হলো, যাতে রূপরেখার প্রতিটি অংশকে অন্য প্রতিটির সঙ্গে তুলনা করা যায়, কারণ একটি ব্যবস্থা তখনই মেলে, যখন তার অংশগুলো একে অপরের বিরোধী নয়।

পাঁচটি ভিত্তি অনাপসযোগ্য কেন্দ্র: মর্যাদা, ভারসাম্য, পৃথিবীর প্রতি দায়িত্ব, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, স্থিতিস্থাপকতা। বাকি সব স্বাধীনতা।

বলয় হলো ক্ষমতার ব্যবস্থা: সংস্থাগুলোর এক শীর্ষহীন বৃত্ত, নাগরিকমণ্ডলীতে নোঙর করা, পাড়া থেকে গ্রহ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে। যে এতে বাঁধা, সে বলয়িত।

সভাগুলো তাদের স্তরের আইন ও বাজেট ঠিক করে, নির্বাচিত আর লটারিতে বাছাই হওয়া মানুষের মিশ্রণে। **মেয়াদি দপ্তরগুলো** বাস্তবায়ন করে, মেয়াদসীমিত ও পরিবর্তনশীল। **প্রাজ্ঞ পরিষদ** দিগন্ত ছাড়িয়ে ভাবে এবং আদেশ না দিয়ে পরামর্শ দেয়। **নৈতিকতা পরিষদগুলো** ভিত্তির আলোয় যাচাই করে এবং থামাতে পারে। **বিচারব্যবস্থা** সবাইকে বাঁধে, বলয়ের সংস্থাগুলোকেও। **স্বচ্ছতা**

ও পর্যালোচনা সংস্থা জ্ঞানকে উন্মুক্ত রাখে এবং মৌলিক অধিকার পর্যবেক্ষণ করে।

নাগরিকমণ্ডলী নিজে চারটি বিষয় ঠিক করে: ব্যবস্থার গ্রহণ, তার কেন্দ্রে যেকোনো হাত দেওয়া, তার সংস্থাগুলোর অপসারণ, আর যে প্রশ্ন তার সামনে রাখা হয় বা কোনো দাবির মাধ্যমে তার কাছে টেনে আনা হয়। বাকি সব ঠিক করে সভাগুলো।

লটারি, আবর্তন, অপসারণ আর জ্ঞান ও সিদ্ধান্তের বিভাজন দখলের বিরুদ্ধে চারটি উপাদান। এগুলো প্রতিটি ক্ষমতার জন্য প্রযোজ্য, সশস্ত্র ক্ষমতা, সমষ্টি ব্যাংক আর পুঁজি বণ্টনের জন্যও।

যে ব্যতিক্রম নিজেকে শেষ করে, তা বিপদে দ্রুত কাজের সুযোগ দেয়: প্রকাশ্য, মেয়াদি, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখসহ, পরে যাচাইকৃত এবং ভেঙে ফেলার দায়সহ।

অধিকারগুলো প্রত্যেককে মৌলিক জোগান নিশ্চিত করে, বাসস্থান, জ্বালানি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াত, কোনো প্রতিদান ছাড়া, সমষ্টির অংশ থেকে বহন করা। যেখানে ভিত্তিস্তরের জিনিস একে অপরের থেকে আলাদা, সেখানে সিদ্ধান্ত নেয় প্রয়োজন, ক্রম আর লটারি, চেনাজানা নয়।

মূল্যাঙ্ক অবদানের পারিশ্রমিক দেয় এবং পছন্দের পণ্য কেনে: ব্যক্তির সঙ্গে বাঁধা, সুদমুক্ত, মজুত করা যায় না, ফটকাবাজি করা যায় না, এমন দামসহ, যা স্থির পরিবেশগত সীমার মধ্যে বিকেন্দ্রীকৃত সংকেত থেকে আসে। ভবিষ্যতের প্রস্তুতির সীমা পর্যন্ত সঞ্চয় ও উত্তরাধিকার দেওয়া যায়, তার ওপরে নয়।

অঙ্কের পরিমাণ একটি প্রকাশ্য সংখ্যা। নতুন অঙ্ক কেবল সমষ্টি ব্যাংকে নিবন্ধিত অবদানের বিনিময়ে তৈরি হয়, আর তিনটি খোলা চাবি, ঘণ্টার মৌলিক মূল্য, সমষ্টির অংশ আর সীমারেখা, তাকে উৎপাদিত পছন্দের পণ্যের মাপে ধরে রাখে।

সমষ্টির অংশ প্রতিটি জমার সেই অংশ, যা সমষ্টির কোষাগার ভরে, একটি সীমারেখার ওপরে বাড়তে থাকে। এটি করের জায়গা নেয়, উৎসে সরল এবং ব্যবহারে দৃশ্যমান।

উদ্যোগগুলো অংশীদারদের সমষ্টি, যাদের একটি উদ্যোগ-হিসাব আছে, যা সঞ্চিতি গড়ে, সম্পদ নয়। **জালবদ্ধ তহবিলগুলো** বহু স্বাধীন পথে পুঁজি বণ্টন করে, আর একটি অংশ ভিন্নপথগামীর জন্য সংরক্ষিত থাকে।

ঝিল্লি বাইরের দিকে নিয়ন্ত্রিত সীমান্ত। সে বাস্তব প্রয়োজনের জন্য মূল্যকে আর ন্যায্য ভিন্নতার মানুষকে যেতে দেয়, আর সেই ফুটো বন্ধ করে, যা দিয়ে স্তূপ, ক্ষমতা বা ধ্বংস ঢুকে পড়ত।

পুরোনো সম্পদের অনুবাদ উত্তরণকে বিন্যস্ত করে: ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে, অর্থসম্পদ সীমা পর্যন্ত মূল্যাঙ্কে আর তার ওপরে ভোটহীন তহবিল-অংশে পরিণত হয়, কোম্পানিগুলো উদ্যোগ হয়ে ওঠে, আর ভেতরের ঋণ একটি ন্যায্য সীমার ওপরে লোপ পায়।

জীবন্ত জগতের স্বার্থরক্ষকেরা ব্যবস্থার সংস্থাগুলোর সামনে বাস্তুতন্ত্র, প্রাণী আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কণ্ঠ দেন।

অসম স্বচ্ছতা ক্ষমতাকে স্বচ্ছ করে আর ব্যক্তিকে রক্ষা করে। দপ্তর, তহবিল, অ্যালগরিদম আর অভিযান খোলা, নাগরিকের জীবন ব্যক্তিগত।

প্রক্রিয়ার সীমা প্রযোজ্য সর্বত্র, যেখানে ব্যবস্থাটি হস্তক্ষেপ করতে পারে। জনপরিসরের যাচাই প্রক্রিয়া বা নিরাপত্তা যন্ত্র কোনোটিই কখনো SOLIS-এর সমালোচনার বিরুদ্ধে যেতে পারে না।

চলে যাওয়ার অধিকার আর SOLIS-**কেও প্রশ্ন করার পরিণতমনস্কতা** শেষ রক্ষাকবচ। যে ব্যবস্থা ছেড়ে যাওয়া ও প্রত্যাখ্যান করা যায়, তাকে মানুষকে রাজি করাতে হয় নিজের কাজ দিয়ে।

এই ভিত্তি আর উপাদানগুলো কেবল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেই। এগুলো সমাজ, আইন, নিরাপত্তা, অর্থনীতি, পৃথিবী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি, পরিবার আর বিশ্বকে জুড়ে এক সমগ্র গড়ে। এখানেই SOLIS-এর মর্ম: কোনো টেকনোক্র্যাসি নয়, কোনো মতাদর্শ নয়, কোনো তৈরি ব্যবস্থাপত্র নয়, বরং এক জীবন্ত সংযোগ, যা বহন করে এমন মানুষ, যারা জানে যে স্বাধীনতা, দায়িত্ব, মর্যাদা আর টেকসইতা একে অপরকে শক্তিশালী করে। এটি এক স্পষ্ট কম্পাসের ব্যবস্থা, যা ভুল হতে দেয়, তা থেকে শেখে আর নিজেকে উন্নত করে।

কেন SOLIS প্রয়োজন

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত ব্যাপক রূপরেখার দরকার কেন এবং বিদ্যমান ব্যবস্থাগুলো মেরামত করাই কেন যথেষ্ট নয়। উত্তরটি এই যে মানবজাতি এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যার গুরুত্ব আগের সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়, আর এই সন্ধিক্ষণ একই সঙ্গে কয়েকটি মাত্রায় খুলে যাচ্ছে।

গ্রহের মাত্রায়, প্রথমবারের মতো আমাদের হাতে আছে গ্রহকে বসবাসের অযোগ্য করার উপায়, আর একই সঙ্গে তাকে নিরাময়ের প্রযুক্তি। প্রশ্ন কেবল এটুকু, আমরা কোন দিক বেছে নেব, আর এখানে নিছক মেরামত আর যথেষ্ট নয়। প্রযুক্তির মাত্রায়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈব ও স্নায়ুপ্রযুক্তি সূচকীয় হারে বাড়ছে এবং আমাদের যুক্তও করতে পারে, বিভক্তও করতে পারে। নির্ণায়ক হলো, কে এগুলো চালায় আর কে নৈতিক সীমা টানে। সামাজিক মাত্রায়, সবাইকে খাওয়ানো, দারিদ্র্য দূর করা আর সবার জন্য শিক্ষা সম্ভব করার জ্ঞান আমাদের আছে। তবু লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে থাকে আর বৈষম্য বাড়ে, ফলে প্রশ্ন ওঠে, এই জ্ঞানকে ন্যায্যভাবে কাজে লাগানোর সিস্টেম না গড়ে আর কতদিন আমরা তাকিয়ে দেখব। আর মনের মাত্রায়, একটি পৃথিবী অবিশ্বাস্য অগ্রগতি উদ্‌যাপন করছে এবং একই সঙ্গে ভেতরে ভেতরে নিঃশেষ হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, আমরা কি এমন সমাজ চাই, যেখানে মানুষ কেবল সচল থাকে, নাকি এমন সমাজ, যেখানে তারা বিকশিত হয়।

এটি কোনো দূর ভবিষ্যতের দৃশ্যকল্প নয়, এটি বর্তমান। আমরা ইতিমধ্যেই এই টানাপোড়েনের পরীক্ষার মাঝখানে বাস করছি, এমন এক পৃথিবীতে, যা অগ্রগতি উদ্‌যাপন করে, অন্যায়কে পাকা করে, রাজনৈতিকভাবে ভেঙে পড়ছে, পরিবেশগতভাবে খাদের কিনারে আর মানসিকভাবে ক্লান্ত। তাই বিষয়টা ছোটখাটো মেরামত বা এমন সিস্টেমে জোড়াতালির নয়, যা অনেক আগেই নিজের সীমায় পৌঁছেছে। বিষয়টা এক নতুন স্থাপত্য, এক নতুন ভিত, এক নতুন সামাজিক চুক্তির, যা মানুষ, পৃথিবী, প্রযুক্তি আর অর্থবোধকে নতুন করে জোড়ে। শেষে দাঁড়িয়ে আছে এর চেয়ে কম কিছু নয় এমন এক প্রশ্ন: মানবজাতি হিসেবে আমরা কীভাবে কেবল টিকে থাকব না, বিকশিত হব: কীভাবে এমন এক সভ্যতা

গড়ব, যা বাড়ে, শেখে আর নিরাময় করে, এই গ্রহে এবং তার বাইরেও। এর জন্য সময় তাড়া দিচ্ছে, কারণ প্রতিটি দ্বিধাগ্রস্ত প্রজন্ম দায়িত্ব ঠেলে দেয় এমন এক প্রজন্মের দিকে, যার হয়তো আর কোনো বিকল্প থাকবে না।

মহান স্বপ্ন

SOLIS কোনো সংস্কার পরিকল্পনা, রাজনৈতিক কর্মসূচি বা অর্থনৈতিক ধারণার চেয়ে বেশি কিছু। এটি এক স্বপ্ন, এক সর্বব্যাপী স্বপ্ন, যা যেকোনো মতাদর্শ, যেকোনো দলীয় কর্মসূচি আর যেকোনো জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বড়। সে এমন এক পৃথিবীর রূপরেখা দেয়, যেখানে প্রতিটি শিশু তার প্রতিভা আবিষ্কারের সুযোগ পায়, আর কোনো প্রতিভা হারিয়ে যায় না কেবল এ কারণে যে তা কোনো মানদণ্ডে খাপ খায় না। এমন এক পৃথিবী, যেখানে কেউ অনাহারে থাকে না যখন অন্যরা প্রাচুর্যে বাঁচে, কারণ সম্পদ মানে বিচ্ছিন্নতা নয়, ভাগ করা দায়িত্ব। এমন এক পৃথিবী, যেখানে কাজ শোষণ নয়, পূর্ণতা আনে, যেখানে প্রযুক্তি মানুষের সেবা করে, উল্টোটা নয়, যেখানে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে লড়ি না, সহযোগিতা করি। এমন এক পৃথিবী, যেখানে সংস্কৃতিগুলো যুদ্ধ না করে একসঙ্গে নাচে, আর যেখানে আমরা তারার দিকে তাকাই বিজেতা হিসেবে নয়, শিক্ষার্থী রক্ষক হিসেবে।

কেউ কেউ আপত্তি করবে যে শুনতে সুন্দর, কিন্তু অবাস্তব, মানুষ এমন নয়। SOLIS এর দুটি উত্তর দেয়। প্রথমত, এই রচনা কোথাও উন্নততর মানুষ ধরে নেয়নি। তার প্রতিটি উপাদান গড়া হয়েছে সেই মানুষের জন্য, যারা আছে, ভুলপ্রবণ, স্বার্থপর, প্রলোভনপ্রবণ, আর ঠিক সে কারণেই তা টেকে। দ্বিতীয়ত, এই স্বপ্ন কোনো নির্বোধ কল্পনা নয়, বরং এক মাপকাঠি, কোনো তৈরি লক্ষ্য নয়, বরং এক আলোর রেখা, যার দিকে সিস্টেম, সিদ্ধান্ত আর কাঠামোকে মুখ করানো যায়। প্রশ্ন এটা নয় যে আমরা নিখুঁত পৃথিবী সৃষ্টি করব কি না। প্রশ্ন এটা যে আমরা যা হতে পারি তার সেরাটির চেয়ে কমে সন্তুষ্ট হতে অস্বীকার করব কি না। এমন এক স্বপ্ন একই সঙ্গে তিনটি কাজ করে। সে আশা দেয়, দেখিয়ে যে পরিবর্তন

সম্ভব আর ভবিষ্যৎ গড়া যায়। সে দিক দেখায়, অগ্রাধিকার ঠিক করতে আর সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। আর সে অর্থবোধ দেয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যে আমরা কেন পরিবর্তনের কষ্ট নিজের কাঁধে নিই: কারণ আমরা এমন এক পৃথিবী মেনে নিই না, যেখানে বৈষম্য, ধ্বংস আর নিন্দুকতা স্বাভাবিক। এভাবে সে সমগ্রের ওপর এক অন্তর্গত তারার মতো দাঁড়িয়ে থাকে, যা অন্ধকার মুহূর্তেও দিক দেখায়, আর পরবর্তী নির্বাচনী চক্রের বাইরে আসন্ন প্রজন্মের দিকে দৃষ্টি ফেরায়।

মানবজাতির প্রতি আহ্বান

এই অংশটি কোনো বিশ্লেষণ নয়, কোনো তত্ত্বও নয়, বরং এক আবেদন: আপনার প্রতি, আমার প্রতি, আমাদের সবার প্রতি। কারণ ওপরতলার লোকেরা সব ঠিক করে দেবে বলে অপেক্ষা করা, রাজনীতি আর প্রতিষ্ঠান সব সামলে নেবে বলে আশা করা, কিংবা বিশ্বাস করা যে কোনো নতুন শক্তিশালী নেতা বা নিখুঁত কর্মসূচি আমাদের হয়ে সব করে দেবে, যথেষ্ট নয়। ঠিক তেমনি নিন্দুকতা আর হতাশায় গুটিয়ে যাওয়া, পর্দা আর শ্লেষের আড়ালে লুকানো, কিংবা এই ভেবে নিজেকে ছোট করা যে একজন মানুষ এমনিতেই কিছু বদলাতে পারে না, যথেষ্ট নয়।

কারণ সমাজ সরকার নয়, সিস্টেমও নয়। সমাজ আমরা সবাই, আমাদের দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত, কথা আর কাজ নিয়ে। প্রত্যেকে নিজের পরিবেশে নতুন পথ পরখ করতে পারে, আরও টেকসইভাবে বাঁচতে পারে, আরও ন্যায্যভাবে কাজ করতে পারে, আরও যত্ন নিয়ে কথা বলতে পারে, অন্যদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাড়া আর উদ্যোগকে শক্তিশালী করতে পারে, ছোট প্রকল্প শুরু করতে পারে, আলাপ শুরু করতে পারে, দৃশ্যমান দৃষ্টান্ত হতে পারে আর জ্ঞান এগিয়ে দিতে পারে। এর জন্য কোনো ত্রাণকর্তা বা মহান নেতার দরকার নেই, দরকার এমন মানুষের এক নির্ণায়ক সংখ্যা, যারা বলে: আমরা এটা অন্যরকম চাই, আরও ভালো চাই, আর আমরা এখানে এবং এখনই শুরু করছি, আমাদের সামর্থ্য দিয়ে আর আমাদের জীবনে। SOLIS ওপর থেকে আসা কোনো প্রকল্প নয়, বরং এক জাল আর

সম্ভাবনার এক ক্ষেত্র, যেখানে প্রতিটি গতি, যত ছোটই হোক, এক বড় পরিবর্তনের অংশ হয়ে ওঠে।

কল্পনা করুন: একটি শহরে একটি স্কুল তার খাবার বদলাতে, সিদ্ধান্তে আরও অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে আর মনোযোগী উপস্থিতি শেখাতে শুরু করে। একটি পাড়ায় মানুষ একসঙ্গে জ্বালানি উৎপাদন করতে আর প্রকাশ্য পরিসরকে প্রাণবন্ত করতে শুরু করে। একটি উদ্যোগে অংশীদারেরা নিজেদের কাজের সময় নতুন করে সাজায় আর আয় আরও ন্যায্যভাবে ভাগ করে। এই প্রকল্পগুলোর কোনোটিই একা পৃথিবী বদলায় না, তবে একসঙ্গে তারা এমন এক জাল গড়ে, যা ক্রমেই ঘন আর শক্তিশালী হয়। SOLIS-এর আহ্বান আপনার ঘাড়ে কোনো বোঝা চাপাতে চায় না। সে দেখাতে চায় যে আপনি বড় কিছুর অংশ, আপনার একটি কণ্ঠ আছে এবং আপনি ক্ষমতাহীন নন। প্রশ্ন এটা নয় যে আপনি সব কিছু বদলাতে পারেন কি না, বরং এটা যে আপনি নিজের ভূমিকা পালনে প্রস্তুত কি না, সাহস, হৃদয় আর আশা নিয়ে।

শেষ কথা

এই রচনা অভিজাত, একাডেমি বা সম্মেলনের জন্য লেখা হয়নি, আর ড্রয়ারে ধুলো জমা কাগজের জন্যও নয়। এটি লেখা হয়েছে সেই মানুষদের জন্য, যারা প্রতিদিন কাজ করে, ভালোবাসে, কষ্ট পায় আর আশা করে, প্রায়ই নীরবে, প্রায়ই অদৃশ্য, প্রায়ই ক্লান্ত, আর যারা মাঝে মাঝে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে, এটাই কি সব, নাকি বাইরে আরও বড় কিছু আছে, যা তাদের ডাকে এবং অন্যদের সঙ্গে যুক্ত করে। SOLIS তাদের সবার প্রতি এক আমন্ত্রণ, যারা টের পায় যে দৈনন্দিন জীবন যতটা সুযোগ দেয়, তাদের মধ্যে তার চেয়ে বেশি কিছু আছে, আর যাদের বড় করে ভাবার আর ছোট করে শুরু করার সাহস আছে।

মারা বলে কেউ নেই। রাঁধুনি নেই, নদী নেই, আলোর উৎসব নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে যা কিছু ঘটে, তা গড়া হয়েছে, উপাদান ধরে ধরে, এই বইয়ে, আর তা

গড়া হয়েছে সেই মানুষের জন্য, যেমন মানুষ আছে। এটাই স্বপ্ন আর রূপরেখার পার্থক্য।

যে রচনা পরামর্শ আর সিদ্ধান্তের মধ্যে সীমা টানে, সে নিজের বেলায় তা গোপন রাখতে পারে না। এই রচনার রূপরেখা দিয়েছেন ও লিখেছেন একজন মানুষ। এই সংস্করণকে প্রথমটি থেকে যা আলাদা করে, সেই পরিমার্জনায় তাকে সাহায্য করেছে এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সে স্ববিরোধ খুঁজেছে, ফাঁক চিহ্নিত করেছে আর বাক্য প্রস্তাব করেছে। প্রতিটি শব্দ তিনি নিজে যাচাই করেছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার দায় নিয়েছেন। যন্ত্র উত্তরকে আলোকিত করেছে। প্রশ্নটা করেছে মানুষ।

তাই এই রচনা উৎসর্গ করা হলো তাদের, যারা এখনো আসবে। তারা যেন এমন এক পৃথিবীতে বড় হয়, যা তাদের কেবল রক্ষা করে না, পুষ্ট ও শক্তিশালী করে। উৎসর্গ করা হলো প্রবীণদের, যারা আমাদের তাদের কাহিনি দিয়েছেন। আমরা যেন তাদের প্রজ্ঞাকে সম্মান করি আর তাদের অভিজ্ঞতা রক্ষা করি। আর উৎসর্গ করা হলো জীবিতদের, যারা ভয় আর আশার মধ্যে দোদুল্যমান। তারা যেন বুঝতে পারে যে তারা একা নয়, আর অর্থবোধ ও সংযোগের প্রতি তাদের আকুলতা কোনো কাকতাল নয়, এক ডাক। SOLIS এতে কোনো মতবাদ বা পবিত্র গ্রন্থ হতে চায় না, বরং এক কম্পাস, এক হাতিয়ার, এক সেতু আর এক সূচনা। সে অন্ধভাবে অনুসরণ করতে নয়, বরং একসঙ্গে ভাবতে, অনুভব করতে আর কাজ করতে আমন্ত্রণ জানায়।

কাগজে এই বই এখানেই শেষ। কিন্তু সত্যিই তা শেষ হয় না, বরং শুরু হয়: মাথায়, হৃদয়ে, আলাপে আর সেখান থেকে জন্মানো কাজে। SOLIS যেন হয় এক সেতু, কোনো বাংকার নয়, এক আলো, ক্ষমতার কোনো বাতিঘর নয়, এক প্রতিশ্রুতি, কোনো আদেশ নয়। শিশুদের জন্য, প্রবীণদের জন্য, আমাদের জন্য, পৃথিবীর জন্য, তারাদের জন্য আর জীবনের জন্য।

SOLIS তখনই বাঁচে, যখন আপনি তাকে যাপন করেন।

System of Learning, Integrity and Sustainability
– SOLIS.